



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পাঠশালায় এলে তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, এক একটি জ্ঞান রত্ন লক্ষ লক্ষ মূল্যের, যা বাবা প্রদান করেন"

- *প্রশ্নঃ - বাবা যে নেশাটি চড়িয়ে দেন, সেই নেশার প্রভাব হালকা হয়ে যায় কেন ? সদা নেশা চড়ে থাকার যুক্তি কি?
- *উত্তরঃ - নেশা তখন হালকা হয় যখন বাইরে গিয়ে আত্মীয় কুটুম্বদের মুখ দর্শন করো। নষ্টমোহ হওনি। সদা নেশায় থাকার জন্য বাবার সাথে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করতে শেখো। বাবা, আমরা তোমার ছিলাম, তুমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলে, আমরা ২১ জন্মের সুখ ভোগ করে তারপরে দুঃখী হয়েছি। এখন আমরা আবার সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। নষ্টমোহ হও, তাহলে নেশা চড়ে থাকবে।
- *গীতঃ- মরণ তোমার গলিতে, জীবন তোমার গলিতে...

ওম্ শান্তি । এই কথা গুলি কার শুনলে ? গোপ গোপীকাদের। কার উদ্দেশ্যে বলছে? পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার উদ্দেশ্যে। নাম তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। বলে - বাবা, তোমার গলার হার হতে আমরা জীবিত থেকেই তোমার আপন হই। তোমাকেই স্মরণ করলে আমরা আপনার গলার মালা হবো। রুদ্র মালা তো বিখ্যাত। বাবা বুম্বিয়েছেন সব আত্মারা হল রুদ্রের মালা। এ হলো আত্মিক বৃক্ষ। আর ওটা হল জিনিয়লজিক্যাল মানুষের বৃক্ষ, এ হলো আত্মাদের বৃক্ষ। বৃক্ষে সেকশনও আছে। দেবী-দেবতাদের সেকশন, ইসলামীদের সেকশন, বৌদ্ধদের সেকশন। এইসব কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। গীতার ভগবান-ই বলেন। তিনি হলেন জন্ম-মরণরহিত। তাঁকে অজন্মা বলা যাবে না। কেবল জন্ম-মরণেই আসেন না, তা নয়, তাঁর কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহও নেই। মন্দিরেও শিব লিঙ্গেরই পূজা হয়, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা করে। ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ কখনও বলা হয় না। শিবকেই সদা পরমাত্মা রূপে স্বীকার করে। শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। ওটা হলো মূললোক (বতন), ওটা হলো সূক্ষ্মলোক আর এই হলো স্থূললোক।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে কেউ তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। যদি এনার মধ্যেও পরমাত্মা উপস্থিত থাকেন তাহলে এনাকেও পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। শরীরে থাকাকালীন পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় না। বাস্তবে শব্দ গুলি হলো মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা....। মহান পরমাত্মা বলা হয় না। পুণ্য পরমাত্মা বা পাপ পরমাত্মা শব্দও নেই। এইসবই তো বোঝার বিষয়, তাইনা ! শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এই পাঠশালায় এলে প্রত্যক্ষফলদায়ী প্রাপ্তি হয়। এই পড়া করলে আমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হব অন্য কেউ এমন বলতে পারে না। মানুষ থেকে দেবতা তোমরা হও। দেবতাদের মধ্যে সুখ্যাত হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ তাই সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী তো অবশ্যই থাকবেন। সত্য রামের কথা বলা হয় না। সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। আচ্ছা, তাতে কি হবে? নর থেকে নারায়ণ হবে। ব্যারিস্টারের দ্বারা ব্যারিস্টারের কথা শুনে ব্যারিস্টার হবে। এখানে তোমরা আসো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের প্রাপ্তির জন্য। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রাপ্তি তখন হয় যখন সঙ্গমযুগ হয়। তোমরা জানো আমরা এসেছি বাবার কাছে সত্যযুগী রাজধানীর অবিদ্যার উত্তরাধিকার নিতে। কিন্তু প্রথমে তো এটা পাকা নিশ্চয় থাকা চাই যে শিববাবা হলেন আমাদের বাবা। তিনি এই ব্রহ্মারও বাবা। সুতরাং বি. কে. দের ঠাকুরদাদা তিনি, তাইনা ! এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বলেন এই প্রপাটি আমার নয়। দাদুর (শিববাবার) প্রপাটি তোমরা প্রাপ্ত করো। শিববাবার কাছে জ্ঞান রত্নের ধন আছে। এক একটি রত্ন হল লক্ষ লক্ষ মূল্যের। এসব এতই মূল্যবান যে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য কারো স্বপ্নেও থাকবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির পূজা তো যদিও করা হয় কিন্তু এই কথা কারো জানা নেই যে এঁরা এই পদ প্রাপ্ত করেন কিভাবে ? সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে তাই কিছু বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো তাঁদের রাজত্ব করেছে ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। তারপরে প্রথম সম্বৎ থেকে শুরু হয়েছে এমন কাহিনী বলা হয়। লং লং এগো (বেহদিন আগো).... এই ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ভারতকে বহিস্ত, স্বর্গ বলা হয়। এইসব কারো বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো কল্পের আয়ু-ই হল ৫ হাজার বছর। এই শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে সবই ড্রামায় ফিক্সড আছে। সেসব শুনে কিছুই রেজাল্ট আসবে না। কত আড়ম্বর করে। জগৎ অশ্বা হলেন একজন কিন্তু তাঁর কত রকমের মূর্তি তৈরি করে। জগৎ অশ্বা হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ৮-১০ ভূজা কখনোই হয় না। বাবা বলেন এইসব হল ভুক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানে এইসব কিছুই নেই, জ্ঞানে হল সাইলেন্সে থাকা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন অনেক কন্যারা আছে

যারা কখনও দেখাও করেনি। চিঠিতে লেখে বাবা তুমি আমাদের চেনো না কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। তুমি হলেন সেই পিতা, আমরা তোমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো-ই। ঘরে বসে অনেকের সাক্ষাৎকার হয়। যদি সাক্ষাৎকার না হয় তাও লেখে। স্মরণে একদম লভলীন হয়ে যায়, মগ্ন হয়ে যায়। বাবা হলেন সদগতি দাতা, তাঁকে কতো ভালোবাসা উচিত। মা-বাবাকে বাচ্চারা জড়িয়ে ধরে, কারণ মা বাবা বাচ্চাদের সুখ দেন। কিন্তু আজকাল মা বাবা কোনো সুখ দেন না, উপরন্তু বিকার গ্রস্ত করে দেয়। বাবা বলেন - পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন তোমরা শিক্ষা প্রাপ্ত করেছো - বাচ্চারা, কাম কাটারীর বিষয় ছেড়ে পবিত্র হও, কারণ এখন তোমাদের কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। কৃষ্ণের রাজ্য হলো সত্যযুগে। মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়েছে। সত্যযুগের প্রিন্স দ্বাপরে এসে গীতা শোনাবেন কিভাবে। তাঁকে তো শ্রী নারায়ণ হয়ে সত্যযুগে রাজত্ব করতে হবে।

ভগবানুবাচ - এই সময় সব মানুষ মাত্রই হলো অসুরিক স্বভাব যুক্ত। তাদের দৈবী স্বভাব যুক্ত করতে গীতার ভগবান আসেন। সেই পিতার নামের পরিবর্তে সন্তানের (কৃষ্ণের) নাম লিখে দিয়েছে, সেই সন্তানকে আবার দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এও হলো সবচেয়ে বড় ভুল। তাহলে তো যাদব আর পাণ্ডবদের বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা তো ছিলে উঁচু দৈবী কুলের, তারপরেও তোমাদের এমন অবস্থা কেন হয়েছে? এখন আবার তোমাদের দেবতায় পরিণত করি। মানুষ, মানুষকে স্বর্গের রাজা করতে পারে না। মানুষ কি স্বর্গের স্থাপনা করতে পারে নাকি ! আত্মাকে পরমাত্মা বলা কত বড় ভুল। সন্ন্যাসী তো মানুষ থেকে দেবতা করতে পারে না। এই কর্তব্য তো একমাত্র বাবার। আর্য সমাজী, আর্য সমাজী-ই তৈরি করবে। খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান-ই তৈরি করবে। যার কাছে তোমরা যাবে তারা তেমনই তৈরি করবে। দেবতা ধর্ম হলো সত্যযুগে, তাই বাবাকে সঙ্গমে আসতে হয়। এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের দ্বারাই তোমাদের বিজয় হয়। বিনাশের পরে জয় জয়কার হবে। তোমরা তো জানো যে বিনাশ-ও হবেই। আজ কেউ পদাসীন থাকলে তাকে পদচ্যুত করতে দেরি লাগে না। তাহলে কি একেই স্বর্গ বলা হবে? এতো সম্পূর্ণ নরক। একে স্বর্গ বলা তো ভুল। মানুষ আজ কত দুঃখী। আজ কেউ জন্ম নিলে খুশী - সুখ এবং মরলে দুঃখ। এখানে তো নষ্টমোহ হতে হবে। নাহলে বাবা কখনোই সার্ভিসে যেতে বলবেন না। বাবা বলেন আমি তো নষ্টমোহ। কোনো কিছুতে মোহ কেন রাখবো। আমি তো গৃহস্থী নই।

তোমরা বাচ্চারা জানো ঠিক সময়ে এই খড়ের গাদায় (পুরানো দুনিয়ায়) আগুন লাগবে, বিনাশ হতে দেরি লাগে না। তোমরা যখন কোথাও ভাষণ দাও তখন বোঝাও যে এসে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। দৈহিক পিতা) কাছ জাগতিক / সীমিত সম্পদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা ৬৩ বার নরকে জন্ম নিয়েছো। আমি তোমাদের ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) দিতে এসেছি। এবারে রাবণের বিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) ভালো নাকি রামের? যদি রাবণের উত্তরাধিকার ভালো তবে রাবণ দহন করো কেন? শিববাবাকে কখনো আগুনে পোড়ানো হয় কি? কৃষ্ণকেও পোড়ানো হয় না। এটা তো হলো রাবণ সম্প্রদায়। বিকার থেকে জন্ম হয়। এটা হলো বেশ্যালয়, বিষয় সাগর। ওটা হলো ভাইসলেস, শিবালয়, অমৃত সাগর। ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয় না ! এবারে ক্ষীরের সাগর সত্যি হয় নাকি। গরু দুধ দেয়। এখন দেখা বলা হয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তারপরে নিজেকে শিবোহম বলে দেয় কারণ নিজেরা পবিত্র থাকে, অন্যদের এমন বলে না যে - তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছে, তোমার মধ্যে নেই। কারণ তোমরা হলে পতিত। আত্মা বলে আমি এখন পরম পিতা পরমাত্মা দ্বারা পবিত্র হচ্ছি, পরে পবিত্র হয়ে রাজত্ব করবো। তোমরা বহু বার উত্তরাধিকার নিয়েছো এবং হারিয়েছো। ড্রামার এই চক্র বুদ্ধিতে সেট আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই হলে পার্বতী, আমি শিব। এ সব কাহিনী গল্পগাথা সব এখানকার কথা, সূক্ষ্ম লোকে তো কাহিনী ইত্যাদি হয় না। অমরকথা তোমাদের শোনানো হয় অমরপুরীর মালিক হওয়ার জন্য। ওটা হলো অমর লোক, সেখানে তো সর্বদাই সুখ থাকে, মৃত্যুলোকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ হয়। কতো ভালো করে বোঝানো হয়। যারা কল্প পূর্বে বাবার কাছ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছেন, তাদেরই এখন পুরুষার্থ চলছে। এই সময় যা মিশনারী চলছে, আগেও এতই চলে ছিল। যদিও বাবা বলেন তোমরা যদি মন্ত্র বা শিথিল সার্ভিস করো, সেক্ষেত্রে বাবা এই কথাও বলেন যে কল্প পূর্বে তোমরা যেরকম সার্ভিস করেছিলে সেরকমই করো। পুরুষার্থ তবুও করতে হবে। ছোট প্রদীপ গুলি ঝড় এলে দপদপ করবে। সকলের কান্ডারী হলেন একমাত্র বাবাই। কথায়ও আছে - নৌকা আমার পার করো.... ড্রামার এমনই ভবিতব্য আছে। সব পুরানো দুনিয়ার দিকে যাচ্ছে। এখানে আছে কম। তোমরা সংখ্যায় কতো কম। যদিও পরের দিকে সংখ্যা বাড়বে তবুও রাত-দিনের তফাৎ আছে। তারা হলো সম্পূর্ণ রাবণ সম্প্রদায়। বাবা নেশা চড়িয়ে দেন, তবু বাইরে গিয়ে পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মুখ দর্শন করলেই নেশা হাল্কা হয়ে যায়। এমন তো হওয়া উচিত নয়। আত্মাদের বলা হয় তোমরা বাবার সঙ্গে কথোপকথন করো - বাবা, আমরা তোমার ছিলাম, তুমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলে। ২১ জন্ম রাজত্ব করে তারপরে ৬৩ জন্ম দুঃখ হয়। এখন আমরা তোমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েই নেবো। বাবা, তুমি খুব ভালো। আমরা তোমাকে অর্ধকল্প ভুলে থাকি। বাবা বলেন

এ হলে অনাদি পূর্ব নির্মিত ড্রামা। আমারও এটা ডিউটি। বাচ্চারা, আমি কল্প-কল্প এসে তোমাদের মায়ার হাত থেকে রক্ষা করে ব্রাহ্মণ বানিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলি। আমি তখনই আসি যখন স্বর্গ তৈরি করার প্রয়োজন হয়। তোমরা এখন ফরিস্তা হও। পবিত্রতার সাক্ষাৎকার করানো হয়। তোমাদের নষ্টমোহও হতে হবে। বাবাকে যদি কেউ বলে - বাবা, আমরা সার্ভিসে যাবো? তখন বাবা বলবেন - যদি তোমরা নষ্টমোহ হও তবে তোমরা হলে মালিক, যেখানে ইচ্ছা যাও। বিমূঢ় কেন হও। তোমরা হলে মালিক, অন্ধদের পথ বলে দিতে হবে। নষ্টমোহ না হলেই জিজ্ঞাসা করে। নষ্টমোহ হলে থামতে পারবে না, দৌঁড়াবে। তোমাদের লক্ষ্য হলো অনেক উঁচু। বাবা সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত থাকেন। প্রথম নম্বরে এই বাবা ছিলেন তাই না ! ত্যাগ তো সবাই করে কিন্তু তবুও এনার (ব্রহ্মা বাবা) নাম এক নম্বরে আছে।

বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও অর্থাৎ নিজেকে অশরীরী ভাবো। অসীম জগতের বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আচ্ছা - উনি কিভাবে আসেন? লেখাও আছে - ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচনা করেন তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মধ্যেই আসবেন। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয় তাই অসীম জগতের বাবার কাছে এসে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। এই কথা বোঝানোতে লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ব্রহ্মা বাবার মত ত্যাগের বিষয়ে নম্বরে এগিয়ে যেতে হবে। রুদ্রের গলার হার হওয়ার জন্য জীবিত থেকে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

২) সার্ভিসেবল হওয়ার জন্য নষ্টমোহ হতে হবে। নেত্রহীনদের পথ দেখাতে হবে।

বরদানঃ:- মনের খুশির দ্বারা দৈহিক রোগ ব্যাধিকে দূরীভূত করে এভার হেল্দি ভব বলা হয়ে থাকে - মনে আনন্দ থাকলে সমস্ত জগৎ আনন্দময় হয়ে যায়, মনের অসুস্থতায় শরীরও রুগ্ন হয়ে যায়। মন ঠিক থাকলে শরীরের রোগভোগও অনুভূত হবে না। শরীর যত অসুস্থই হোক না কেন, মন সদা সুস্থ থাকবে, কারণ তোমাদের কাছে অনন্ত খুশির পথ্য রয়েছে। এই খুশির পথ্য সমস্ত রোগ ব্যাধিকে দূর করে দেয়, ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং মন আনন্দময়, জগৎ সংসার আনন্দময়, জীবন আনন্দময়। সেইজন্য এভার হেল্দি হয়ে যাও।

স্নোগানঃ:- সময়ের মহত্বকে যখন সঠিকভাবে জানবে তবেই, সকল খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সময়ে সময়ে জ্ঞান সাগরের কাছে এসো, জ্ঞান রত্নের সম্পদ ভরে বাইরে গিয়ে তা বিতরণ করো, বিচার সাগর মন্ডন করে সেবাতে লেগে যাও"

*প্রশ্ন:- সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ কোনটি? বাবার কাছে কোন্ ধরনের বাচ্চারা প্রিয় হয়?

*উত্তর:- কারোর জীবন তৈরী করে দেওয়া, এ হলো সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ। বাচ্চাদের এই পুরুষার্থেই লেগে যাওয়া উচিত। কখনো যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তাহলে তার পরিবর্তে সার্ভিস করো। না হলে সেই ভুল মনে আঘাত করতে থাকবে। জ্ঞানী আর যোগী বাচ্চারাই বাবার কাছে খুব প্রিয়।

*গীত:- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বুঝতেই পারে যে, সামনে বসে মুরলী শোনা বা টেপে মুরলী শোনা অথবা কাগজে মুরলী পড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। গানেও বলা হয়, যে পিয়ার সাথে আছে -- বর্ষণ তো সকলেরই জন্যই, কিন্তু বাবার সাথে থাকলে, বাবার অভিব্যক্তি বুঝলে, বিভিন্ন নির্দেশ জানলে অনেক লাভ হয়। এমনও কিন্তু নয় যে কাউকে এখানে থেকে যেতে হবে। সম্পদ ভরপুর করলে, আর গিয়ে সার্ভিস করলে। আবার এলে সম্পদ ভরপুর করতে। মানুষ কোনো জিনিস কিনতে যায় বিক্রি করার জন্য। বিক্রি করে আবার আসে জিনিস কিনতে। এও হলো জ্ঞান রত্নের সম্পদ। যারা সম্পদ নিতে আসবে, তারা তো এখানে আসবে, তাই না। কেউ আবার বিতরণও করে না, পুরানো সম্পদেই থাকে, নতুন কিছু নিতে চায় না। এমনও অবুঝ আছে। মানুষ তীর্থে যায়, তীর্থ তো মানুষের কাছে আসে না কারণ সে তো জড় চিত্র। এইসব কথা বাচ্চারাই জানে। সাধারণ মানুষ তো এ সব কিছুই জানে না। অনেক বড় বড় গুরুরা, শ্রী শ্রী মহামন্ডলেশ্বরগণ জিজ্ঞাসাদের তীর্থে নিয়ে যায়, ত্রিবেণীতে কতো মানুষ যায়। নদীর তীরে গিয়ে দান করাকে পুণ্য বলে মনে করে। এখানে তো ভক্তির কোনো কথাই নেই। এখানে তো বাবার কাছে আসতে হবে, নিজে বুঝে অন্যদেরও আবার বোঝাতে হবে। প্রদর্শনীতেও মানুষকে বোঝাতে হবে। এখানে যে ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়, বাচ্চারা তো জানে যে, সবাই এতো জন্ম নেয় না। এতে বোঝানোর মতো অনেক যুক্তি চাই। এই চক্রতেই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। কল্পবৃক্ষের কথা তো কেউই জানে না। শাস্ত্রতেও চক্র দেখানো হয়। কল্পের আয়ু চক্র দেখে বের করা হয়। এই চক্রতেই বিভ্রান্তি ঘটে। আমরা তো সম্পূর্ণ চক্র লাগাই। আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, বাকি ইসলাম, বৌদ্ধরা অনেক পরে আসে। আমরা কিভাবে এই চক্রে সতঃ, রজঃ আর তমঃ স্থিতি পার করি - তা গোপাল চিত্রে দেখানো হয়েছে। বাদবাকি যারা আসে যেমন ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি, তাদের কীভাবে দেখাবে? তারাও তো সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। আমি আমার বিরাট রূপও দেখাই - সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাউন্ড নিয়ে আসি। শিখায় থাকে ব্রাহ্মণ, তার মুখ সত্যযুগে, বাহু ত্রেতাতে, পেট দ্বাপরে আর পা-কে শেষে দেখানো হয়েছে। আমাদের তো বিরাট রূপ দেখানো হয়েছে। বাকি অন্য ধর্মের কি করে দেখাবে? তাদেরও শুরু করলে প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতঃ, রজঃ, তমঃ। তো এতেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কখনোই কেউ নির্বাণে যায়নি। তাদের তো এই চক্রে আসতেই হবে। প্রত্যেকেই সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে আসতেই হবে। ইব্রাহিম, বুদ্ধ, খ্রিস্ট এরাও তো মানুষই ছিলেন। রাতে বাবার অনেক চিন্তা চলে। এই মন্ডনে ঘুমের নেশা উড়ে যায়, নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন। এরও বিরাট রূপ বানাতে হবে। এরও পা পিছনের দিকে নিয়ে যাবে ততপর লিখে বোঝাতে হবে। বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে, খ্রিস্ট যখন আসে তাঁকেও সতঃ, রজঃ, তমঃ স্থিতি পার করতে হয়। সত্যযুগে তো তিনি আসেন না। তাঁকে তো পরে আসতে হবে। বলবে, খ্রিস্ট স্বর্গে আসবে না। এই খেলা তো সম্পূর্ণ বানানো। তোমরা জানো খ্রিস্টের পূর্বেও ধর্ম ছিলো, এরপর তাও রিপটি করতে হবে। ডামার রহস্যকে বোঝাতে হয়। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। কিভাবে বাবার থেকে এক সেকেন্ডে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? এই গায়নও আছে যে, সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি। দেখো, বাবার কতো চিন্তা চলতে থাকে। বাবার পাটই হলো বিচার সাগর মন্ডন করা। গড ফাদারলি বার্থ রাইট, "নাউ অর নেভার" এখন নয় তো কখনোই নয়। এই কথা লেখা আছে। জীবন্মুক্তি শব্দও লিখতে হবে। লেখা যদি সঠিক হয় তাহলে বোঝানো সহজ হবে। তোমরা জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার পেয়েছো। এই জীবন্মুক্তিতে রাজা - রাণী - প্রজা সবাই আছে। তাই লেখাও সঠিক করতে হবে। চিত্র ছাড়াও বোঝানো যায়। কেবল ইশারার মাধ্যমেও বোঝানো যায়। ইনি বাবা আর এই হলো তাঁর উত্তরাধিকার। যারা যোগযুক্ত থাকবে, তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সবকিছুই এই যোগের উপর নির্ভর করে। যোগে বুদ্ধি পবিত্র হয়, তখনই ধারণা হতে পারে। এরজন্য দেহী - অভিমাত্রী স্থিতির প্রয়োজন। তোমাদের সবকিছুই ভুলতে হবে। এই শরীরকেও ভুলতে হবে। ব্যস, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে, এই

দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এই বাবার জন্য এটা হলো সহজ, কেননা এনার কাজই হলো এটা। বুদ্ধি সারাদিন এতেই আটকে আছে। আচ্ছা, যে গৃহস্থ জীবনে আছে, তাকে তো কর্ম করতেই হবে। স্থূল কর্ম করলে এইসব কথা ভুলে যায়, বাবার কথাও ভুলে যায়। বাবা নিজেই নিজের অনুভব শোনান। বাবা বলেন, আমি বাবাকে স্মরণ করি, বাবা এই রথকে খাওয়াচ্ছেন, আবার আমি ভুলে যাই, তখন বাবা চিন্তা করেন, আমিই যখন ভুলে যাই তখন এই বেচারাদের কতো কষ্ট হবে। এই চার্টকে কিভাবে বাড়ানো যাবে? প্রবৃত্তি মার্গের মানুষদের জন্য এটা খুব মুশকিল ব্যাপার। তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যদিও বাবা তো সবাইকেই বোঝান। যারা পুরুষার্থ করে তারা রেজাল্ট লিখে পাঠাতে পারে। বাবা জানেন যে অবশ্যই এ খুবই শক্ত। বাবা বলেন, তোমরা রাতে পরিশ্রম করো। তোমরা যদি যোগযুক্ত হয়ে বিচার সাগর মন্থন করো তাহলে তোমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। বাবা নিজের অনুভব বলেন যে - কখনো যদি অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি চলে যায় তাহলে মাথা গরম হয়ে যায়। তখন সেই তুফান থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে এই বিচার সাগর মন্থন করতে লেগে যাই, তখন মাথা হাল্কা হয়ে যায়। মায়ার তুফান তো অনেক প্রকারেরই আসে। এইদিকে বুদ্ধি লাগালে ওইসব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, বুদ্ধি রিফ্রেশ হয়ে যায়। বাবার সেবায় লেগে গেলে যোগ আর জ্ঞানের মাখন লাভ হয়। এই বাবা তাঁর নিজের অনুভব বলছেন। বাবা তো বাচ্চাদের বলবেনই -- এমন এমন হবে, মায়ার বিভ্রান্তি আসবে। তাই বুদ্ধিকে ওইদিকে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। চিত্র দেখে তার উপরে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন, তাহলেই মায়ার তুফান উড়ে যাবে। বাবা জানেন যে, মায়ী এমনই, স্মরণে থাকতেই দেয় না। খুব অল্পই আছে যারা সম্পূর্ণ স্মরণে থাকে। বড় বড় কথা তো অনেকেই বলে। বাবার স্মরণে যদি থাকে তাহলে বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকবে। স্মরণ করার মতো এমন মাখন আর কিছুই নেই কিন্তু লৌকিক চিন্তা থাকার কারণে স্মরণ কম হয়ে যায়।

বস্তুতে দেখো যখন পোপ যখন এসেছিলেন, তার কতো মহিমা হয়েছিলো, যেন সকলের ভগবান এসেছেন। খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন, তাই না। ভারতবাসীরা তো নিজের ধর্মের কথা জানেই না। নিজেদের ধর্ম হিন্দু বলতে থাকে। হিন্দু তো কোনো ধর্মই নয়। এই ধর্ম কোথা থেকে এলো, কবে স্থাপন হলো, কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের উচ্ছলতা আসা উচিত। শিবশক্তির জ্ঞানের উচ্ছলতায় লাফ দেওয়া উচিত। ওরা তো শক্তিকে সিংহ/ব্যঘ্র হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছে। এ তো হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা। পরের দিকে তোমাদের মধ্যে যখন আরো শক্তি আসবে, তখন সাধু - সন্তদেরও বোঝাতে পারবে। এতো জ্ঞান যখন বুদ্ধিতে থাকবে তখনই তার প্রকাশ আসতে পারে। চক্রাতা গ্রামে যেমন চাষীদের টিচার পড়ায়, তখন তারা পড়ে না। তাদের চাম্বাসই ভালো লাগে। তেমনই আজকের মানুষদেরও এই জ্ঞান দিলে তারা বলবে, এ ভালো লাগে না, আমাদের তো শাস্ত্র পড়তে হবে। ভগবান কিন্তু পরিষ্কার বলে দেন যে, জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদির দ্বারা অথবা শাস্ত্র পড়েও আমাকে কেউই পায় নি। তারা এই ড্রামাকে জানে না। তারা মনেও করে না যে, এই নাটকে অভিনেতা আছে, তারা অভিনয়ের জন্য এই শরীর ধারণ করেছে। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে কাঁটা লাগায়, লুটপাট - মারপিট করতে থাকে। চেহারা যতই মানুষের মতো হোক না কেন, আচরণ বাঁদরের মতো। বাবা বসে বাচ্চাদের এ সকল কথা বোঝান। নতুন কেউ শুনলে তারা গরম হয়ে যাবে। বাচ্চারা কেনই বা গরম হবে। বাবা বলেন যে, আমি বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলি। বাচ্চাদের তো মাতা - পিতা যে কোনো কিছুই বলতে পারে। বাচ্চাদের যদি বাবা থাপ্পড়ও মারে তাহলে অন্যে কি কিছু করতে পারে? মাতাপিতার দায়িত্ব হলো বাচ্চাদের শুধরে দেওয়া। এখানে কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই। আমি যেমন কর্ম করবো আমাকে দেখে অন্যেও তেমনই করবে। তাই বাবা যা বিচার সাগর মন্থন করেছেন, তাও বলেছেন। ইনি প্রথম নম্বরে, এনাকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। তাহলে আরো যাঁরা ধর্মস্থাপক আছেন, তাঁরা কি করে নির্বাণে যাবেন। তাদেরও অবশ্যই সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতে হবে। প্রথম নম্বরে আছেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁরা এই বিশ্বের মালিক ছিলেন। তাঁদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয়। মনুষ্য সৃষ্টিতে যেমন হাইয়েস্ট নিউ ম্যান রয়েছে (সর্বোচ্চ সর্বপ্রথম পুরুষ), তাঁর সাথে হাইয়েস্ট নিউ ওম্যানও (সর্বপ্রথম স্ত্রী) তো চাই। না হলে ওম্যান ছাড়া সন্তান জন্ম কিভাবে হবে? সত্যযুগের নিউ ম্যান হলেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ। ওন্ড থেকেই নিউ হয়। তাঁরা অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেন। বাকি সকলেই সতঃ থেকে তমঃতে আসে, ওন্ড হয় তারপর ওন্ড থেকে নিউ হয়ে যায়। থ্রাইস্ট যেমন প্রথমে নিউ এসেছিলেন আবার ওন্ড হয়ে চলে গিয়েছিলেন আবার তিনি নিজের সময়ে নিউ হয়ে আসবেন। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মতো কথা। এতে খুব ভালো যোগের প্রয়োজন। সমর্পণও সম্পূর্ণ রূপে হতে হবে, তবেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারবে। স্যারেন্ডার হলেই বাবা ডায়রেকশনও দিতে পারবেন যে -- এমন-এমন করো। বাবা বলেন - কেউ স্যারেন্ডার হলে আমি বলি, ব্যবহারিক জীবনেই থাকো তাহলেই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে। ব্যবহারিক জীবনে থেকেই এই জ্ঞান ধারণ করো, পাশ হয়ে দেখাও। গৃহস্থ জীবনে যেও না। ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা তো ভালো। বাবা প্রত্যেকেরই হিসাব জিঞ্জের করেন। মাশ্বা - বাবার পালনা নিয়েছো তাই সেই ধারণাও শোধ করো তাহলেই শক্তি পাবে। না হলে বাবাও বলবেন যে, আমি এতো পরিশ্রম করে পালনা দিলাম আর আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। প্রত্যেকেরই অবস্থা দেখতে হয় তারপর ডায়রেকশন দিতে

হয়। মনে করবে ঐরও যদি কোনো ভুল হয় তো বাবা এনাকে নির্ভুল করিয়ে ঠিক করে দেবেন। ইনিও প্রতি পদে শ্রীমতে চলেন। কখনো যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো মনে করেন, ডামাতে এটা ছিলো। এর পরে এমন আর হওয়া উচিত নয়। ভুল তো নিজের মনে অনুতাপ আনতে থাকে। ভুল করে ফেললে তার নিবারণে অনেক সেবা করা চাই, অনেক পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। কারোর জীবন তৈরী করে দেওয়া - এটাই হলো পুরুষার্থ।

বাবা বলেন, যোগী আর জ্ঞানী আমার সবথেকে প্রিয়। যোগে থেকে ভোজন বানালে বা খাওয়ালে, এতে অনেক উন্নতি হতে পারে। এ হলো শিববাবার ভাণ্ডার। তাই শিববাবার সন্তান এমনই যোগযুক্ত হবে। ধীরে ধীরে উচ্চ হয়। সময় তো অবশ্যই লাগে। প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন তার নিজের নিজের আলাদা। ছোটো কন্যাদের উপর কোনো দায়িত্বের বোঝা থাকে না। হ্যাঁ, বড় বাচ্চাদের উপর থাকে। বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে মাতা -পিতার দায়িত্ব পড়ে। বাবা এত বুঝিয়েছেন, এত সময় পালনা দিয়েছেন, তাই তাদেরও পালনা করতে হবে। হিসাব শোধ করতে হবে ফলে তাদেরও মনে খুশী হবে। সুসন্তান যারা হয় তারা কোথাও তীর্থ করে ফিরলে সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দেয়। ধার তো শোধ করে, তাই না। এ খুবই বোঝার কথা। যারা উঁচু পদ পাবে তারাই বাঘের মতো লক্ষ্য দিতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যোগে থেকে ভোজন বানাতে হবে। যোগে থেকেই ভোজন করতে হবে এবং করাতেও হবে।

২) বাবা যা বুঝিয়েছেন তার উপর খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্বন করে যোগযুক্ত হয়ে অন্যদেরও বোঝাতে হবে।

বরদানঃ-

স্ব-পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী তথা বিশ্ব রাজ্যের মুকুটধারী ভব যেরকম বাবার উপর বা প্রাপ্তির উপর নিজের অধিকার প্রদর্শন করো, এইরকম স্ব-পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তন এই দুই দায়িত্বের মুকুটধারী হও, তাহলে বিশ্ব রাজ্যের মুকুটের অধিকারী হতে পারবে। বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার। চেক করো আর নলেজের দর্পণে দেখো যে ব্রাহ্মণ জীবনে পবিত্রতার, পড়াশোনার আর সেবার ডবল মুকুট আছে? যদি এখানে মুকুট ধারী হয়ে থাকো তাহলে সেখানে ছোটো থেকেই মুকুটের অধিকারী হবে।

স্নোগানঃ-

সর্বদা বাপদাদার ছত্রছায়ার মধ্যে থাকো তাহলে বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নিজের চেহারার দ্বারা বাবার চরিত্র প্রত্যক্ষ করাও, তবেই প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজবে"

আজ বাপদাদা দুটো বিশাল সভা দেখছেন। এক তো সাকার রূপে তোমরা সবাই সামনে রয়েছেো এবং আরেক হলো অব্যক্ত রূপের বিশাল সভা দেখছেন। চতুর্দিকে অনেক বাচ্চা এই সময় অব্যক্ত রূপে বাবাকে সামনে দেখছে, শুনছে। দুটি সভাই একটি অপরটির থেকেও প্রিয়। আজ সবার হৃদয়ে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ স্মৃতি ইমার্জ রয়েছে, কেননা এই ড্রামাতে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পার্ট আছে। সবার ব্রহ্মা বাবার প্রতি হৃদয়ের স্নেহ আছে, কারণ ব্রহ্মা বাবারও প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি গভীর প্রীতি রয়েছে। এখানে যেমন তোমরা বাচ্চারা সাকারে ব্রহ্মা বাবার গুণ আর কর্তব্য স্মরণ করো, ঠিক তেমনই ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের অর্থাৎ সব বাচ্চাদের সমস্ত বিশেষত্বের, সেবার গুণগান করেন। তাহলে, ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত আওয়াজ তোমাদের সবার কাছে পৌঁছায়? তোমরা সবাই বিশেষ করে অমৃতবেলা থেকে নিয়ে যে মিষ্টি-মধুর বার্তালাপ করো কিংবা মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগও করে থাকো, সেসব শুনে ব্রহ্মা বাবা মৃদুহাসি হাসতে থাকেন আর কোন গুণগান গেয়ে থাকেন? বাঃ! বাবাকে প্রত্যক্ষ করানো আমার হারানিধি, আদরের বাচ্চারা বাঃ! ব্রহ্মা বাবা বাচ্চারা তোমাদের কাছে কী আশা রাখেন তা জানো তোমরা?

বাবা এটাই চান যে, আমার প্রত্যেক বাচ্চা তাদের নিজ মূর্তি দ্বারা বাবার চরিত্র দেখাবে। মুখ আলাদা আলাদা হোক কিন্তু সবার মুখমন্ডলে বাবার চরিত্র যেন প্রতীয়মান হয়। যারাই দেখবে, যারাই সম্বন্ধে আসবে তারা যেন তোমাদের দেখে তোমাদেরকে ভুলে যায়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যেন বাবাকে দেখা যায়, তখনই সময়ের সমাপ্তি হবে। সবার হৃদয় থেকে এই আওয়াজ বের হতে দাও আমাদের বাবা এসে গেছেন, আমার বাবা। কেবল ব্রহ্মাকুমারীদের বাবা না, আমার বাবা। যখন সবার হৃদয় থেকে আওয়াজ বের হবে যে আমার বাবা, তখনই এই আওয়াজ চতুর্দিকে কাড়া-নাকাড়ার মতো গুঞ্জরিত হবে। সায়েন্সের যা কিছু সাধন আছে, সেই সমস্ত সাধনের মাধ্যমে এই কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকবে - আমার বাবা এসে গেছেন। এখন যা কিছুই করছো তোমরা, খুব ভালো করেছো আর করছো। কিন্তু এখন সবার কাড়া-নাকাড়া একত্রে বাজতে হবে। যেখানে শুনবে একই আওয়াজ শুনবে। যাঁর আসার ছিল এসে গেছেন - একে বলা হয়ে থাকে বাবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা। এখন তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ নাম সামনে এসেছে যে ব্রহ্মাকুমারীরা- ব্রহ্মাকুমার সবাই ভালো কাজ করছে। বিদ্যালয় এবং কার্যের, নলেজের এখন মহিমা করে, খুশি হয়। এটাও বোঝে যে এমন কার্য আর কেউ করতে পারে না, এতটা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, চতুর্দিকে এই বিষয়ের মহিমা। কিন্তু এই বিষয়ের এখন স্পষ্টতা হয়নি যে, বাপদাদা এসে গেছেন। এখন পর্দা অল্প অল্প খুলতে শুরু হয়েছে কিন্তু স্পষ্ট নয়। তারা জানেও যে তোমাদের ব্যাকবোন কোনো অথরিটি, কিন্তু তিনিই বাপদাদা এবং আমাদেরও বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, জানার এই ভীত এখন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সামনে আসছে, সেটা এখন হওয়ারই। তারা এক কদম উঠায়, সেই এক কদম হলো তাদের সহযোগের। এক কদম উঠতে শুরু করেছে, সহযোগ দেওয়ার প্রেরণা ভিতরে আসতে শুরু করেছে, এখন দ্বিতীয় কদম হলো - উত্তরাধিকার নেওয়ার উৎসাহ - উদ্দীপনায় তারা এখন নিজেরা আসুক। যখন দুই কদমই এক হয়ে যাবে তখন চতুর্দিকে বাদ্যধ্বনি বাজবে। কোন্ ধরনের বাদ্যধ্বনি? - 'আমার বাবা'। তোমাদের বাবা নয়, আমার বাবা। যেভাবে তারা তোমাদের কার্যের মহিমা করে, ঠিক একইভাবে, তারা করণ-করাবনহার বাবার মহিমা আত্মসন্তুষ্টিতে হলে-দুলে গাইবে এবং নাচবে।

এটা হওয়ারই আছে। এই দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে আসছে, আসছে তো না! কারণ বাবা আর দাদা এসেছেন, সব বাচ্চাকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। হয় মুক্তির, নয়তো জীবনমুক্তির, কিন্তু অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক। কেউই বঞ্চিত থাকবে না। কারণ বাবা অসীম জগতের মালিক, বাবা অসীম। তাইতো যারা অসীম তাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতেই হবে। যদি যোগবল দ্বারা নিজের পাপ জন্ম জন্ম ধরে কাটাতে অপারগ থেকেছে, কিন্তু শুধু এটুকু জেনে নিয়েছে যে বাবা এসেছেন, তাহলেও কিছু না কিছু স্বীকৃতি দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েই যাবে। তো যেরকম বাবার সঞ্চল রয়েছে অসীম উত্তরাধিকার দেওয়ার, এবং সেটা নিশ্চিত হবেই হবে। সেরকম তোমাদের সকলের হৃদয়ে এই শুভ ভাবনা, শুভ কামনা উৎপন্ন হয় যে আমাদের সব ভাই-বোন অসীম উত্তরাধিকারের অধিকারী হোক? তাহলে, এই শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা কবে প্রত্যক্ষ রূপে হবে? সেই ডেট আগে নিজের হৃদয়ে ফিঙ্গ করো, সংগঠনে ফিঙ্গ করার আগে, প্রথমে হৃদয়ে করো তবে বিনাশের ডেট আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে

যাবে, চিন্তা ক'রো না। করুণার উদ্বেক হয় নাকি এই আনন্দেই থাকো যে, আমি তো অধিকারী হয়ে গেছি? আনন্দে থাকো, সেতো খুব ভালো কিন্তু করুণাময় বাবার বাচ্চারা এখন অসীম হেতু করুণা করো। যখন অন্যদের প্রতি করুণার সঞ্চার হবে তখন নিজের জন্য প্রথমে করুণার উদ্বেক হবে, তারপরে যে একটাই ছোট বিষয়ে তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়, তা' করার আবশ্যকতা থাকবে না। মাস্টার করুণাময়, মাস্টার দয়ালু, মার্সিফুল হয়ে যাও। এই গুণ ইমার্জ করো। অতএব, অন্যদের জন্য করুণার সঞ্চার ঘটলে নিজের জন্য করুণা আপনা থেকেই আসবে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, বাপ-দাদার বাচ্চাদের কোন্ ধরনের ব্যাপার ভালো লাগে না, জানো তোমরা? বাচ্চাদের পরিশ্রম করা এবং বারবার যুদ্ধ করা, এটা বাপদাদার ভালো লাগে না। বাবা বলেও থাকেন - যে আমার যোগী বাচ্চারা! যোদ্ধা বাচ্চা বলেন না, যোগী বাচ্চা। তাহলে, যোগী বাচ্চাদের কি কাজ? যুদ্ধ করা? যুদ্ধ করা ভালো লাগে? হয়রানও হও আর তারপর যুদ্ধও করো। আজ প্রতিজ্ঞা করছ যে যুদ্ধ করবো না আর কিছু সময় পরে আবার যোগীর বদলে যোদ্ধা হয়ে যাও তোমরা। এটা কেন? বাপদাদা মনে করেন যে বাচ্চাদের যোগের প্রতি ভালবাসা কম, যুদ্ধের প্রতি ভালবাসা বেশি রয়েছে। তাহলে, আজ থেকে কি করবে? যোদ্ধা হবে নাকি নিরন্তর যোগী হবে?

বাপদাদা দেখেছেন - কত ১৮-ই জানুয়ারী চলে গেছে! আর ব্রহ্মা বাবা বিশেষভাবে তোমরা সব বাচ্চাকে আহ্বান করছেন যে আমার বাচ্চারা সমান হয়ে বতনে এসে যাও। বতন কী ভালো লাগে না? তবে কী যুদ্ধ করতেই ভালো লাগে? যুদ্ধ ক'রো না। আজ থেকে যুদ্ধ করা বন্ধ করো। করতে পারো তোমরা? বলা 'হাঁ জী'। তারপর আবার ফিরে গিয়ে পত্র লিখো না যে মায়া এসেছিল, যুদ্ধ করে তাড়িয়ে দিয়েছি। কারও কারও নিজের মায়া (পরিস্থিতি) আসে, আর কেউ কেউ অন্যের মায়াকে দেখে নিজে মায়ার প্রভাবে এসে যায়। এটা কেন, এটা কি... অন্যের এই মায়া নিজের ভিতরে নিয়ে আসে। এটাও ক'রো না। মায়ার থেকে ছাড়ানো বাবার কাজ, তোমরা স্ব পুরুষার্থে তীব্র হও, তাহলে তোমাদের ভাইব্রেশন দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা দ্বারা অন্যদের মায়া সহজে পালিয়ে যাবে। যদি কেন, কি-তে যাবে তাহলে না তোমাদের মায়া যাবে, না অন্যদের যাবে। সেইজন্য যেভাবে নতুন বছরে পুরানো বছরকে বিদায় দিয়েছ - এখন ১৬-এর বলবে না, ১৭-এর বলবে তো না! যদি কেউ ভুল করে বলে দেয় তো তোমরা বলবে ১৬ নয়, ১৭। সেরকমই আজ কেন-কি, এভাবে-ওভাবে, এই সমস্ত শব্দ বিদায় দিয়ে দাও। কোশ্চেন মার্ক ক'রো না। বিন্দু লাগাও, নয়তো কোশ্চেন মার্ক শুরু হয়ে যাবে আর ব্যর্থের খাতা আরম্ভ। আর যখন ব্যর্থের খাতা আরম্ভ হয়ে যায় তখন শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। আর যেখানে শক্তি সমাপ্ত হলো, সেখানে মায়া বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সারকমস্ট্যাগ্স দ্বারা নিজের গ্রাহক বানিয়ে দেয়। তারপরে কী হও, যোগী নাকি যোদ্ধা? যোদ্ধা হয়ো না। পাক্ষা প্রমিস করেছ? নাকি বাপদাদা বলেন তাই হ্যাঁ করেছ? পাক্ষা করেছো? যখন বাইরে নিজের দেশে যাবে তখন কাঁচা হবে? শক্তিসমূহ কি বলে? হবে নাকি না? সবাই হ্যাঁ করে না, মানছি তোমাদের নিজের মধ্যে অল্প সন্দেহ রয়েছে। (সবাই হ্যাঁ জী বলেছো) দেখো টি.ভি.-তে ফটো বের হচ্ছে! পরে বাপদাদা টি.ভি.র ক্যাসেট পাঠাবেন, কারণ বাবার প্রত্যেক বাচ্চার সাথে - নতুন হোক বা পুরানো, কিন্তু যে হৃদয় থেকে বলেছে আমার বাবা, শুধু বলেনি বরং মেনেছে এবং মেনে এগিয়ে চলছে, সেই এক একের সাথে বাবার হৃদয়ের অনুরাগ রয়েছে, শুধু কথায় অনুরাগ নয়।

বাপদাদা অনেক বাচ্চাদের নানা রকমের খেলা দেখতে থাকেন - আজকে বলবে বাবা, ও আমার বাবা, ও মিষ্টি বাবা, কী বলবো আর কী না বলবো... তুমিই হলে আমার জগৎ। অত্যন্ত মিষ্টি মিষ্টি কথাবার্তা বলতে থাকে আর তারপর দুই চার ঘন্টা পরে যদি কোনো পরিস্থিতি এসে যায়, তবে ভূত চেপে গেলো। পরিস্থিতি আসে না, ভূত চলে আসে। বাপদাদার কাছে সকলের সেই চিত্র আছে, যখন ভূত চাপে। দেখো, ভূতনাথ নামের একটা স্মরণিকও রয়েছে। সুতরাং বাপদাদা ভূতদেরকেও দেখতে থাকেন - কোথা থেকে এলো, কী করে এলো তারপর কী করে তাড়ালো! এই খেলা দেখতে থাকেন। কেউ কেউ তো ঘাবড়ে গিয়ে হতোদ্যমনও হয়ে পড়ে। তারপর বাপদাদার এই শুভ সংকল্পই আসে যে, একে কারোর দ্বারা সঞ্জীবনী বুটি খাইয়ে সুরজিৎ করার। কিন্তু তারা মূর্খাতে এতটাই ডুবে থাকে যে, সঞ্জীবনী বুটির দিকে ফিরেও তাকায় না। এই রকম করবে না। পুরো হুশ হারিয়ে ফেলবে না, একটু হুশ রেখো। এতটুকুও যদি হুশ থাকে, তবে তো বেঁচে যাবে।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, এই ফাইনাল পডাশোনাতে প্রতিটি বাচ্চাকে তিন সার্টিফিকেট নিতে হবে - এক হলো নিজের, নিজের প্রতি সন্তুষ্ট - এই সার্টিফিকেট আর দ্বিতীয় হলো বাপদাদার দ্বারা আর তৃতীয় হলো পরিবারের সম্বন্ধ সম্পর্কে যারা আসবে তাদের সার্টিফিকেট। এই তিন সার্টিফিকেট যখন প্রাপ্ত হবে তখন বুঝবে যে পডাশোনা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই রকম ভেবো না যে বাপদাদা তো আমার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনটি সার্টিফিকেটই চাই, একটি হলে চলবে না। তো চেক করো তিন সার্টিফিকেটের মধ্যে ক'টি সার্টিফিকেট পেয়েছি? বাবাকে ছাড়াও কোনো কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু পরিবারের সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেটের থেকেও অনেক কিছু প্রাপ্ত হয়। পরিবারের যত যত আত্মাদের থেকে যাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

হয়, যতজন ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হবে, ততই ভক্তরাও সন্তুষ্টতার সাথে তোমাদের পূজা করবে, কাজ চালানোর মতো নয়, হৃদয় দিয়ে করবে। সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণ জীবনে যতজন ব্রাহ্মণ তোমাদের প্রতি স্নেহ, সম্মান অর্থাৎ রিগার্ড থাকবে, মন থেকে সন্তুষ্ট হবে, ততখানিই পূজ্য হবে। যিনি পূজনীয় হন, তার প্রতি স্নেহ আর সম্মান থাকে। তো যখন যখন জড় চিত্র গুলির পূজা হবে, তখন ততখানিই স্নেহ এবং রিগার্ডও লাভ হবে। সমগ্র কল্পের প্রালঙ্ক এখন তৈরী হয়। শুধুমাত্র অর্ধ কল্পের প্রালঙ্ক নয়, পূজ্যের প্রলঙ্কও এখন তৈরী হয়। এই রকম মনে করো না যে - আমার তো বাবার সাথেই কাজ চলে যাবে। না। পরিবারের প্রতি বাবার কতো ভালোবাসা রয়েছে! তো ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, যেই ধরনেরই বাচ্চা হোক না কেন, শিক্ষা প্রদাতা হয়ে শিক্ষাও প্রদান করতেন কিন্তু শিক্ষার সাথে সাথে তার প্রতি আন্তরিক স্নেহও রাখতেন। আর এই ভালবাসা কোনো বাহর বন্ধন নয়, এই চিহ্ন হলো - নিজের শুভ ভাবনার দ্বারা, শুভ কামনার দ্বারা যে কোনো মায়ায় বশীভূত আত্মাকে পরিবর্তন করা। যেই হোক, যেমনই হোক, ঘৃণা ভাব যেন না আসে, এ তো বদলাবেই না, এ তো এই রকমই - না। এখন আবশ্যিক হলো করুণাময় হওয়ার। কেননা অনেক বাচ্চাই দুর্বল হওয়ার কারণে নিজের শক্তির আধারে বড় বড় সমস্যা গুলিকে অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়, তাই তোমরা সহযোগী হও। কীসের দ্বারা? কেবল শিক্ষা প্রদান করে নয়, আজকাল শিক্ষা বিনা ভালবাসা বা শুভ ভাবনা ছাড়া কেউই শুনতে চায় না। এ তো হলো ফাইনাল রেজাল্ট, শিক্ষা কাজে আসে না, বরং শিক্ষার সাথে সাথে শুভ ভাবনা, করুণার দ্বারা সহজে কাজ করে থাকে। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, বুঝতে পারছেন যে আজকে এই বাচ্চা এই ভুল করেছে, তবুও সেই বাচ্চাকে শিক্ষাও সুকৌশলে, যুক্তিপূর্ণ ভাবে দিতেন আর তারপর তাকে খুব ভালোবাসাও দিতেন, যার ফলে সে বুঝে যেতো যে আমার প্রতি বাবার ভালোবাসা রয়েছে আর সেই ভালোবাসাতে সে যে ভুল করেছে সেটা বোঝার শক্তিও সেই বাচ্চার মধ্যে এসে যেতো। তো ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা আজ খুব স্মরণ করেছে তাই না! তো ফলো ফাদার। বাবার সমান হওয়ার জন্য সাহস রয়েছে? সাহসিকতার জন্য অভিনন্দন। বাপদাদা তোমাদের অন্তরের করধ্বনি পূর্বেই শুনে নেন। তোমরা আনন্দের সাথে করতালি দিয়ে থাকো, কিন্তু হৃদয়ের করধ্বনি বাবার কাছে আগেই পৌঁছে যায়।

বাপদাদাও একটি মজার কথা বলবেন তোমাদেরকে। ব্রহ্মা বাবার আন্তরিক বার্তালাপ চলছিল! তো ব্রহ্মা বাবা বললেন "আমার তো একটি ব্যাপারের জন্য ডেট কনশাসনেস রয়েছে বাচ্চাদেরকে তো বলা হয় ডেট কনশাসনেস না হতে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা একটি ব্যাপারে ডেট কনশাস, কোন্ ডেট?" বাবা চান যে, আমার এক একটি বাচ্চা যাতে জীবন মুক্ত হয়ে যায়! এই রকম ভেবো না যে, অন্তিমে জীবনমুক্ত হবে, না। অনেক কালের জীবনমুক্ত স্থিতির অভ্যাস, অনেক কাল জীবনমুক্ত রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী বানাবে। তার পূর্বে যখন তোমরা এখন জীবনমুক্ত হয়ে যাবে, তবে তোমাদের জীবনমুক্ত স্থিতিবস্থার প্রভাব জীবনবন্ধ আত্মাদের বন্ধনকে সমাপ্ত করবে। তো এই সেবা করতে হবে না কি? করতে হবে তো না? তো তোমরা ব্রহ্মা বাবার ডেট কনশাস এর জবাব দাও। সেই ভেট কবে হবে যখন সবাই জীবনমুক্ত হবে? কোনো বন্ধন নেই। বন্ধনের লম্বা লিস্ট তোমরা বর্ণনা করে থাকো, ক্লাসও করিয়ে থাকো তার উপরে, তো বন্ধন গুলির অনেক লম্বা লিস্ট তো তোমরা বের করে থাকো, কিন্তু বাবা বলেন সব বন্ধন গুলির উপরেও একটি বন্ধন রয়েছে - দেহ ভাব এর বন্ধন। তার থেকে মুক্ত হও। দেহ নেই তো অন্য বন্ধন গুলি স্বভাবতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে। নিজেকে বর্তমান সময়ে 'আমি টিচার, আমি স্টুডেন্ট, আমি সেবাধারী, এ'সব ভাবার পরিবর্তে অমৃতবেলার থেকে এই অভ্যাস করো যে - "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, উপর থেকে এসেছি - এই পুরানো দুনিয়াতে, পুরানো শরীরে সেবা করবার জন্য।" 'আমি হলাম আত্মা' - এই পাঠ এখন আরও পাক্ষা করো। তোমরা আত্মার ভাব ধারণ করো, তাহলে এই আত্মিক ভাব, মায়ার ভাবকে চিরকালের জন্য সমাপ্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মা ভাব - এটা এখন চলতে ফিরতে স্মৃতিতে যেন থাকে, এটা এখন আরও বেশী করে হওয়া চাই। ব্রহ্মা বাবা আত্মার পাঠ আদি থেকে কতবার করে পাক্ষা করেছিলেন! দেওয়ালের উপরে পর্যন্ত আমি হলাম আত্মা, পরিবারের সবাই হলো আত্মা, এক একজনের নাম দেওয়ালে লিখে লিখে এই পাঠ পাক্ষা করেছিলেন। ডায়রীর পর ডায়রী পর্যন্ত - আমি হলাম আত্মা, এও হলো আত্মা, এও হলো আত্মা লিখে লিখে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। তুমি নিজে আত্মার পাঠ এতখানি পাক্ষা করেছো? আমি হলাম সেবাধারী, এই পাঠ কিছুটা পাক্ষা হয়েছে, কিন্তু আমি আত্মা সেবাধারী, তবে জীবনমুক্ত হয়ে যাবে। প্রতিদিন শরীরে উপর থেকে অবতরিত হয়েছি, আমি হলাম অবতার, এই শরীরে অবতরিত আত্মা আমি, তাহলে আর যুদ্ধ করতে হবে না। আত্মা তো বিন্দু না? তাহলে সব কথা বা পরিস্থিতি বিন্দু হয়ে যাবে। কেমন আত্মা? প্রতিদিন একটি নতুন নতুন টাইটেল স্মৃতিতে রাখো। তোমাদের কাছে তো অনেক অনেক টাইটেলের লিস্ট আছে তাই না? প্রতিদিন নতুন একটি টাইটেল স্মৃতিতে রাখো যে, আমি হলাম এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মা। এটা সহজ নাকি কঠিন? আত্মা বিন্দু রূপে থাকবে, তবে ড্রামা বিন্দুও কাজে আসবে আর সমস্যা গুলিতেও সেকেন্ডে বিন্দু লাগাতে পারবে আর বিন্দু হয়ে পরমধামে বিন্দু চলে যাবে। যেতে হবে নাকি সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে? কোথায় যাবে? প্রথমে গৃহে যাবে নাকি রাজস্বে যাবে? বাবার সাথে পরমধাম ঘর পর্যন্ত তো যেত হবে না? নাকি সোজা রাজস্বে চলে যাবে,

বাবাকে জিজ্ঞাসাও করবে না? তো বিন্দু বাবার সাথে বিন্দু হয়ে আগে পরমধাম ঘরে যেতে হবে। এমনই রাজত্বে যাওয়ার পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। পরমধাম থেকে রাজধানীতে যাওয়ার পাসপোর্ট অটোমেটিক পেয়ে যাবে, কাউকে (হাতে তুলে) দেওয়ার দরকার হবে না। যত নিকটে থাকবে, সেই অনুযায়ীই নম্বর অনুসারে পরমধাম থেকে রাজত্বে আসবে। পরমধাম থেকে প্রথম কোন্ আত্মা যাবে? কার সাথে যাবে? ব্রহ্মা বাবার সাথে যাবে! রাজত্বেও সকলে একসাথে যাবে নাকি দ্বিতীয়, তৃতীয় জন্মে আসবে? যেতে চাও তো না? ভালোবাসা আছে না? ব্রহ্মা বাবাকে ছেড়ে যাবে না তো না? সাথে যাবে? তো বাপদাদা ডেট বলবেন নাকি বলবেন না? (বাপদাদা বলবেন) বাপদাদা তো বলছেন, এখন হও। তবে বাবাও ডেট কনশাস থেকে সরে আসবেন। দেখো, ব্রহ্মা বাবা কি কালকের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন? তৎক্ষণাৎ করা দানেই মহাপুণ্য। তীর পুরুষার্থ করেছিলেন। কালকের অপেক্ষা করেননি যে কাল কি হবে? পরিবার কীকরে চলবে? আজকে যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে আর কালকে যা হবে সেও খুব ভালো হবে। তবেই তো তৎক্ষণাৎ করা দানে মহাপুণ্য, ফল স্বরূপ প্রথম নম্বর মহান হলেন। এখন বাচ্চাদেরকে তৎক্ষণাৎ দানী হওয়া উচিত। সংকল্প করলে আর তৎক্ষণাৎ দান মহাবলি হও। যখন হাত তুলতে বলা হয় যে, ফার্স্ট ডিভিশনে কে কে যাবে? তখন সবাই হাত তোলে। এখনও হাত তুলতে বললে সবাই হাত তুলবে. বাপদাদা জানেন যে, কেউই হাত নীচে করবে না। প্রথম ডিভিশনে যদি আসবে, তবে প্রথম নম্বরে যে তাঁকে তো ফলো করো। ফলো করা সহজ - ব্যস ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রাখো। কপি করো। কপি করতে জানো নাকি জানো না? ফলো করতে জানো? তাহলে ফলো করো তবে আর কী। আচ্ছা।

এখনই এখনই সবাই যারা বসে আছেন, এক সেকেন্ডে অশরীরী আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। শরীরের বোধে এসো না। আত্মা পরম আত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) এই রকম অভ্যাস বারে বারে কর্ম করতে করতেও করতে থাকো। সুইচ অন করলে আর সেকেন্ডে অশরীরী হও। এই অভ্যাস কর্মজীবনে স্থিতির অনুভব করাবে।

চতুর্দিকের সমর্থ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাপদাদাকে ফলো করে থাকা সহজ পুরুষার্থী বাচ্চাদেরকে, সদা এক বাবা, একগ্র বুদ্ধি, একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা, বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার সাথে ফিরে যাবে, এই রকম বাবার স্নেহী, সহযোগী, সেবাস্বার্থী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- অবিনাশী সোহাগ (স্বামী বর্তমান থাকবে) আর ভাগ্যের তিলকধারী তথা ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী ভব

সঙ্গমযুগে দেবতাদের দেবতার সোহাগ আর পরমাত্ম বা ঈশ্বরীয় সন্তানের ভাগ্যের তিলক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যদি এই সোহাগ আর ভাগ্যের তিলক অবিনাশী থাকে, মায়া এই তিলককে মুছে দেয় না। তো এখানকার সোহাগ আর ভাগ্যের তিলকধারীও ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী হয়ে থাকে। প্রত্যেক জন্মে রাজ্য তিলক এর উৎসব হয়ে থাকে। রাজার সাথে রয়্যাল ফ্যামিলিরও তিলক দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

স্নোগান:- সর্বদা এক এর স্নেহে সমাহিত থাকো, তবে এই ভালোবাসা (মুহুরত) পরিশ্রমের (মেহনতকে) অবসান ঘটাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light

Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র তোমরা পেয়েছো যে চুপ করে থেকে মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো, এ'টাই হলো মায়াকে অধীনে করার মহামন্ত্র"

*প্রশ্নঃ - শিববাবাই হলেন সবচেয়ে ভোলাভোলা গ্রাহক -- কিভাবে?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন -- বাচ্চারা তোমাদের কাছে দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো আবর্জনা রয়েছে তা আমি নিয়ে নিই, সেও তখন যখন তোমরা মৃত্যুর কাছাকাছি থাকো। তোমাদের সাদা কাপড়ও হলো মৃত্যুরই নিদর্শন। তোমরা এখন বাবার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যাও। বাবা পুনরায় ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঐশ্বর্যশালী করে দেন। ভক্তিমার্গেও বাবা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন, জ্ঞানমার্গেও সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানিয়ে দেন।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা ভোলানাথের সামনে বসে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলে -- এইরকম কোনো সরলমতি (স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভোলা) মতদাতা আছে ! যে হাজার, দু-হাজারের জিনিস নিয়ে আমাদের প্রভূত ধনসম্পদ দিয়ে যাবে। হে ভগবান, আমাদের এ'রকম গ্রাহকের সাথে সাক্ষাৎ করাও। এখন ভোলানাথ বাবা এসে বাচ্চাদেরকে আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়ে ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন। আমার মতন গ্রাহক তোমরা কখনো পাবে কি ? তোমরা ওঁনাকে অর্পণ করো। ভক্তি মার্গে অনেক মহিমা করে থাকো। ভোলানাথের মহিমা হয়ে থাকে -- তুমি মাতা-পিতা.....। তিনি এসে রাজযোগ শেখান, রাজত্ব দেন। বাবাকে বলে -- এই যে পুরোনো আবর্জনা রয়েছে তা আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করছি। তুমি আমাদের ২১ জন্মের জন্য ঐশ্বর্যশালী করে দাও। শেয়ার কেনাবেচার দালাল হয়, তাই না ! জুয়া খেলে, কমিশন নেয়। এও বলে দেহ-সহ তোমাদের যেসকল আবর্জনা রয়েছে সেসব নিয়ে নিই যখন তোমাদের মৃত্যু নিকটে আসে। এখানে তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারীদের কাপড়ও সাদা হয়। যেন তোমরা মরেই পড়ে রয়েছে। মৃতদের উপরে সর্বদা সাদা চাদর দেওয়া হয়। কোনোপ্রকারের দাগ যেন না থাকে। এই সময় সকলেরই মায়ার কালো দাগ লেগে গেছে, একেই রাহুর গ্রহণ বলা হয়ে থাকে। চাঁদের উপরেও গ্রহণ লাগলে কালো হয়ে যায়, তাই না ! সেইজন্য এই মায়ার গ্রহণও সমগ্র বিশ্বকে কালো করে দেয়। এরমধ্যে তব্ব ইত্যাদি সবকিছুই চলে আসে।

বাবা বসে-বসে বুঝিয়ে থাকেন। এ হলো তোমাদের রাজযোগ। রাজযোগের দ্বারাই স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা রাজার-রাজা হয়ে যাও, নারায়ণী নেশা থাকে। নর থেকে নারায়ণ হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয়ই সত্যযুগে। তাহলে অবশ্যই আমায় শেষেই আসতে হবে। এই সময় হলো ভক্তি মার্গের। ভক্তিমার্গে দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটতে, ধাক্কা খেতে থাকে। ভক্তদের রক্ষাকারী হলেন ভগবান, তিনি এসে ভক্তির ফল দিয়ে থাকেন। সকলেই হলো ভক্ত কিন্তু সকলেই একই রকমের ফল পায় না। কারোর সাক্ষাৎকার হয়, কারোর পুত্র প্রাপ্ত হয়, অল্পকালের জন্য। নানারকমের মনোকামনা পূর্ণ করে থাকি। দুনিয়ায় এ'কথা কারোর জানা নেই যে ভগবান এসেছেন রাজযোগ শেখাতে। মনে করে তিনি দ্বাপরে এসেছিলেন তখন রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তাহলে ওখানে নর থেকে নারায়ণ কিভাবে হবে? এখনই বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার-রাজা করে দেন। এখানে তো তোমাদের কেবল চুপ করে থাকতে হবে। এ'টাই হলো সঙ্গুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র। এই মন্ত্রতেই অনেক আমদানি হয়। এ হলো মায়াকে নিজের অধীনে করার মন্ত্র। মায়াজীত জগৎজীত। ভক্তি মাগী়দের হলো মন জয়ে জগৎজীত। এরজন্য তারা হঠযোগ ইত্যাদি করে থাকে। সেও জগৎজীত হওয়ার জন্য করে না। তারা তো মুক্তির জন্য করে থাকে। বাবা এসে বলেন -- বাচ্চারা দেহ-সহ সকল ধর্ম..... আমি অমুক ধর্মের, আমি অমুক। এইসব কথা ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। ব্যস্, আমি যে মত দিয়ে থাকি সেই অনুসারে চলে। বাকি এখনো পর্যন্ত যে অনেক প্রকারের মতানুসারে চলে এসেছে সেই সকল মৎ-কে ত্যাগ করতে হবে। তাহলেই তোমাদের জ্ঞান একদম নতুন হয়ে গেছে। মনে করে এদের কথা তো নতুন ধরণের।

বাচ্চারা, তোমরা যখন কাউকে বোঝাও তখন প্রথমে তার নাড়ী দেখতে হবে। সকলের সামনে একইরকমের কথা বলা উচিত নয়। মানুষের হলো অনেক মৎ। তোমাদের হলো এক মৎ। কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসার রয়েছে। যে ভালো যোগে

থাকে, ধারণ করে, সে অবশ্যই ভালোভাবে বোঝাবে। স্বল্প ধারণকারীরা কম বোঝাবে। যে কেউই হোক তাকে সিম্পল একটি কথাই বলো -- অবশ্যই গৃহস্থী জীবনে থাকো, পদ্মফুলের মতন। তোমরা জানো যে পদ্মফুলের সন্তানাদি অনেক হয় আর উদাহরণও তারই দেওয়া হয়ে থাকে। বাবারও সন্তানাদি প্রচুর। পদ্মফুল স্বয়ং জলের উপরে থাকে, বাকি বাচ্চারা(বাকি সবকিছু) থাকে নীচে। এই উদাহরণ ভালো। বাবা বলেন গৃহস্থী জীবনে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো। এই কথা তো গেল পবিত্রতার উপর। সেও এই অন্তিম জীবনের জন্য পবিত্র থেকে মামেকম্ স্মরণ করো। রচনার লালন-পালনও অবশ্যই করতে হবে। নাহলে তো হঠযোগ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেকেই থাকে। বাল ব্রহ্মচারী তো ভীষ্ম পিতামহের উদাহরণ হয়ে গেল। আচ্ছা, বাল-ব্রহ্মচারী তারা, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই একত্রে থেকেও পবিত্র থাকে। গন্ধর্ব্ব বিবাহের চর্চা তো শাস্ত্রেও রয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না। এ তো বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন কাম-চিতার বদলে দুজনেই স্তান-চিতার সাথে হস্তবন্ধন করো। কিরকম ভালো কাজ তোমরা ব্রাহ্মণেরা করে থাকো। প্রতিজ্ঞা করতে হবে পবিত্র থাকার। একে-অপরকে সাবধান করে তোমরা দুজনেই স্বর্গে চলে যাবে। এখানে তোমরা একত্রে পবিত্র থেকে দেখিয়ে থাকো, সেইজন্য তোমরা অতি উচ্চ পদ নিতে পারো। (তোমাদের) উদাহরণ দেওয়া হবে, তাই না ! স্তান চিতার উপর বসে স্বর্গে গিয়ে উচ্চ পদ পায়। এখানে অনেক সাহসের দরকার, যদি পাকা হয়ে চলতে থাকো তাহলে পদও অনেক উচ্চ হয়। তারপর সার্ভিসের উপরেও নির্ভর করছে। যারা অনেক সার্ভিস করবে, প্রজা তৈরী করবে তারা পদও ভালো পাবে। বাবা-মাম্মার থেকেও উঁচুতে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেমন বাবা বলেন ওই দুই খ্রিস্টান যদি পরস্পর মিলে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এমন জোড়া কোনো বেরিয়ে আসুক যারা মা-বাবার থেকে উঁচুতে যাবে, সেরকম নেই। জগদম্বা, জগৎ-পিতা হলেন প্রখ্যাত। এঁাদের মতন সার্ভিস করতে পারবে না। এঁারা নিমিত্ত হয়ে রয়েছেন সেইজন্য কখনো হার্টফেল করা উচিত নয়। আচ্ছা, মাম্মা-বাবার মতন না হলেও দ্বিতীয় স্থানাধীকারী তো হতে পারো। সার্ভিসের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। প্রজা আর উত্তরাধিকারী তৈরি করতে হবে। তাহলে আমাদের এই কথা হলো নতুন। নতুন দুনিয়া রচনা করার জন্য অবশ্যই বাবাকে আসতে হবে। তিনিই হলেন রচয়িতা। তারা তো বলে দেয় -- পরমাত্মা নাম-রূপের বাইরে। কিন্তু এমন হয় না। তাদেরও কোনো দোষ নেই। ভাগ্যে থাকলে তখন বুঝবে। অনেকেই আসে যারা বোঝেও যে কথা তো অবশ্যই সঠিক। কেউ বলে আত্মার নাম রূপ নেই, তাহলে আত্মা নামটা কার ? আত্মা নাম তো রয়েছে, তাই না ! তোমরা সকলকে বলো এ হলো রাজযোগ। পরমপিতা পরমাত্মা সঙ্গমে আসেন, রাজযোগ অবশ্যই সঙ্গমযুগেই শেখাবেন তবেই তো পতিতকে পবিত্র বানাবেন। এখানকার কথাই হলো আলাদা। বাবা বলেন কেবল নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবার কাছে যেতে হবে। এতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই নেই। বলাও হয়ে থাকে যে আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। এ হলো পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা। আত্মার উদ্দেশ্যে কেউ বলতে পারে না যে তার কোনো রূপ হয় না। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণের সামনে বসেছিলেন তখন ওনার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, দেখেন যে লাইট আসে যা আমার মধ্যে প্রবেশ করে। এরকম কিছু কথা বলেন। তোমরা বলো আমাদের হলো রাজযোগ। এরমধ্যে দেহ-সহ দেহের সমস্ত মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিদেরকে ভুলে যেতে হয়, আমরা আত্মারা হলাম ওঁনার সন্তান, পরস্পরের মধ্যে ভাতৃস্বভাব রয়েছে। যদি সকলেই ফাদার হয়ে যায় তাহলে তো আবার ফাদারই ফাদারকে প্রার্থনা করে। এখন আমরা রাজযোগ শিখছি। এ হলো রাজার-রাজা হওয়ার যোগ। এখন তো রাজস্ব নেই। সেইজন্য বুঝতে হবে আমরা শান্তিতে থেকে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করে থাকি। নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করে। আত্মা বলে -- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে থাকি। তাহলে নলেজের সংস্কার আত্মায় থাকে, তাই না ! ভালো অথবা খারাপ সংস্কার আত্মায় থাকে। আত্মা অলিপ্ত(দাগহীন) নয়, এটা বুঝতে হবে। আত্মা পুনর্জন্মে আসে। প্রতিমুহূর্তে অরগ্যান্স(শরীর) ধারণ করতে হয়। আত্মা হলো স্টার, ব্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে, সেইজন্য তারা মনে করে এঁনার মধ্যে এত শক্তি আছে যে আত্মারূপী আমায় সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এখন আত্মা তো ব্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে। সাক্ষাৎকার করেছে, কি করেনি, তফাৎ কি থাকে ? আত্মা স্বয়ং বলে -- আমি হলাম স্টার। আমার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। যদি ৮৪ লাখ জন্ম হয় তবে এত সংস্কার হয়ে যায় যে কি হয়ে যাবে জানা নেই। ৮৪ জন্ম মানা যায়। ৮৪ জন্ম মানতে পারা যায়। ৮৪ লাখ মানতে পারা যায় না। এখন আমরা পবিত্র হতে চলেছি। বাবা আমাদের নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য পবিত্র করেছেন, এরকম অতি সুন্দর নেশা থাকা উচিত। তোমাদের কারোর সঙ্গে ডিবেট (তর্ক-বিতর্ক) করার প্রয়োজন নেই।

দেহ-সহ দেহের সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা, অশরীরী মনে করতে হবে। অবশ্যই আমরা শাস্ত্রাদি পড়েছি কিন্তু আলোচনা(ডিসকাস) করবো কেন? যখন বাবা বলেছেন মামেকম্ স্মরণ করো আর দ্বিতীয় আদেশ হলো গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হয়ে থাকো। যোগ অগ্নির দ্বারাই পাপ নাশ হবে। ভগবানুবাচ হলো, ভগবানও হলেন পরম আত্মা। তাকেও স্টার বলা হবে। অনেক পয়েন্ট রয়েছে, একই সময়ে বের হতে পারে না। ব্যক্তিস্ব দেখে যুক্তিযুক্ত পন্থা

অবলম্বন করতে হবে। বলা, আমরাও শাস্ত্র পড়ি কিন্তু বাবার আদেশ হলো যে সবকিছু ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি হলেন নিরাকার। আত্মাকে তো সকলেই মানবে। বিবেকানন্দের অনুসারীরাও মানবে। আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। অবশ্যই তাদের বাবাও থাকবেন, তাই না ! যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। এসব হলো পয়েন্টস্, তাই না ! এ'গুলি স্মরণ করলে সদাই পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হতে থাকবে, স্টিমার ভরপুর হতে থাকবে। এও যেন অবিনাশী জ্ঞানরঞ্জের সামগ্রী ভরে। পয়েন্টস্ নোট করে রিভাইস করো। এ হলো রত্ন, এ'গুলিকে ধারণ করার আর লেখার শখ থাকা চাই। ভালোভাবে সকলকে বোঝাতে হবে, আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে তার নাম রূপ নেই। এভাবে তো বলতে পারবেনা আত্মার রূপ আছে তাহলে পরমাত্মার কেন নেই। ঔঁনাকে বলাই হয়ে থাকে পরম পিতা পরমাত্মা, পরমধামের বাসিন্দা। কত বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে এখন সার্ভিস করে দেখাও। বাবা তো সার্ভিস এর জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা কত শৃঙ্গার করান। আমরা এখানকার পদমপতি হতে চাই না, আমাদের তো চাই বিশ্বের বাদশাহী। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যে জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হয় তার উপরে বিচার সাগর মন্বন করে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা সদা ভরপুর থাকতে হবে।

২) নিজের নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে, বাহ্যিক কথাবার্তা কারোর সাথে করা উচিত নয়। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- দোয়া আর ওষুধের দ্বারা তন-মনের অসুখ থেকে মুক্ত থাকা সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব কখনো শরীরের যদি অসুখও হয় তাহলে শরীরের অসুখে মন যেন ডিস্টার্ব না হয়। সদা খুশিতে নাচতে থাকো তবেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। মনের খুশির দ্বারা শরীরকে চালনা করো তাহলেই দুটি এক্সারসাইজই হয়ে যাবে। খুশি হলো দোয়া আর এক্সারসাইজ হলো ওষুধ। তাই দোয়া আর ওষুধ দুইয়ের দ্বারা তন-মনের অসুখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। খুশির জন্য কষ্টও ভুলে যাবে। সর্বদা শরীরে-মনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে সেইজন্য অধিক দুশ্চিন্তা নয়। অধিক চিন্তায় টাইম ওয়েস্ট হয় আর খুশিও গায়েব হয়ে যায়।

স্লোগান:- বিস্তারের মধ্যেও সার-কে দেখার অভ্যাস করো তাহলে স্থিতি সর্বদা একরস থাকবে।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য -

"পরমাত্মার সঙ্গতি করার গতি-মতি পরমাত্মাই জানেন"

তোমার গতি-মতি তুমিই জানো.... এখন এই মহিমা কার স্মরণিক হিসেবে গাওয়া হয় ? কারণ পরমাত্মার সদগতি করার যে মত রয়েছে তা তো পরমাত্মাই জানেন। মানুষ জানতে পারে না, মানুষের কেবল এই ইচ্ছা থাকে যে আমার সদাকালের জন্য সুখ চাই, কিন্তু সেই সুখ কিভাবে পাওয়া যাবে ? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ৫ বিকারকে ভস্মীভূত করে কর্মকে অকর্মে পরিণত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সুখ প্রাপ্ত করতে পারেনা, কারণ কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি হলো অত্যন্ত গভীর যা পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো মনুষ্য আত্মা সেই গতিকে জানতে পারেনা। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মা সেই গতি (কথা) না শুনিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে না, সেই জন্য মানুষ বলে তোমার গতি-মতি তুমিই জানো। এদের সদগতি করার মত সেই পরমাত্মার কাছে রয়েছে। কিভাবে কর্মকে অকর্মে পরিণত করতে হয়, এই শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মার কাজ। এছাড়া মানুষের তো এই জ্ঞান নেই, যে কারণে তারা উল্টোপাল্টা কাজ করতে থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের কর্মকে শুধরে নেওয়া, তবেই মনুষ্য জীবনের সম্পূর্ণ লাভ উঠাতে পারবে। আত্মা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কল্যাণকারী বাবা এখন তোমাদের এমন কল্যাণ করেন যাতে কখনও কান্নাকাটি করতে না হয়,
কান্নাকাটি করা হলো অকল্যাণ বা দেহ-অভিমানের চিহ্ন"

*প্রশ্নঃ - কোন্ অটল ভবিতব্যকে জেনে তোমাদের সবসময় নিশ্চিত থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। যদিও শান্তির জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্য কিছু..... যতই চেষ্টা করুক না কেন যেটা ভবিতব্য সেটা কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) ইত্যাদি হবেই। তোমাদের নেশা আছে যে তোমরা ঈশ্বরীয় কোল নিয়েছো। তোমরা যা সাফাংকার করেছো তা বাস্তবিক ঘটতে থাকবে, সেইজন্যই তোমরা সবসময় নিশ্চিত থাকো।

ওম্ শান্তি । বিশ্বে মানুষের বুদ্ধিতে ভক্তি মার্গের গায়ন আছে, কেননা এখন ভক্তি মার্গ চলছে। এখানে ভক্তির গায়ন নেই। এখানে বাবার গায়ন আছে। এখানে বাবার মহিমা করতে হয়, যে বাবার কাছ থেকে এতো উচ্চ উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভক্তিতে সুখ নেই। ভক্তি মার্গে থেকেও স্মরণ তো স্বর্গকে করে তাইনা। মানুষ মরে গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। সুতরাং খুশি হওয়া উচিত তাই না ! যখন স্বর্গে জন্ম নেবে তখন তো কান্নাকাটি করার দরকার নেই। বাস্তবে এটা তো সত্যি নয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে, সেইজন্যই কান্নাকাটি করতে থাকে। যারা কান্নাকাটি করে তাদের কল্যাণ কিভাবে হবে? কান্নাকাটি করা দুঃখের চিহ্ন । মানুষ তো কান্নাকাটি করে না! বাচ্চা জন্ম নেয় তাও কান্নাকাটি করে কেননা দুঃখ হয়। দুঃখ না হলে অবশ্যই খুশি থাকবে। কান্না তখনই আসে যখন কোনো না কোনো অকল্যাণ হয়। সত্যযুগে কখনও অকল্যাণ হয়না সেইজন্যই ওখানে কান্নাকাটি করে না। ওখানে অকল্যাণের কোনো বিষয়ই নেই। এখানে কখনও উপার্জন করতে গিয়ে লোকসান হয় কখনও বা অল্প পাওয়া যায় না তখন দুঃখ হয়। দুঃখেই কান্নাকাটি করে, ভগবানকে স্মরণ করে বলে এসে সবার কল্যাণ করো। যদি সর্বব্যাপী হন তবে কাকে বলবে - কল্যাণ করো? পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে মানা সবচেয়ে বড় ভুল। বাবা হলেন সবার কল্যাণকারী, কল্যাণকারী একমাত্র তিনিই, নিশ্চয়ই তিনি সবারই কল্যাণ করবেন। তোমরা বাচ্চারা জানো পরমপিতা পরমাত্মা সবসময়ই কল্যাণ করেন। পরমপিতা পরমাত্মা কখন আসেন যে বিশ্বের কল্যাণ করেন? বিশ্বের কল্যাণ করবে এমন আর কেউ নেই। বাবাকে এরপরেও সর্বব্যাপী বলে থাকে। কত বড় ভুল এটা। এখন বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন মন্মনাভব, এতেই কল্যাণ হবে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় কোনো অবস্থাতেই অকল্যাণ হয় না। ত্রৈতাতেও যখন রাম রাজ্য থাকে সেখানেও বাঘের গরুতে একসাথে জল পান করে। আমরা রাম-সীতার রাজত্বের এতো স্তুতি করব না কেননা সেখানে দুই কলা কমে যাওয়ার জন্য কিছু না কিছু সুখ কম হয়ে যায়। আমরা পছন্দ করব স্বর্গ, যা বাবা স্থাপন করেন। এতে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাওয়া গেলে খুব ভালো হবে। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা কল্যাণ করবো। প্রত্যেকেই নিজের কল্যাণ করতে হবে শ্রীমৎ অনুসারে।

বাবা বুঝিয়েছেন - এক হলো আসুরিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় দৈবী সম্প্রদায়। এখন একদিকে রাবণ রাজ্য, অন্যদিকে দৈবী সম্প্রদায় স্থাপনা করছি। এমন নয় যে এখন দৈবী সম্প্রদায় আছে। আসুরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি দৈবী সম্প্রদায় গড়ে তুলছি। ওরা বলবে দৈবী সম্প্রদায় তো সত্যযুগে হয়। বাবা বলেন এই আসুরিক সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় ভবিষ্যতের জন্য করি। এখন হলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত তৈরি হচ্ছে। গুরু নানকও বলেছিলেন মানুষ থেকে দেবতা কিন্তু সেই মানুষ কারা যাদের দেবতা বানাবেন? তিনি ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে জানেন না। সৃষ্টির আদিতে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, তারাও আদি, মধ্য, অন্তকে জানেন না। তারা ত্রিকালদর্শী নয়। আগের জন্মে তারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, স্বদর্শন চক্রধারী ছিলেন তবেই এই রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছেন। ওরা স্বদর্শন চক্র বিষ্ণুকে দিয়ে দেখিয়েছে। সুতরাং এটাও বোঝাতে হবে যে স্বদর্শন চক্রধারী হলো ব্রাহ্মণ এটা শুনেও মানুষ অবাক হয়ে যাবে। ওরা তো শ্রীকৃষ্ণকেও বলে স্বদর্শন চক্রধারী, আবার বিষ্ণুকেও বলে। এটা তো জানা নেই যে বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। আমরাও জানতাম না। মানুষ তো প্রতিটি বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। যা হওয়ার সেটাকে কেউ-ই আটকাতে পারবে না। এটা তো ড্রামা। সুতরাং প্রথমেই বাবার পরিচয় দিতে হবে নাকি ড্রামার রহস্য বোঝাতে হবে? সেক্ষেত্রেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা, শিববাবা তো প্রসিদ্ধ। ওঁনাকে রুদ্র

বাবাও বলা হয়। শিববাবা হলেন প্রসিদ্ধ। বাবা বুঝিয়েছেন যেখানে-যেখানে ভক্ত আছে, তাদের কাছে গিয়ে বোঝাও। সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছিল যে মানুষ বলছে হিমালয়ের এত কোটি বছর বয়স, হিমালয়ের কি কোনো আয়ু হয়? হিমালয় তো সবসময়ই বিদ্যমান। হিমালয় কি কখনো অদৃশ্য হয়ে যায়? এই ভারতও তেমনি অনাদি। কবে তৈরি হয়েছিল, এর বয়স তোমরাও বলতে পারবে না। তেমনি হিমালয়ের জন্যেও বলা যেতে পারে না যে কখন থেকে আছে। এই হিমালয় পর্বতের আয়ু গোনা যায় না। এমনটা খোড়াই বলা যায় যে আকাশ বা সমুদ্রের আয়ু কত। হিমালয়ের আয়ু যখন বলছে, তাহলে সমুদ্রের আয়ুও বলুক, কিছুই জানে না। এখানে তোমাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এটা হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি।

তোমরা জানো আমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। একজন রাজা জনকের কথা এটা নয়। জীবনমুক্তিতে অথবা রাম-রাজ্যে তো অনেক হবে তাইনা। সেখানে সবাই জীবনমুক্তি পাবে। তোমরা সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়ার পুরুষার্থী। তোমরা বাচ্চা হয়েছ, মাঝা-বাবাও বলা। জীবনমুক্তি তো পাবেই না ! বোঝা যায় যে প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হয়েই চলেছে। দিনে-দিনে এর প্রভাব বিস্তার হয়েই চলেছে না ! এই ধর্মের স্থাপনা করা এত সহজ নয়। ওরা তো উপর থেকে এসে স্থাপনা করে, ওদের পিছনে উপরে থেকে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এখানে তো প্রত্যেককেই রাজ্য- ভাগ্য পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলতে হয়। যোগ্য করে তোলা এটা বাবার কাজ। যারা জীবনমুক্তির যোগ্য ছিল, সবাইকে মায়া অযোগ্য করে দিয়েছে। ৫ তন্ত্রও অযোগ্য হয়ে গেছে, এখন একে যোগ্য করে তোলেন বাবা। তোমাদের এখন সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যে পুরুষার্থ চলে, এটা বোঝা যায় যে অমুকে কল্প পূর্বেও এমনই পুরুষার্থ করেছিল। কেউ তো আশ্চর্যজনক ভাবে পালিয়ে যায়, বিচ্ছেদ করে দেয়। প্রাকটিক্যালি দেখা যায়। এটা তো বুঝতে পেরেছে যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ড্রামা অনুসারে সবাইকে প্লে করার জন্য আসতেই হবে। মানুষ চায় এক.... ওরা চায় শান্তি কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা বাচ্চারা তো জানো। তোমরা সাক্ষাত্কার করেছ, ওরা যতই মাথা ঠুকুক না কেন যাতে বিনাশ না হয় কিন্তু ভবিষ্যতকে আটকানো যাবে না। আর্থকোয়েক, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হবেই, ওরা কি করবে। ওরা বলবে এটা তো গডের কাজ। তোমাদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যক আছে যাদের এতো নেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তারা স্মরণে থাকে। সবাই তো পরিপূর্ণ হয়নি। তোমরা জানো এই ভবিষ্যত স্বগিত করা যাবে না। অল্প নেই, মানুষের থাকার জায়গা নেই, ৩ পা পৃথিবী পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার - মাতা-পিতা এবং বাচ্চারা। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই। বাচ্চাদের শেখাই। বাচ্চারাও বলে - আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলি। বাবাও বলেন আমি বাচ্চাদের সামনে এসে মত দিই। বাচ্চারাই বুঝবে। না বুঝতে পারলে ছেড়ে দাও, লড়াই করার কোনো ব্যাপার নেই। আমরা বাবার পরিচয় দিয়ে থাকি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব'র অর্থও এটাই। বাবার পরিচয় দাও যাতে ক্রিয়েটর এবং ক্রিয়েশনের (রচয়িতা, রচনা) রহস্যকে বুঝতে পারে। মুখ্য বিষয়ই হলো এক, আর এই একটাই ভুল হয়েছে গীতায়। বাবা বলেন আমি কল্যাণকারীকে এসেই কল্যাণ করতে হবে। বাকি শাস্ত্র দ্বারা কল্যাণ হতে পারে না। প্রথমে তো প্রমাণ করতে হবে ভগবান একজনই, তাঁকে তোমরা স্মরণ কর কিন্তু তাঁকে জানো না। বাবাকে স্মরণ করতে চাইলে তাঁর পরিচয়ও প্রয়োজন হয়। তিনি কোথায় থাকেন, তিনি আসেন না কি আসেন না? বাবা উত্তরাধিকার তো অবশ্যই এখানকার জন্য দেবেন নাকি ওখানকার জন্য দেবেন? বাবাকে তো সন্মুখে হতে হবে। শিবরাত্রিও পালন কর। শিব হলেন সুপ্রিম ফাদার, সমস্ত আত্মাদের পিতা। তিনি হলেন রচয়িতা, নতুন নলেজ দিয়ে থাকেন। সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে তিনি জানেন। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম টিচার, যিনি মনুষ্যকে দেবতা করে তোলেন, রাজযোগ শেখান। মানুষ কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। আমাদেরও (ব্রহ্মা) উনি রাজযোগ শিখিয়েছেন তবেই আমি শেখাই। গীতাতেও প্রথমে এবং শেষে মন্মনাভব এবং মধ্যাজীভব বলেছেন। কল্প বৃক্ষের ঝাড় এবং ড্রামার নলেজও বুদ্ধিতে থাকে। ডিটেলে বোঝাতে হবে। রেজাল্টে সেই একটা কথাই আসে - বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখানে তো একটাই বিষয়, আমরা বিশ্বের মালিক হবো। বিশ্বের কল্যাণকারীই বিশ্বের মালিক করে তোলেন। তিনি স্বর্গের মালিক বানাবেন, নরকের মালিক খোড়াই বানাবেন। দুনিয়া তো এটাও জানে না যে নরকের রচয়িতা রাবণ, স্বর্গের রচয়িতা হলেন রাম। এখন বাবা বলছেন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সবারই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, আমি নিয়ে যেতে এসেছি। আমাদের স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা ময়লা থেকে শুদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে এসব বোঝাতে হবে, তেতার মতো নয়। যে নিশ্চয় বুদ্ধির হয় তার কান্নাকাটি করার বা দেহ-অভিমাণে আসার বিষয়টা আর থাকে না। দেহ-অভিমান খুব নোংরা করে দেয়। এখন তোমরা দেহী-অভিমानी হও। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম কর। ওরা তো কর্ম সন্ধ্যাসী হয়ে যায়। এখানে তোমাদের গৃহস্থ

ব্যবহারে থাকতে হবে, বাচ্চাদের সামলাতে হবে। বাবা এবং চক্রকে জানা তো খুবই সহজ ব্যাপার।

বাবার অসংখ্য বাচ্চা। তাদের মধ্যে কেউ সপুত্র (আজ্ঞাকারী) কেউ কপুত্র (অবাধ্য)। কুপুত্র নাম বদনাম করে দেয়। মুখ কালো করে দেয়। বাবা বলেন মুখ কালো ক'রো না। বাবার বাচ্চা হয়ে তারপর মুখ কালো কর,কুলকে কলঙ্কিত কর। এই কাম চিতায় বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। কাম চিতায় বসে থোড়াই এইভাবে জ্বলে মরবে। এর প্রতি হাঙ্কা নেশা থাকাও উচিত নয়। সন্ন্যাসী আদি নিজেদের ফলোয়ার্সদের এমন কথা থোড়াই বলবে। ওদের মধ্যে সত্যতা নেই। বাবা তো সবাইকেই সত্য বিষয় বুঝিয়ে বলেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা গ্যারান্টি করেছো - বাবা তোমার মতে চলে আমরা স্বর্গবাসী হব। বাবা বলেন বাচ্চারা তাহলে বিষয়ের নর্দমায় নামার ভাবনা কেন কর? তোমরা বাচ্চারা যখন এমন মুরলী পড়বে ওরা তখন বলবে এমন জ্ঞান তো আমরা কখনো শুনিনি। মন্দিরের হেড যিনি তাকেও তোমাদের ধরা উচিত। চিত্র গুলি নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ দিলওয়ারা মন্দিরেরই চিত্র। উপরে দৈবী বৃক্ষ, দৈবী বৃক্ষ যা পাস্ট হয়ে গেছে সেটাই ওরা দেখায়। এমন সার্ভিস কেউ করে দেখাক তবেই বাবা মহিমা করবেন যে, এ তো কামাল করে দিয়েছে। যেমন বাবা রমেশের (ভাই) মহিমা করেন। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিসের প্রদর্শনীর নমুনাও সুন্দর উদ্ভাবন করেছেন। এখানেও প্রদর্শনী করবেন। চিত্র গুলি তো খুবই সুন্দর।

এখন দেখো দিল্লীতেও যে রিলিজিয়াস কনফারেন্স (ধর্মীয় সম্মেলন) হয় ওরাও বলে ওয়াননেস হোক (একতা আসুক) । এর কোনো অর্থই নেই। বাবা হলেন এক, বাকিরা হলো ভাই-বোন। এখানে হলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার বিষয়। নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখন্ড কিভাবে হবে, এই বিষয়ে বুঝতে হবে। প্রদর্শনীর বৃদ্ধির জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে। যে সার্ভিসের প্রমাণ দেয় না তার তো লজ্জা পাওয়া উচিত। যদি ১০ জন নতুন আসে আর ৮-১০ জন মরে গেলো (চলে গেলো হাত ছেড়ে) এতে কি লাভ হলো । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করার সময় দেহী-অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই কান্নাকাটি বা দেহ-অভিমানে আসা উচিত নয়।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। সুসন্তান (আজ্ঞাকারী) হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে।

বরদানঃ:- ব্যর্থ সঙ্কল্প গুলিকে সমর্থনে পরিবর্তন করে সহজযোগী হয়ে ওঠা সমর্থ আত্মা ভব
কোনো কোনো বাচ্চারা মনে করে আমার পার্ট তো দেখতেই পাওয়া যায় না, যোগও লাগে না, অশরীরী হতে পারিনা – এগুলো হলো ব্যর্থ সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প গুলিকে পরিবর্তিত করে সমর্থ সঙ্কল্প করো যে স্মরণ করা তো হলো আমার স্বধর্ম। আমিই কল্পে-কল্পে সহজযোগী হয়েছি। আমি যোগী হবো না তো কে হবে। কখনও এমন ভাববে না যে কি করব আমার শরীর তো চলে না, এই পুরানো শরীর তো বেকার হয়ে গেছে। না । বাঃ বাঃ এর সঙ্কল্প করো, গুণগান করো এই অস্তিম শরীরের, তাহলেই সমর্থী এসে যাবে।

স্নোগানঃ:- শুভ ভাবনার শক্তি অন্যদের ব্যর্থ ভাবনা গুলিকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদের 'আবার' রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাই, এই 'আবার' শব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ চক্র মিশে আছে"

*প্রশ্নঃ - বাবাও যেমন প্রবল, তেমন মায়াও? এই দুইয়ের প্রবলতা কি?

*উত্তরঃ - বাবা তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানায়, এই পাবন বানানোতে বাবা প্রবল, তাই বাবাকে পতিত পাবন, সর্বশক্তিমান বলা হয়। মায়া আবার পতিত বানানোতে প্রবল। প্রকৃত উপার্জনে এমনভাবে গ্রহের দোষ লেগে যায় যে, লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যায়, বিকারের কারণে মায়া সর্বনাশ করে দেয়, তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দেহী - অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো।

*গীতঃ- আমাকে ওই পথে চলতে হবে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ পথে চলতে হবে? অবশ্যই পথ বানানোর জন্য কেউ থাকবেন। মানুষ ভুল পথে চলে, তাই তো দুঃখী হয়ে যায়। এখন মানুষ কতো দুঃখী, কেননা তাঁর মতে চলে না। যখন থেকে উল্টো মত দানকারী রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে, তখন থেকে সবাই উল্টো মতে চলে এসেছে। বাবা বোঝান যে, তোমরা এই সময় রাবণের মতে চলছো, তাই এখন প্রত্যেকের এমন দুর্দশা হয়েছে। সবাই নিজেকে পতিতও বলে। গান্ধী বাপুজীও বলতেন -- পতিত - পাবন এসো, যেহেতু আমরা সবাই পতিত, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে, আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি? তারা চায় যে, ভারতে রাম রাজ্য হোক কিন্তু কে তা তৈরী করবে? গীতাতে বাবা সব কথাই বুঝিয়েছেন কিন্তু মানুষ গীতার ভগবানের নামই উল্টো লিখে দিয়েছে। বাবা বোঝান যে, তোমরা কি করে দিয়েছো। খ্রিস্টের বাইবেলে যদি পোপের নাম দিয়ে দেয় তাহলে কতো লোকসান যাবে। এও ড্রামা। বাবা বড়র থেকেও বড় ভুল বুঝিয়ে বলেন। এই আদি - মধ্য এবং অন্তের গুণান গীতাতে আছে। বাবা বোঝান যে, আমি তোমাদের আবারও রাজার রাজা বানাই। তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো - একথা তোমরা জানো না, আমি তোমাদের বলি। একথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। শাস্ত্র তো অনেক আছে। মতও ভিন্ন - ভিন্ন আছে। গীতা মানে গীতা। যিনি গীতা তৈরী করেছেন উনিই রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তোমাদের উপরে মায়ার ছায়া পড়েছে। এখন আবার আমি এসেছি। গীতাতেও বলা হয়, হে ভগবান, আবার তুমি গীতা শোনাতে এসো অর্থাৎ আবারও গীতার নলেজ দান করো। গীতাতেই এই কথা আছে যে, আসুরী সৃষ্টির বিনাশ এবং দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা আবার হয়। আবারও তিনি অবশ্যই বলবেন। গুরু নানক আবার তাঁর নিজের সময়ে আসবেন, চিত্রতেও দেখানো হয়। শ্রীকৃষ্ণও আবার সেই ময়ূর পঙ্খ মুকুটধারী হবেন। তাই এই সব রহস্য গীতাতে আছে কিন্তু ভগবানের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা এমন বলি না যে, আমরা গীতাকে মানি না, কিন্তু তাতে মানুষ যে উল্টো নাম দিয়ে দিয়েছে, তা বাবা এসে সোজা করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি এও বোঝান যে, প্রত্যেক আত্মার মধ্যে তার নিজের নিজের পার্ট নির্ধারিত রয়েছে। সবাই এক সমান হতে পারবে না। যেমন মানুষ মানে মানুষ, তেমনই আত্মা মানে আত্মা কিন্তু প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই তার নিজের পার্ট ভরা আছে। এই কথা বোঝানোর জন্য খুব বুদ্ধিমানের প্রয়োজন। বাবা জানেন, কে বোঝাতে পারবে, কে সার্ভিস করাতে উপযুক্ত, কার লাইন ক্লিয়ার। তোমাদের দেহী অভিমানী থাকতে হবে। সবাই তো আর পরিপূর্ণ দেহী অভিমানী হয়নি। এ তো অন্তিম সময়ে রেজাল্ট তৈরী হবে। পরীক্ষার দিন যখন কাছাকাছি আসে, তখন বুঝতে পারা যায় যে, কে কে পাস করবে। টিচার্সরাও বুঝতে পারে আর বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, এ সবথেকে তীক্ষ্ণ। ওখানে তো ঠগী ইত্যাদিরাও থাকতে পারে কিন্তু এখানে এইসব হবে না। এ তো ড্রামাতেই নির্ধারিত আছে। পূর্ব কল্পে যারা উত্তীর্ণ হয়েছিলো, তারাই আবার উত্তীর্ণ হবে। আমরা সার্ভিসের তীব্রগতিতে তা বুঝতে পারি। এই প্রকৃত উপার্জনে লাভ আর ক্ষতি, গ্রহের দোষ ইত্যাদি আসতেই থাকে। চলতে - চলতে পা ভেঙ্গেও যায়। গন্ধর্ব্ব বিবাহ করার পরে মায়া একদম সর্বনাশ করে দেয়। মায়াও অত্যন্ত প্রবল। বাবা পাবন বানানোতে প্রবল, তাই তাঁকে সর্বশক্তিমান পতিত - পাবন বলা হয়, মায়া আবার প্রবল পতিত বানানোতে। সত্যযুগে তো মায়া থাকে না। সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া, এখন হলো একদম বিকারী দুনিয়া। এখানে প্রবলতা বা তীব্রতা কতো জবরদস্ত। চলতে চলতে মায়া একদম নাক ধরে সর্বনাশ করে দেয়, বাবার থেকে পৃথক করে দেয়, মায়া এতটাই প্রবল। যদিও সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলে কিন্তু মায়াও কম নয়। অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার রাজত্ব চলে। এ তো কেউ জানেই না। দিন আর রাত অর্ধেক অর্ধেক হয়, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। তবুও সত্যযুগকে লাখ বছর, কলিযুগকেও কতো বছর লিখে দিয়েছে। বাবা যখন এখন বোঝাচ্ছেন, তখন তোমাদের বুঝতে হবে। এ তো সম্পূর্ণ

সঠিক। বাবা বসে তোমাদের পড়ান। কলিযুগে তো গীতার রাজযোগ শিখিয়ে মানুষকে রাজার রাজা বানাবেনই না। এমন তো কেউই নেই, যার বুদ্ধিতে থাকবে যে, আমরা রাজযোগ শিখে রাজার রাজা হবো। ওই গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে কিন্তু ওখানে কেউ রাজযোগ শিখে রাজার রাজা বা রানী হতে পারে না। ওখানে রাজস্ব পাওয়ার জন্য কোনো এইম অবজেক্ট নেই। এখানে তো তোমরা বলো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ সুখের রাজস্ব লাভ করার জন্য পাঠ গ্রহণ করি। প্রথম প্রথম তো অল্ক বা আল্লার (বাবা) উপরে বোঝাতে হবে। গীতার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। মানুষ কিভাবে জানবে যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আবার কোথায় যেতে হবে। কেউই এসব জানে না। কোন্ দেশ থেকে এসেছি.... কোন্ দেশে যাবো। গানও তো এমন আছে, মানুষ কেবল তোতার মতো গাইতে থাকে। বুদ্ধি তো আল্লার মধ্যেই আছে, কিন্তু সে জানে না যে, আমরা যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলি, তিনি কে? তাঁকে না দেখা যায় আর না জানা যায়। আল্লার তো দায়িত্ব, তাই না -- বাবাকে জানা, দেখা। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, আমরা হলাম আল্লা, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান। বুদ্ধি বলে যে, বাবা এসেই পড়ান। যেমন কারোর আল্লাকে যখন ডাকা হয় তখন মনে করে যে, সেই আল্লা এসেছে। তাই তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম আল্লা, তিনি হলেন আমাদের বাবা। বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। আমরা কেন দুঃখী হয়েছি, মনুষ্য তো বলে দেয়, বাবাই সুখ - দুঃখ দান করেন। ভগবানকে গালি দিতে থাকে। ওরা হলো আসুরী সন্তান। যেমন পূর্ব কল্পে বলেছিলো, তেমনই বলে। তোমরা এখন প্র্যাক্টিকালি ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। পূর্বে তোমরা আসুরী সন্তান ছিলে। বাবা এখন বলেন, তোমরা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। কাউকেই এই দুই অক্ষর বোঝানো খুবই সহজ। তোমরা হলে ভগবানের বাচ্চা। ভগবান স্বর্গ রচনা করেছিলেন, এখন তা নরক হয়ে গেছে, আবার বাবাই স্বর্গ রচনা করবেন। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি স্বর্গের স্থাপনা করছেন। আচ্ছা, তোমরা কি শিবকে জানো না? ওই বাবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও রচনা করেন। তাহলে অবশ্যই বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই শেখাবেন। এখন তোমরা শূদ্র বর্ণের। আমরা আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা-ঋত্রিয় হবো। না হলে বিরাট রূপ কেন বানানো হয়েছে, চিত্র তো সঠিক, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না।

শূদ্রকে কে ব্রাহ্মণ বানাবে? তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই। তাঁকে কিভাবে এডাপ্ট করা হয়েছে। তোমরা যেমন বলো, এ আমার স্ত্রী, তাকে 'আমার' কিভাবে বানিয়েছে? এডাপ্ট করেছে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকেও মাতা - পিতা বলো, আমি তো বাবা। 'আমার' কোথা থেকে আনবো। তাই আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করে ঐর নাম ব্রহ্মা রাখি। স্ত্রীকে এডাপ্ট করা হয়, লৌকিক বাবা যেমন স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে কুলজাত বংশাবলীর রচনা করেন, বাবা আবার এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে অ্যাডপ্ট করে এনার মুখ দ্বারা মুখজাত বংশাবলীর রচনা করেন। তোমরা বলো যে, আমার হলাম ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী। তাহলে অবশ্যই এনার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কার বাচ্চা? শিব বাবার। এনাকে কে অ্যাডপ্ট করেছেন? অসীম জগতের পিতা। দৃষ্টান্ত খুবই সুন্দর কিন্তু যার বুদ্ধিতে বসবে, সেই বুঝতে পারবে। বুদ্ধিতে না বসলে সে বুঝতেই পারবে না। লৌকিক আর পারলৌকিক বাবা তো আছেই, তাই না। সেও স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে 'আমার' বলে। ইনি আবার এনার মধ্যে প্রবেশ করে এডাপ্ট করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি নিরাকারকে ঐর আধার নিতে হয়, তাই নামও পরিবর্তন করে দিই। একই সময়ে কত নাম রাখবো। নামের লিস্টও তোমাদের কাছে থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে নামের লিস্টও দেখানো উচিত। বাবা কিভাবে একই সময়ে নাম রেখেছেন। বাবা আমাকে আপন করে নিয়েছেন তাই নামও পরিবর্তন করে দিয়েছেন, ওনাকে ভুগু ঋষি বলা হয়। জন্মপত্নী তো ভগবানের কাছেই আছে। এই নাম ওয়াল্ডারফুল। এখন সবাই তো আর নেই। কেউ কেউ তো 'আশ্চর্যবৎ ভাগিন্দি' হয়ে গেছে। আজ আছে তো কাল নেই। এক নম্বর শত্রু হলো কাম। এই কাম বিকার খুবই বিরক্ত করে। তোমাদের একে জয় করতে হবে। একত্রে গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের একে জয় করতে হবে। এই হলো তোমাদের প্রতিজ্ঞা। নিজের বৃত্তিকে দেখতে হবে, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। তুফান তো সকলের জীবনেই আসে। একে ভয় পাবে না।

বাবাকে অনেক বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে, এই কাজ করবো, নাকি করবো না? বাবা লেখেন, আমি তোমাদের কাজ - করবার দেখতে এসেছি কি? আমি তো পড়ানোর টিচার। কাজের কথা এর মাঝে কেন জিজ্ঞাসা করো? আমি তো রাজযোগ শেখাই। রুদ্র যজ্ঞের গায়ন আছে, শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের নয়। বাবা বলেন, লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানই নেই। যদি এই কথা জানতো যে, ১৬ কলা থেকে আবার ১৪ কলা হতে হবে, তাহলে সেই সময়ই রাজস্বের নেশা উড়ে যেতো। ওখানে তো সঙ্গতিই থাকে। সঙ্গতি দাতা তো একজনই। তিনি এসেই উপায় বলে দেন, অন্য কেউই আর বলতে পারে না। প্রথম - প্রথম এই কথা মনে করো যে, কে বলেছেন - কাম মহাশত্রু। এমন গায়নও আছে যে বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়া। রাবণকে ভারতেই জ্বালানো হয়। সত্যযুগে তো জ্বালাবেই না। যদি বলে যে, এ হলো অনাদি,

সত্যযুগেও ছিলো, তাহলে তো সব জায়গায় দুঃখই দুঃখ থাকবে। তাহলে কিভাবে স্বর্গ বলা হবে? এই কথা বোঝাতে হবে। প্রত্যেকের গতি তাদের নিজের। জানতে পারা যায় যে - কে খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ তো কেউই হয় নি। বাকি হ্যাঁ, সত্যো, রজো, তমো তো হয়ই। প্রত্যেকের বুদ্ধিই আলাদা - আলাদা। যারা শ্রীমতে চলে না - তারা হলো তমোপ্রধান বুদ্ধির। নিজেকে ইনসিওর না করলে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য কিভাবে পাবে। মৃত্যু তো হবেই। তাহলে তো ইনসিওর করে দেওয়াই উচিত। সবকিছুই তাঁর। তাই দেখাশোনাও তিনিই করবেন। যদি কেউ সবকিছু দেয়ও কিন্তু সার্ভিস না করলে, যা দেবে তাই খেতে থাকবে। তাহলে বাকি কি জমা হবে? কিছুই নয়। সার্ভিসের প্রমাণ চাই। দেখা হয় -- কে পাণ্ডা হয়ে আসে? নতুন বি.কে.রাও নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে সেন্টার চলায়, তাদেরও ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এই নলেজ তো খুবই সহজ। বাণপ্রস্থের অবস্থা যাদের, তাদের বোঝাও -- বাণপ্রস্থ অবস্থা কখন হয়? বাবাই গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যাবেন। তোমরা জানো যে, বাবাই কালের কাল। আমরা তো খুশীর সঙ্গে বাবার সাথে একত্রে যেতে চাই।

সর্বপ্রথম তো মুখ্য কথা এটাই বলা -- গীতার ভগবান কে, যিনি এই রচনা করেছিলেন? লক্ষ্মী - নারায়ণকে কে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন? তাঁদের রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। আর কেউই রাজধানী স্থাপন করতে আসেন না। বাবাই রাজধানী স্থাপন করতে আসেন। সব পতিতদের তিনিই পাবন বানান। এ হলো বিকারী দুনিয়া, সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া। দুয়েতেই নশ্বরের ক্রমানুসারে পদপ্রাপ্ত হয়। যারা শ্রীমতে চলবে, তাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা বসতে পারে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধির লাইন যাতে সদা ক্রিয়ার থাকে, তারজন্য দেহী - অভিমানী হতে হবে। প্রকৃত উপার্জনে মায়া যেন কোনোপ্রকারের লোকসান (ঘাটতি) না করে - এর সুরক্ষা করতে হবে।

২) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোপ্রকারের বিকর্ম করবে না। ইনসিওর করার পরে সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- মায়াকে শত্রুর পরিবর্তে শিক্ষাদানকারী সহযোগী মনে করে একরস থাকা মায়াজিৎ ভব মায়া আসে তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য, তাই ঘাবড়ে যেও না, শিক্ষা গ্রহণ করো। কখনো সহনশীলতার পাঠ, কখনো শান্ত স্বরূপ হওয়ার পাঠ। পাকা করানোর জন্য মায়া আসে, তাই মায়াকে শত্রুর পরিবর্তে নিজের সহযোগী মনে করো, তাহলে ভয়ের পরিস্থিতিতে হেরে যাবে না। পাঠ পাকা করে অঙ্গদের সমান অচল হয়ে যাবে। কখনোই দুর্বল হয়ে মায়ার আত্মন করো না তাহলে তা বিদায় নেবে।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি সঙ্কল্পে দূততার মহানতা থাকলে সফলতা প্রাপ্ত করতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা- পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব কাটিয়ে সার্ভিসের উদ্যম রাখো খুশীতে (উল্লাসে) থাকো, সার্ভিসের বিষয়ে কখনো ক্লান্ত হয়ো না"

*প্রশ্নঃ - যে সকল বাচ্চারা জ্ঞানের নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে, তাদের লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - তাদের সার্ভিস করবার জন্য খুব আগ্রহ থাকবে। তারা সদা মম্মা আর বাচ্চা(বাণী) সেবায় তৎপর থাকবে। সকলকে প্রমাণ সহ বাবার পরিচয় দেবে। বাদশাহী স্থাপন করার জন্য যদি কিছু সহ্যও করতে হয় তাও সহ্য করবে, বাবার সম্পূর্ণ সহায়তাকারী হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমি সকলের ভাগ্যবিধাতা....

ওম শান্তি । এখন পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে বাচ্চারা মাতাকে জানে। মা-কে জানলে বাবাকেও অবশ্যই জানবে। এই মা-বাবা হলেন সৌভাগ্য বিধাতা এবং ভাগ্য বিধাতা। সৌভাগ্য বিধাতা তাদের বলা হবে যারা পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণরূপে নিজের সৌভাগ্য তৈরী করে, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় কুলের উত্তরাধিকার পায় তাও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে। অনেকে তো এমনও হয় যেন ভীল (ভালো জিনিসের মর্ম বোঝে না), তাই না ! অত্যন্ত সাধারণ প্রজা হয়ে জন্ম নেবে। তারা তেমন পদমর্যাদা পাবে না। বাবা তো অবশ্যই বোঝাবেন - বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়ার সাথে মমত্ব রেখো না। দুঃখী এই দুনিয়া চিৎকার করতেই থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিস করার শখ আর উদ্যম চাই। যদিও কারো কারো উদ্যম থাকে কিন্তু সার্ভিস করার কলাকৌশল জানা থাকে না। ডায়রেকশন তো অনেক পাওয়া যায়। লেখাও অত্যন্ত রিফাইন হওয়া চাই। ত্রিমূর্তি আর বৃক্ষের চিত্র ৩০"× ৪০" হওয়া চাই। এটা অত্যন্ত ইউজফুল জিনিস। কিন্তু এ'সবের কদর বাচ্চাদের কাছে কম। যদিও সঞ্জয়ের অনেক মান রয়েছে কিন্তু সেই গায়ন হবে একদম অস্তিম্বে। যেমন বলা হয় যে, অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা যদি জানতে হয় তবে গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, সেটাও হলো অস্তিম্ব অবস্থার গায়ন। এখন সেই সুখ কি তা তোমাদের কারোরই জানা নেই। এখন তো তোমরা কাঁদো, পতিত(পতন) হয়ে পড়ো। মায়া চড় মেরে দেয়। যদিও রোজ আসে কিন্তু সেই নেশায় কি বিভোর থাকে? সার্ভিসের অনেক চাক্স তোমরা পাও।

এখন বলতে থাকে ওয়ান রিলিজিওন হোক। ভারতে এক গভর্নমেন্ট ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হতো। কিন্তু কেউ জানে না। ৫ হাজার বছর পূর্বের কথা যখন এক গভর্নমেন্ট ছিল। ২৫০০ বছরও বলতে পারো কারণ রাম-রাজ্যেও এক গভর্নমেন্ট ছিল। ২৫০০ বছর পূর্বেও সত্যযুগ-ত্রৈতায় এক গভর্নমেন্ট ছিল, দ্বিতীয় কিছু ছিলই না যে দু'হাতে তালি(ঝগড়া) বাজবে ! এখানে তো বলা হয় যে হিন্দী-চীনা ভাই-ভাই কিন্তু দেখো কি করতে থাকে! গুলি চালাতে থাকে। এই দুনিয়াই এমন। নারী-পুরুষও পরস্পরের সাথে লড়াই ঝগড়া করে। স্ত্রী, তার স্বামীকেও চড় মারতে দেবী করে না। ঘরে ঘরে কলহ রয়েছে। ২৫০০ বছর পূর্বের কথা ভারতবাসীরাও ভুলে গেছে যে এক গভর্নমেন্ট ছিল। এখন তো অনেক গভর্নমেন্ট, অনেক ধর্ম তাই অবশ্যই কলহ থাকবে। তোমরাই জানাও যে ভারতে এক গভর্নমেন্ট ছিল। তাকে বলা হয় ভগবান-ভগবতীর (দেবী-দেবতা) রাজ্য। ভক্তিমার্গ আসে পরে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি হয় না। মানুষ অনেক নিজের অহংকার দেখায় কিন্তু জ্ঞান কড়ি-তুল্যও (সামান্যতমও) নেই। এমনিতে তো জ্ঞান অনেক আছে। ডাক্তারীর জ্ঞান, ব্যারিস্টারীর জ্ঞান.....। বাবা বলেন, যাকে ডক্টর অফ ফিলোসফি (PhD) বলা হয় তার কাছেও এই জ্ঞান যৎসামান্যও নেই। ফিলোসফি কাকে বলা হয় - তাও বোঝে না। তাই বাচ্চারা, তোমাদের সার্ভিসের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে, স্থাপনার কার্যে সহায়তাকারী হতে হবে। ভালো জিনিস বানিয়ে মানুষকে দিতে হবে। যেমন মানুষ তেমনভাবেই তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। যেমন গভর্নমেন্টে অনেক অফিসার রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, এখানেও তেমনই অফিস হওয়া উচিত। ডায়রেকশন পেলে তা পুনরায় কার্য-ব্যবহারে আনতে হবে। এখন দেখো গোরক্ষপুরী গীতাও বেরোয়, সব ফ্রী-তে দেওয়ার জন্য তৈরী থাকে। যে সব সংস্থা রয়েছে তাদের সবারই অনেক তহবিল (ফান্ডস) রয়েছে। কাশ্মীরের মহারাজার মৃত্যুর পর সব ধন-সম্পদই আর্থসমাজীয়-রা পায়, কারণ তিনি আর্থ-সমাজের ছিলেন। সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের কাছেও অনেক ধন থাকে। তোমাদের কাছেও যে টাকা, পয়সা ইত্যাদি রয়েছে, সেইসব এই সেবায় দিয়ে দাও যাতে ভারত স্বর্গে পরিণত হতে পারে। তোমরা স্বর্গ বানাতে সাহায্য করো। রাত-দিনের পার্থক্য। তারা দিন-প্রতিদিন নরকবাসী হতেই থাকে আর তোমাদের এখন বাবা স্বর্গবাসী বানায়। এখন তো সকলেই গরীব, এমন নয় যে আমরা টাকাপয়সা জড়ো করি। তোমরা তো বলো যে, বাবা টাকাপয়সা সব যজ্ঞতে, সেবায় লাগিয়ে দাও। এই সময় তো সবাই নিজেদের মধ্যে

লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। এক গভর্নমেন্ট তো হতে পারে না। তাই গভর্নমেন্টকে বলা উচিত যে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজ্যে বরাবরই এক গভর্নমেন্ট ছিল। আর তোমরাও চাও তাই তা অবশ্যই হবে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তিনিই হলেন হেভেনলী গডফাদার। আমরা এক দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করছি। সেখানে আসুরিক গভর্নমেন্ট থাকে না। তোমাদের কাছে খুব ভালো নলেজ রয়েছে, অনেক কাজ হতে পারে। দিল্লী হলো হেড- অফিস। অনেক সেবা করতে পারা যায়। ওখানে বাচ্চারাও অত্যন্ত ভালো। জগদীশ (ব্রাতা) সঞ্জয়ও রয়েছে। কিন্তু সঞ্জয় তো এখানে সবাই, কোনো একজন নয়। তোমরা প্রত্যেকেই সঞ্জয়। তোমাদের কাজ হলো - সবাইকে রাস্তা দেখানো। বাবা তো ভালো মতন বোঝান, কিন্তু বাচ্চারা নিজের কাজ-কর্ম, সন্তানদের প্রতিপালনে ব্যস্ত হয়ে থাকে। তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাবার সহায়তাকারী হয়েছে, ওরা হয়নি। এখানে তো সার্ভিস করে দেখাতে হবে। এক রাজ্য কিভাবে স্থাপিত হচ্ছে, এই চক্র, ড্রামাকে দেখো তা সময়কে দেখাচ্ছে। যেমন রাবণের চিত্র বানিয়েছে, তেমন বড় চক্র বানিয়ে লেখা উচিত - এখন কাঁটা (কালচক্রের) এসে (এখানে) পৌঁছেছে। পুনরায় এক গভর্নমেন্ট হবে। বাবা ডায়রেকশন দেন। শিববাবা তো অলি-গলিতে গিয়ে ধাক্কা খাবেন না। যদি ইনি (ব্রহ্মা) যান তাহলে শিববাবাকে ধাক্কা খেতে হবে। বাচ্চাদের রিগার্ড (সম্মান) রাখা উচিত। এই সার্ভিস করা বাচ্চাদের কাজ। লেখা উচিত এক গভর্নমেন্ট, যা ভারতে ছিল, তা পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। কত বছর ধরে এই যন্তু রচনা করা হয়েছে। সমগ্র দুনিয়ায় যত নোংরা আছে তার সবই এর মধ্যে বিসর্জিত হয়ে যাবে। এ অতি সহজ, কিন্তু সকলকে বোঝানোর জন্য সময় চাই। রাজা তো কেউ নেই। কোনো একজনকে কি সবাই মানবে? পূর্বে যখন কোনো নতুন কিছু ইনভেনশন হতো তখন রাজাদের দ্বারা সেটার বিস্তার করানো হতো কারণ রাজার শক্তি রয়েছে। রাজা হতে পারবে এক তো রাজযোগের দ্বারা অথবা অগাধ ধন দানের দ্বারা। এখানে তো হলো প্রজার রাজ্য। এক রাজ্য (পার্টি) নয়। একজন গরীব সিপাহীর-ও এখানে গভর্নমেন্ট (পার্টি) রয়েছে, কাউকে অপমান করতেও সময় নেয় না। এইরকম নানান কাজকর্ম হতে থাকে। কিছু পয়সা দিলে বড় মন্ত্রীকেও মেরে ফেলে।

তাই বাচ্চারা, তোমাদের সেবার চান্স নিতে হবে, শুয়ে থাকলে চলবে না। যেমন সংসঙ্গে গিয়ে কথা শুনে আবার ঘরে ফিরে এসে তেমনই (পূর্বের মতো) হয়ে যায়, কোনো উদ্যম থাকে না। ঠিক তেমনই বাচ্চাদের মধ্যেও উদ্যম কম। গভর্নমেন্টের ফুলের বাগানে খুব সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস ফুল থাকে, তাদের ডিপার্টমেন্টই আলাদা হয়। কেউ গেলেই তাকে প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস ফুল উপহার দেবে। বাবার-ও এটা ফুলের বাগান, যখন কেউ আসবে তখন আমরা তাদের কি ঘুরিয়ে দেখাবো?- তাদের নাম বলবে যে এখানে ভালো ভালো ফুল রয়েছে, আবার টগর, আকন্দ ফুলও রয়েছে, উজ্জ্বল নয়, সার্ভিস করে না। প্রত্যেকদিন কাউকে না কাউকে বাবার পরিচয় অবশ্যই দেওয়া চাই। তোমরা তো গুপ্ত, এবং তোমাদের কত বিঘ্ন পড়ে। সার্ভিসের উপযুক্ত হওনি। বাবা বার বার বলেন মন্দিরে যাও, শ্মশানে যাও, গিয়ে ভাষণ করা উচিত। বাচ্চাদের সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। শ'য়ে শ'য়ে আসবে, তার মধ্যে থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে। মিত্র-সম্বন্ধীদের-ও বোঝানো উচিত। এখানে আসতে ভয় পায়, তাদের ঘরে গিয়েও বোঝাতে পারো। বাবার পরিচয় পেলে অত্যন্ত খুশী হয়ে যাবে। বাবা বলেন, সার্ভিসে ক্লান্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। ১০০-য় একজন বেরোবে। বাদশাহী(রাজস্ব) স্থাপন করতে হলে অবশ্যই অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গালি খাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কলঙ্গীধর (কলঙ্কিত হয়ে যিনি পূজিত হন, কৃষ্ণ) হবে না। গুণানের নেশায় মত্ত হয়ে আছে। কিন্তু রেজাল্ট কোথায়! আচ্ছা ১০-১২ জনকে গুণান দিয়েছে, তার মধ্যে থেকে যদি এক-দুইজন জাগে তাও তা বাবাকে বলা উচিত, তাই না! সার্ভিসের শখ চাই তবে তো বাবা পুরস্কার দেবেন। বাবার পরিচয় দাও - তোমাদের বাবা কে? তবেই তো অবিনাশী উত্তরাধিকারের নেশায় বিভোর হবে। তোমরা ভাষণ করো - সম্পূর্ণ বিশ্বে একমাত্র ব্রহ্মাকুমার-কুমারী-রা ছাড়া বিশ্বের হিন্দী-জিওগ্রাফী আর কেউই জানে না। চ্যালেঞ্জ করো। বাবা শ্মশানের কথা তুলেছেন তাই তোমাদের শ্মশানে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। কাজ-কর্ম তো ৬-৮ ঘন্টা করবেই। বাকী সময় কোথায় চলে যায়? এইরকমভাবে তোমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলেন, তোমরা এসেছো নারায়ণকে বা লক্ষ্মীকে বরণ করবে কিন্তু নিজের চেহারা তো দেখো! বাবা তো যথার্থ ভাবেই বোঝান, তাই না। একটাই টপিক (বিষয়) তোলা যে ওয়ার্ল্ডের হিন্দী-জিওগ্রাফী এসে বোঝো - কেমনভাবে তা রিপীট হয়। সংবাদপত্রে দাও। হল (hall) নেওয়ার চেষ্টা করো। তোমরা তো তিন পা (ইন্দ্রলোকের আধিপত্য পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য বিষ্ণু বামন অবতার রূপে অসুররাজ বলীর কাছে তিন পা পৃথিবী প্রার্থনা করছিল) জমিও পাও না। জানে না।

তোমরা হলে পরমধামের ফরেনার্স। আত্মারা সবাই পরমধাম থেকে এসেছে, তাই এখানে সবাই বিদেশী, তাই না। কিন্তু তোমাদের এই ভাষা কেউ বুঝতে পারে না। এখানে সাকার-রূপে কখনো বলা হয় না যে পা ছোঁও, এটা করো। যেমন সাধু-মহাত্মাদের পদ চুম্বন করে, ধুয়ে, সেই জল পান করে, একে তস্ব পূজা বলা হয়। ৫ তস্বের শরীর, তাই না! ভারতের কি দুর্দশা হয়েছে। তাই বাবা বলেন যে, সেবার প্রমাণ দাও, সবাইকে সুখ দাও। এখানে তো ব্যস্ কেবল যেন এই উদ্বেগই

থাকে, এই চিন্তাই থাকে। বুদ্ধিযোগ যেন বাবার সাথে থাকে।

গীত -- মাতা, তুমি সকলের ভাগ্যবিধাতা.... মাতা জগৎ অম্বা হলেন ভাগ্যবিধাতা। মাতাই পদ প্রাপ্ত করে। তিনিও বলেন শিববাবাকে স্মরণ করো, আমি তাঁর থেকেই ধারণ করি, অন্যদের ধারণ করাই, সৌভাগ্য নির্মাণ করি। তোমরা হলে ভারতের সৌভাগ্য-বিধাতা। আর তাই কত নেশা থাকা উচিত। যা মাস্তার মহিমা তাই বাবার মহিমা, আর তাই দাদারও মহিমা। বাচ্চারা, তোমাদের যন্ত্রের স্থূল সেবাও করা উচিত আবার রুহানী সেবাও অবশ্যই করা উচিত। 'মন্মনাভব' মন্ত্র সবাইকে দিতে হবে। 'মন্মনাভব' - এ হলো মন্সা, আর 'মধ্যাজী ভব' - এ হলো বাণীর সেবা। এর মধ্যে কর্মণাও এসে যায়। কন্যাদের সার্ভিসে লেগে পড়া উচিত।

গ্রামে সার্ভিস ভালো হয়। বড় শহরে তো অনেক ফ্যাশন। টেম্পটেশন (প্রলোভন) অনেক, কি আর করা যাবে? তাহলে কি বড় শহরকে ছেড়ে দেবে? এমনও নয়। বড় শহর থেকে, ধনীদের (সাহকার) থেকে আওয়াজ ছড়াবে। আর দুনিয়াকে তো এই মন্মনাভব-র জাদুমন্ত্রের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করতে হবে। বাবা বসে বোঝান, এই জগদম্বা কে, তিনি হলেন ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা, আর তার শিবশক্তিসেনাও বিখ্যাত। মুখ্য হলেন জগদম্বা অর্থাৎ মুখ্যত তিনিই হলেন ভারতের এক রাজ্য স্থাপনকারী। ভারত-মাতার শক্তি অবতारे-রই ভারতে এক রাজ্য(গভর্নমেন্ট) স্থাপন করেছে, শ্রীমতের উপরে ভিত্তি করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই রাখতে হবে। 'মন্মনাভব'-র জাদুমন্ত্রের দ্বারা এই দুনিয়াকে স্বর্গ বানাতে হবে।

২) সার্ভিস করতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। স্থূল সেবার সাথে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবাও করতে হবে। মন্মনাভব মন্ত্র সকলকে স্মরণ করাতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার সমান প্রতিটি আত্মার প্রতি কৃপা বা করুণা করা মাস্টার করুণাময় ভব
বাবা যেমন করুণাময়, সেই রকমই বাচ্চারাও সকলের প্রতি কৃপা বা করুণা করবে। কেননা বাবার সমান নিমিত্ত হয়েছে তোমরা। ব্রাহ্মণ আত্মার কারো প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না। যেমন আত্মাই হোক না কেন কংসই হোক, জরাসন্ধই হোক কিংবা রাবণই হোক, যেমনই হোক কিন্তু তবুও করুণাময় বাবার বাচ্চারা ঘৃণা করবে না। কল্যাণের ভাবনা রাখবে, কেননা তারা হলো আমাদেরই পরিবারের, পরবশ, পরবশের উপরে ঘৃণা আসে না।

স্নোগানঃ:- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে শক্তিরূপী কিরণের দ্বারা দুর্বলতা রূপী নোংরা আবর্জনা গুলিকে ভস্ম করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে (জ্ঞানের) ধারণা করে অন্যদেরকেও তা অবশ্যই করাতে হবে, পাশ করার জন্য মা - বাবার মতো হতে

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ শুভ কামনা উৎপন্ন হওয়াটাও ভালো পুরুষার্থের লক্ষণ?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদের মধ্যে যদি এই শুভ কামনা থাকে যে আমরা মা - বাবাকে ফলো করে রাজসিংহাসনে বসবো, তবে এও খুবই সাহসিকতার লক্ষণ। যারা বলে- বাবা, আমরা তো সমস্ত পরীক্ষায় পাশ করবো, সেও শুভই বলছে। তার জন্য অবশ্যই পুরুষার্থও ততখানি তীব্র করতে হবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনন্য (হামারে তীর্থ ন্যারে হয়)

ওম্ শান্তি। এখন এখানে সবাই হল পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মারা তো স্বর্গেই থাকে। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, এখানে হল অজামিল সদৃশ্য পাপ আত্মারা আর ওখানে হল দেবতাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এই দুইয়ের মহিমা হল আলাদা আলাদা। যারা ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে তার নিজের এই জন্মের জীবন কাহিনীতে বাবার কাছে লিখে পাঠায় যে এত পাপ করেছি। বাবার কাছে সবার জীবন কাহিনী আছে। বাচ্চাদের জানা আছে যে এখানে শুনতে আর শোনাতে হবে। তাহলে শোনানোর লোক কত চাই। যতক্ষণ না শোনাতে পারার মত তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পাশ করতে পারবে না। অন্য সব সংসঙ্গ গুলিতে সেই সব শুনে আবার শোনানোর জন্য বাধ্য থাকে না। এখানে ধারণা করে আবার তা করাতে হবে, ফলোয়ার্স তৈরী করতে হবে। এরকম নয় যে একজন পন্ডিত কথা শোনাবে, এখানে প্রত্যেককে মা - বাবার সমান হতে হবে। অন্যদের শোনাতে তবে পাশ করবে আর বাবার হৃদয়াসনে বসতে পারবে। সব কিছু নলেজের (জ্ঞানের) উপরেই বোঝানো হয়। সেখানে তো সবাই বলবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এখানে বলা হয় জ্ঞান সাগর পতিত পাবন গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবানুবাচ। রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা যেতে পারে না, এটা নিয়ম নয়। তবে ভগবান ওনাদের পদ দিয়েছেন, তাই অবশ্যই ভগবান ভগবতীই তৈরী করবেন, সেইজন্য এই নাম প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা এখন বিজয় মালার সূত্রে থাকার পুরুষার্থ করছ। মালা তো তৈরী হচ্ছেই। উপরে হল রুদ্র। রুদ্রাঙ্কের মালা হয় না ! ঈশ্বরের মালা এখানে নির্মিত হচ্ছে। এটা বলা হয় যে আমাদের তীর্থ হল অনন্য। তারা তো তীর্থতে অনেক ধাক্কা খায়। তোমাদের কথাই আলাদা। তোমাদের বুদ্ধির যোগ শিববাবার সঙ্গে। রুদ্রর গলার হার হতে হবে। মালার রহস্যও জানে না। উপরে হলেন শিববাবা - ফুল, তারপর হলেন জগত অম্বা, জগত পিতা আর ওঁনাদের ১০৮ বংশাবলী। বাবা দেখেছেন অনেক বড় মালা তৈরী হয়। আর সবাই সেটাকে জপ করতে থাকে। রাম-রাম বলে। লক্ষ্য কিছুই নেই। রুদ্র মালা ঘোরাতে থাকে, রাম-রাম বলে সুর তোলে। এই সব হল ভক্তি মার্গ। তবে এটা আবার অন্য কোনো ব্যাপারের চেয়ে ঠিক আছে, এই সময় অবধি কোন পাপ হয় না। এটা হল পাপ থেকে বাঁচার একটা যুক্তি। এখানে মালা জপ করবার কোনো ব্যাপার নেই। নিজেকে জপ-মালার দানা হতে হবে। তাহলে আমাদের তীর্থ হল অনন্য। আমরা হলাম অব্যভিচারী পথিক - আমাদের শিববাবার ঘরের। যোগের দ্বারা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম দক্ষ হয়। কৃষ্ণকে কেউ দিন-রাত স্মরণ করলে কিন্তু কখনো বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। রাম-রাম বললে তো ঐ সময়টুকু শুধু পাপ করে না, পরে আবার পাপ করতে থাকে। এরকম নয় যে পাপ স্থলন হয় আর আয়ু বাড়তে থাকে। এখানে বাচ্চারা, তোমাদের যোগ বলের দ্বারা পাপ দক্ষ হয় আর আয়ু বাড়ে। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আয়ু অবিনাশী হয়ে যায়।

মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া- একেই জীবন গড়ে নেওয়া বলা হয়। দেবতাদের কত মহিমা। নিজেকে বলবে আমি হলাম নীচ পাপী - তবে অবশ্যই সবাই ঐরকমই হবে। গানও করে আমি নিগুণ, কোন গুণ নেই আমার, আমায় কৃপা করো...। পরমাত্মার মহিমা তো তারা করে। উনি তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের সমান তৈরী করেন। তোমরা এখন তৈরী হচ্ছে। এর থেকে বড় কোন গুণ হয় না। এক নিগুণ বালকের সংস্হাও আছে। অর্থ বোঝে না - নিগুণ কাকে বলে। তোমরা, বাচ্চারা জানো শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের গুণের মহিমা গাওয়া হয় সর্বগুণ সম্পন্ন ... এখন আবার তোমরা তৈরী হচ্ছে। আর কোন সংসঙ্গ এমন হবে না যেখানে এরকম বলবে। এখানে বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করবে না রাম-সীতাকে ? বাচ্চারা তো অবুঝ নয়। ঝট করে বলে বাবা আমরা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পাশ করব। শুভ কথাই বলে। কিন্তু এরকম নয় যে সবাই এক রকম হবে। তবুও সাহস দেখায়। মাম্মা - বাবা হলেন শিববাবার অতি প্রিয় এবং যোগ্য (মুরব্বি) বাচ্চা। আমরা ওনাদের সম্পূর্ণ ফলো করে গদিতে বসব। এই শুভ কামনা

ভালো। সেই জন্য অনেক পুরুষার্থ করা চাই। *এই সময়ের পুরুষার্থ কল্প-কল্পের হয়ে যাবে, গ্যারান্টি হয়ে যাবে। এখনকার পুরুষার্থ থেকে জানা যাবে যে পূর্ব কল্পেও এই রকম পুরুষার্থ করেছিলাম। কল্প-কল্প এরকম পুরুষার্থ চলবে*। যখন পরীক্ষা হওয়ার সময় হবে তো বুঝতে পারা যাবে - আমরা কতটা পাশ করব। টিচার তো সাথে সাথেই বুঝে যায়। এটা হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার গীতা পাঠশালা। অন্য গীতা পাঠশালা গুলিতে এরকম কখনো বলা হবে না যে আমি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছি, এমন কি টিচারও বলতে পারে না আমি নর থেকে নারায়ণ তৈরী করব। প্রথমত তো টিচারের নেশা চাই যে আমিও নর থেকে নারায়ণ হব। গীতার প্রবচন করার মতন তো অনেকেই আছে। কিন্তু কোথাও এরকম বলবে না যে আমরা শিববাবার দ্বারা পড়াশুনা করছি। ওরা তো মানুষের দ্বারা পড়াশুনা করে। তোমরা তো জানো উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, নলেজফুল, উনিই এসে পতিতকে পবিত্র করেন। গুরুনানকও ওঁনার মহিমা করেছেন- জপ সাহেবকে, তবেই সুখ প্রাপ্ত হবে। এখন তোমরা জানো যে উচ্চতমেরও উচ্চ সাহেব হলেন উনি, বাবা-ই স্বয়ং বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে সত্যিকারের অমরকথা, তিজরির কথা (তিনেত্রী হওয়ার গল্প) শোনাচ্ছি। হে পার্বতীরা, আমি অমরনাথ তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছি। উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর, আবার স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর আবার চন্দ্রবংশী..... নম্বর অনুযায়ী চলে এসো। সময়ও সতো- রজো- তমো হয়। এই কথা কেউ জানে না। বাবা অনেক গুপ্ত কথা শোনাচ্ছেন। আত্মাতে অবিনাশী পাট আছে। এক এক জন্মের পাট নিহিত রয়েছে। এই পাট কখনো বিনাশ হয় না। বাবা বলেন আমার পাট নিহিত রয়েছে, তোমরা সুখধামে থাকো তো আমি শান্তি ধামে থাকি। সুখ আর দুঃখ তোমাদের ভাগ্যে আছে। সুখ আর দুঃখতে কত - কত জন্ম পাওয়া যায়, সেও বোঝানো হয়েছে। আমি তোমাদের নিষ্কামী বাবা। তোমাদের সকলকে স্বর্গের মালিক করে তুলি। আমিও যদি পতিত হই, তবে তোমাদের কে পবিত্র করবে? সকলের ডাক কে শুনবে? পতিত-পাবন কাকে বলবে? *এখানে বাবা বোঝান, যারা গীতা পাঠ করে তারা এইরকম ভাবে বুঝতে পারবে না, ওরা তো ত্রিলোকির অর্থ অন্য রকম ভাবে করে। মানুষ বলে বেদ-শাস্ত্র থেকে ভগবানের সাথে সংযোগের রাস্তা পাওয়া যায়। বাবা বলেন এই সব শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের জন্য। জ্ঞান মার্গের যারা তাদের জন্য কোন শাস্ত্রই নেই। জ্ঞান শোনানো জন্য রয়েছে আমি, জ্ঞান সাগর। বাকী সব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমিই এসে এই জ্ঞানের দ্বারা সবাইকে সন্নতি প্রদান করি। ওরা তো ভাবে বুদ্ধ বুদ্ধ, জল থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু মিলিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাপারই নেই। আত্মা হল ইম-মর্টাল, সে কখনো জ্বলে না, কাটে না বা কমে যাবে না। বাবা এই সমস্ত কথা বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদের পা থেকে মাথার টিকি পর্যন্ত খুশী থাকা উচিত - আমরা যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এই খুশীও হল নম্বর - অনুযায়ী। একরস হতে পারে না। যদিও পরীক্ষা একটাই, কিন্তু পাশও তো করতে পারবে, তাই না ! রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, উনি তার প্ল্যান বলে দেবেন। সূর্যবংশীতে এত আসন, চন্দ্রবংশীতে এত আসন, যে পাশ করতে পারে না সে হল দাস-দাসী। দাস-দাসী থেকে আবার নম্বর অনুযায়ী রাজা- রানী হবে। অশিক্ষিতরা শেষে পদ পাবে। বাবা তো অনেকই বোঝান, কিছুই যদি না বুঝতে পারো তো জিজ্ঞাসা করতে পারো। বিবেক বলে সে কোথায় জন্ম নেবে ? সেখানেও কী কম সুখ ! অনেক সম্মান থাকে। বড় প্রাসাদের ভিতরে থাকে। বড় বড় বাগান সেখানে। ওখানে তো তিনতলার প্রাসাদ তৈরী করতে হবে না। অনেক জমি পড়ে আছে। পয়সাও কম নয়, তৈরী করার অনেক শখও থাকে। যেমন এখানে মানুষের শখ হয় না ! নিউ দিল্লী তো তৈরী হল এরকম করেই, এখানে হল নতুন ভারত। বাস্তবে তো নতুন ভারত স্বর্গকে, পুরোনো ভারত নরককে বলা হয়। ওখানে যার যত চাই... এসবই হবে ড্রামা অনুযায়ী। প্রাসাদ ইত্যাদি যে আগের কল্পে তৈরী করেছিল, সে-ই তৈরী করবে। এই জ্ঞান দ্বিতীয় কেউ বুঝবে না, তবে যার ভাগ্যে আছে, তার বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সম্পূর্ণ যোগে থাকতে হবে। ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগেই থেকেছে, স্বর্গের মালিক তো হয়নি। এখন স্বর্গ তো তোমাদের সামনে। তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের বায়োগ্রাফিও জানো। ব্রহ্মা কত জন্ম নেন, এটা তোমাদের জানা আছে।

বাবা বলেন এই মায়েরা স্বর্গের দ্বার খুলবে, বাদবাকী সবাই নরকে পড়ে আছে। মায়েরাই সবাইকে উদ্ধার করবে। আমরা পরমাত্মার মহিমা করি। তোমরা বুঝতে পেরে বলো শিববাবা আপনাকে প্রণাম। আপনি এসে আমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেন, স্বর্গের মালিক করেন, এমন শিববাবা আপনাকে নমস্কার। বাবাকে তো বাচ্চারা নমস্কার করে। আবার বাবাও বলেন বাচ্চারা নমস্কার। তোমরাও আমাকে পাই পয়সার উত্তরাধিকারী করো, কড়ির উত্তরাধিকারী করো, আমি তোমাদের হীরের উত্তরাধিকারী তৈরী করি। শিব-বালককে উত্তরাধিকারী করো তাই না! আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর আর সুপ্রভাত, নমস্কার, সেলাম

মালেকম্। বন্দে মাতরম্।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শিববার আলয়ের(ঘর) অব্যভিচারী পথিক হয়ে যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে দক্ষ করতে হবে। জ্ঞানের মন্ডন করে অপার খুশীতে থাকতে হবে।

২) বাবা সম সিংহাসনে আসীন হওয়ার শুভ কামনা রেখে বাবাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

বরদানঃ:- শীতলা দেবী হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল শান্ত বানানো স্বরাজ্য অধিকারী ভব যারা স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চা, কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই তাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে না। ধোঁকা দেওয়ার চঞ্চলতার যখন অবসান হয়ে যাবে তখন স্বয়ং শীতলা দেবী হয়ে যায় আর সব কর্মেন্দ্রিয়ও শীতল হয়ে যায়। শীতলা দেবীর মধ্যে কখনো ক্রোধ আসে না। কেউ কেউ বলে ক্রোধ নেই তবে একটু আধটু তেজ দেখাতে হয়। কিন্তু তেজও হলো ক্রোধেরই অংশ। তো যেখানে অংশ রয়েছে, সেখানে বংশের উৎপত্তি হয়ে যায়। তো শীতল দেবী আর শীতল দেবী হওয়ার কারণে স্বপ্নেও ক্রোধ বা তেজ এর সংস্কার যেন ইমার্জ না হয়।

স্লোগানঃ:- আন্তারিকারী বাচ্চার স্বভাবতঃই আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকে, তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করার দরকার হয় না।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য:-

"নয়নহীন অর্থাৎ জ্ঞান নেত্রহীনকে পথ দেখানো পরমাত্মা"

নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু.... এখন এই যে মানুষ গান গায় নয়নহীনকে পথ দেখাও, তো এতেই মনে হয় পথ দেখান এক পরমাত্মাই। তাই তো পরমাত্মাকে ডাকে আর যে সময় বলে প্রভু পথ দেখাও, তো অবশ্যই মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং পরমাত্মাকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে, তবে তো স্থূল রূপে পথের দিশা বলবেন, না এলে তো পথ বলতে পারবেন না। এখন যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে আছে, সেই বিভ্রান্ত মানুষদের পথের দিশা চাই। সেইজন্য পরমাত্মাকে বলে নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু ...একেই আবার মাঝি বলা হয়, যে এই পার অথবা এই ৫ ত্বের তৈরী যে সৃষ্টি তার থেকে পার করে ঐ পার অর্থাৎ ৫ ত্বেরও ওপারে যে ষষ্ঠ ত্ব, অথও জ্যোতি মহাত্ব আছে সেখানে নিয়ে যাবে। তাই পরমাত্মাও যখন ঐ পার থেকে এই পারে আসবেন তবেই তো নিয়ে যাবেন। পরমাত্মাকেও তো নিজের ধাম থেকে আসতে হয়। তাই তো পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। তিনিই আমাদের বোটকে (আত্মা রূপী নৌকাকে) পারে নিয়ে যান। এখন যারা পরমাত্মার সাথে যোগ রাখে তাদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন। বাকী যারা থেকে যাবে তারা ধর্মরাজের থেকে শাস্তি পেয়ে পরে মুক্ত হবে। আচ্ছা- ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবার সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে বাবা তোমাদেরকে নিজের সাথে ঘরে নিয়ে যাবেন, সব পাপ থেকে মুক্ত করে দেবেন, স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবেন"

*প্রশ্ন:- নিজেকে খুশী রাখার জন্য কোন্ মুখ্য ধারণাটির প্রয়োজন?

*উত্তর:- খুশীতে তখনই থাকতে পারবে যখন নিজের সঙ্গে আত্মিক কথোপকথন (রুহরিহান) করতে জানবে। কোনো জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। উদরপূর্তির জন্য দুটো রুটি হলেই হলো, ব্যস্ - এমন অনাসক্ত বৃত্তির ধারণা হলে খুশী থাকবে। জ্ঞানের মনন করে নিজেকে খুশীতে রাখো। তোমরা হলে কর্মযোগী, কর্ম করতে, সংসারের যাবতীয় কাজ করতে, খাবার খাওয়ার সময়েও বাবাকে স্মরণ করো। স্বদর্শন চক্র বুদ্ধিতে যেন ঘুরতে থাকে, তাহলে অনেক খুশীর থাকবে।

*গীত:- না সে আমার কাছ থেকে দূরে যাবে, না মন থেকে প্রেমের এই অনুভব চলে যাবে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনেছে। এ হলো বাচ্চাদের বা আত্মাদের নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আত্মিক প্রেম। এই অলৌকিক (রুহানী) ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের হয়। তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় কর। কিন্তু যখন বলা হয় আত্মা-ই পরমাত্মা, তখন আত্মা কার প্রতি প্রেম রাখবে। ভালোবাসা হয় বাচ্চাদের, বাবার সঙ্গে। বাবার সঙ্গে বাবার ভালোবাসা হতে পারেনা। এখন তোমরা বুঝতে পারো আমরা আত্মারা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে প্রেম যুক্ত হচ্ছি। এই প্রেম-ই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। তোমরা যখন রুহানী ভালোবাসা রাখো বাবার সঙ্গে তখন কষ্টও সহ্য করতে হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়া, ঘরের পরিবার পরিজন সবাই শত্রু হয়ে যায়।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে পতিত-পাবনী গঙ্গা নয়। মানুষ পবিত্র হওয়ার আশায় গঙ্গা বা যমুনার তটে হরিদ্বার বা কাশীতে গিয়ে বাস করে। এই দুটি হল প্রধান স্থান। বলা হয় - হে পতিত পাবনী গঙ্গা। এবারে ঐ গঙ্গা তো কানে শোনে না। শুনতে পান তিনি। তিনি তো হলেন একমাত্র পতিত পাবন বাবা। এখন তোমরা সেই বাবার সামনে বসে আছ। বাবা বলছেন তোমরা পবিত্র হবে কিভাবে? গঙ্গা নদী কী বলে - মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে ! বাবা বলেন - আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তোমরা আমাকে, অর্থাৎ তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি গ্যারান্টি দেন, গঙ্গা তো গ্যারান্টি দিতে পারে না। যেমন মানুষ রাবণকে প্রতি বছর দহন করে, কিন্তু রাবণের মৃত্যু হয় না। তেমনই জন্ম-জন্মান্তর গঙ্গা স্নান করেও পতিত থেকে পবিত্র কেউ হয় না। বার-বার স্নান করতে যায়। একবার স্নান করে পবিত্র হয়ে গেলে আবার স্নান করার জন্যে কেন যায় ? কত মেলা আয়োজিত হয়। তাকে আত্মা-পরমাত্মার সঙ্গম বলা হবে না। ভক্তি মার্গে ভিড় হয় মেলায়। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করো। তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম সজনী। আত্মা-ই ভগবানকে স্মরণ করে শরীর দ্বারা। বাবা বলেন আমিও এই শরীর দ্বারা তোমাদেরকে পড়াই, তাই সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। "বাবা" - বললে স্বর্গ নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে এবং মুক্তিধামও স্মরণে আসবে। মুক্তিকে নির্বাণধামও বলা হয়।

এ হল সাকারী দুনিয়া। যতক্ষণ আত্মারা এখানে না আসছে ততক্ষণ সাকারী দুনিয়া বৃদ্ধি হবে কিভাবে ? আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে। মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি হতেই থাকে। অনেকে ভাবে ন্যাচারাল বৃদ্ধি হয়। তোমরা জানো আত্মারা এখানে আসে, বৃদ্ধি হতেই থাকে। বাচ্চারা জেনেছে যে সুইট হোম হল শান্তিধাম। অনেকে শান্তি পছন্দ করে। তোমরা জানো শান্তিধাম তো হল আমাদের সুইট গড ফাদারলি হোম। ভারতবাসী বিদেশ থেকে ফিরে এসে বলে আমরা নিজের সুইট হোম ভারতে ফিরে আসি। যেখানে জন্ম হয় সেই দেশ প্রিয় লাগে। বলে আমাদের সুইট হোমে (ভারতে) নিয়ে চলো। আচ্ছা, যদি মৃত্যু হয়, আত্মা তো চলে যায়। তারপরে শরীর এখানে নিয়ে এসে শেষ কার্য করা হয়। তারা ভাবে ভারতের মাটি ভারতেই যেন মিশে যায়। নেহরু মারা গেলেন তো ওনার অবশেষ দেখো কোথায় নিয়ে গেছে ! জমিতে ছড়ানো হয়েছে। তারা ভেবেছে ভালো ফসল হবে। কিন্তু প্রতিটি জিনিসকে তারা যতই মান দিক, পুরানো তো হবে নিশ্চয়ই। কতই কষ্ট সহ্য করছে ! পিতার পরিচয় জানা নেই। তোমরা বাবার পরিচয় জেনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। তাই তোমাদের মিত্র আত্মীয় স্বজনদেরও স্বর্গবাসী করতে ইচ্ছে হয়। যদি তোমরা কাউকে বলা স্বর্গবাসী হও তাহলে তারা বলবে তোমরা কি আমাদের মারতে চাও ! তোমরা বাচ্চারা জানো - শ্রীমৎ অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠ স্বর্গবাসী হচ্ছি। দেহী-অভিমানী হতে খুব

পরিশ্রম লাগে। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমাণে এসে বাবাকে ভুলে যাও। এখন তোমরা সামনে বসে আছো। জানো আমরা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার কাছে এসেছি। বাবা বলেন - এর আগে কখনও দেখা হয়েছিল? তখন সাথে সাথে বলে - হ্যাঁ বাবা, পাঁচ হাজার বছর আগে। এ হল তোমাদের গুপ্ত কথা। অন্য কেউ কপি করতে পারে না। যদিও কেউ কেউ কৃষ্ণের বেশ ধারণ করে বলে আমরা এসেছি স্বর্গ স্থাপন করতে, কিন্তু ৫ হাজার বছর আগেও স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিল - সে কথা তারা বলতে পারে না। তোমরাই বলো - বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা আপনার কাছে উত্তরাধিকার নিতে এসেছিলাম। আপনি রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই কথা আত্মা বলে শরীর দ্বারা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এতে সর্বব্যাপীর কোনো কথাই নেই। এই কথাও বোঝে না যে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সাকারে হওয়া উচিত, যাঁর দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেন।

পতিত পাবন বাবা আসেন এবং এসে দেবী-দেবতা স্বরূপ পবিত্র করেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সুতরাং স্বর্গে অবশ্যই মানুষের প্রয়োজন। বাবা এসে তোমাদের স্বর্গের দ্বার বলে দেন। তোমরা নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করার চেষ্টা করছো। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যদি সরাসরি বলো যে - তুমি পতিত নরকবাসী, তাহলে তার মেজাজ গরম হয়ে যাবে। এখন তোমরা জানো আমরা নরক থেকে বের হয়ে স্বর্গের দিকে যাচ্ছি। এখন আমরা হলাম সঙ্গমবাসী। আমরা আত্মারা এখন যাচ্ছি - এই শরীর ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে, বাবার ঘরে (পরমধাম)। এ হল তোমাদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক যাত্রা। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তোমরা ভাবো এই শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যাত্রা থাকবে। কর্মও করতে হবে। খাও দাও, রান্না কর। যত সময় পাবে বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে হবে। অফিসে বসে থাকো, অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ করো। তাতে অনেক উপার্জন। যখন ট্রেনে বসে যাত্রা করো, সেই সময় কোনো কাজ থাকে না। বসে বসে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখন আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই। বাবা পরমধাম থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। আচ্ছা, সন্ধ্যা বেলায় ঘরে খাবার তৈরি করার সময় একে অপরকে স্মরণ করাও - এসো, আমরা নিজের বাবাকে স্মরণ করি। একে অপরকে পয়েন্ট শোনাও। আমরা হলাম স্ব দর্শন চক্রধারী। বাবা বলেন - তোমরা হলে লাইট হাউস, পথ বলে দাও। উঠতে, বসতে, চলতে তোমরা হলে লাইট হাউস। একটি চোখে মুক্তি, আরেকটিতে জীবনমুক্তি। স্বর্গ এখানে ছিল। এখন নেই। এখন তো হল নরক। বাবা আবার স্বর্গ স্থাপন করছেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করি। তারপরে তোমরা গিয়ে মহারানী, পাটরানী হবে। খন্দের রানী হবে না। তোমাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে, ১৪ কলা নয়। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ১৬ কলা। তোমরা কন্যারা কত ব্রত নিয়ম ইত্যাদি করেছো ! ৭ দিন নির্জলা থেকেছো, কত পরিশ্রম করেছো ! কিন্তু কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারোনি। এখন তোমরা কৃষ্ণপুরী স্বর্গে যাওয়ার জন্যে প্রাক্তিক্যালে পুরুষার্থ করছ। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে, স্বর্গের ঠিকানা কারো জানা হয় না। বাস্তবে ৭ দিনের অর্থ কি, সে কথা তোমরা এখন জানো। বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ করবে না। বাকি নির্জলা ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। বাবা তারপরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। ব্রত ইত্যাদি করে তোমরা অনেক দিন অনাহারে থেকেছ ! জন্ম জন্মান্তর ধরে অনেক পরিশ্রম করেছ ! প্রাপ্তি কিছুই হয়নি। এখন তোমাদের সেসব থেকে মুক্ত করে সদগতির মার্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তোমরা বলে থাকো যে - বাবা, কল্প পূর্বেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য। বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে পরামর্শ নাও। সব হিসেব নিকেশ জিজ্ঞাসা কর। বাবা পরামর্শ দিতেই থাকবেন। যদিও তোমরা নিজের ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো। তবুও বাবা পরামর্শ দিতে থাকবেন। দেখবেন - ব্যবসায় খুব ব্যস্ত হয়েছো, তখন পরামর্শ দেবেন। এত কেন চিন্তা করছো? যতদিন বাঁচবে উদরপূর্তির জন্য দুটো রুটির তো প্রয়োজন। গরিব ও ধনী দুয়ের-ই চলে যায়। ধনী ব্যক্তির ভালো ভালো খাবার খায় আর রুগী হয়। ভীলদের দেখো, কতো শক্তিশালী হয় তারা। তারা কি আর খায় ! কতো কাজ করে ! নিজের কুঁড়ে ঘরে খুশীতে থাকে। সুতরাং এই সময় তোমাদের অন্য সব আশা ত্যাগ করা উচিত। দুটো রুটি খেয়ে পেট ভরে গেলেই ব্যস, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে আত্মিক সন্তান, তোমরা হলে পরমপিতা পরমাত্মার প্রেমিকা। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং যাঁকে স্মরণ করবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে। অনেকে সাক্ষাৎকার করতে চায়। বাবা বলেন ঘরে থেকেও তোমাদের সাক্ষাৎকার হতে পারে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হবে, কৃষ্ণপুরী দেখতে পাবে। এখানে তো বাবা তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক করছেন। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকারের কথা তো নেই। আমাদের স্মরণ করো কারণ আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনিই কৃষ্ণপুরীর মালিক করবেন। এইসব কৃষ্ণ করবে না। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এখন তিনি পরমধাম থেকে এসেছেন। আগের কল্পেও নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তবেই তো মন্দির ইত্যাদি স্মারক রূপে তৈরি হয়ে আছে তাই না ! শিবের মন্দির আছে। শিব জয়ন্তীও পালন হয় তাই না ! কিন্তু ভারতে কিভাবে আসেন - এই কথা কারো জানা নেই। কৃষ্ণের দেহে তো আসেন না। কৃষ্ণ থাকেন সত্যযুগে। শিবের বিশাল মন্দির আছে। কৃষ্ণের মন্দির এত

বড় নয়। সোমনাথের মন্দির কত বড় ! কৃষ্ণের মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণকে বহু অলঙ্কারে সজ্জিত দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে অলঙ্কার ইত্যাদি দেখতে পাবে না। এবারে শিববাবা তো ঐ বিশাল মহলে থাকেন না। থাকেন শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বলেন আমি মহলে থাকি-ই না। কিন্তু ভক্তিমার্গে বিশাল সুসজ্জিত হীরে-জহরতের মন্দির তৈরি করেছে ! যারা শিববাবার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে তারা-ই এত উঁচু শিবের মন্দির তৈরি করেছে। স্মারক চিহ্ন রূপে বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়েছে ! তাহলে তারা নিজেরা কতই না ধনী হবে ! খুব সুন্দর সুন্দর মন্দির বানিয়েছে। বস্তুতে বাবুলনাথে শিবের মন্দির আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির মাধব-বাগানে আছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করি। তাই ভক্তি মার্গে তোমরা বিশাল মন্দির তৈরি করে থাকো আর এখন দেখো কেমন কুঁড়ে ঘরে বসে আছি ! তোমাদেরও নাম সুখ্যাত হবে। তোমরা জানো আমাদের মন্দির তৈরি হবে। আমাদের পিতা শিবেরও অনেক মন্দির আছে, এই হলো কামাল। যে ব্যক্তি সোমনাথের মন্দির তৈরি করেছে সে কতই না ধনী ছিল ! এখন তো গুপ্ত রূপে আছি ! কেউ জানে না। তোমরা জেনেছ পরে কিভাবে শিববাবার মন্দির তৈরি করতে হবে। ভক্তি মার্গে আসব। মাম্মা-বাবা যাঁরা প্রথম নম্বরে পূজ্য স্বরূপ হন, বৈকুণ্ঠের মালিক হন, তারপরে সর্বপ্রথমে পূজারী হয়ে তাঁদেরকেই মন্দিরও তৈরি করতে হবে। সুতরাং মনে মনে এটাই বলবে কিনা - আমরাই পূজারী হয়ে মন্দির তৈরি করব। এমন কথায় বিচরণ করতে থাকলে এই পুরানো দুনিয়া ভুলে যাবে। নিজেদের মধ্যে এমন কথা বলা উচিত তাহলে তোমাদের খুশী অনুভব হতে থাকবে। নিজের সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ (রুহ-রিহান করো)।

সুপ্রীম রুহ বসে আত্মাদের (রুহদের) মন ভালো করেন। এই জ্ঞানের দ্বারা খুশী করেন। তোমরা বলে থাকো যে আমরা পুনরায় এক কল্প পর এসেছি। অনেকবার বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। নিজেদের মধ্যে এমন এমন কথা বলা উচিত। তারপর তোমরা হলে কর্ম যোগী। ঘরে থেকে রন্ধন ইত্যাদি করো তাহলে খুশীতে থাকবে। তোমরা ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানো। এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি তারপরে দেবতা হয়ে রাজত্ব করব। পূজারী থেকে পূজ্য হব। তারপরে প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরি করব। নিজেদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাও। আমাদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কিভাবে পরিক্রমা করে - একেই স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। তোমরা তিন লোকের কথা জানো। জ্ঞানের নেত্র তোমাদের খুলেছে। এই চক্রকে স্মরণ করে তোমাদের খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। বাবাও খুশীতে থাকেন। এখন তোমরা সেবায় উপস্থিত আছো। তোমরা সেবাধারী, তোমাদের মন্দির পরে ভক্তি মার্গে তৈরি হবে। এখন বাচ্চারা, আমি তোমাদের সার্ভিস করতে এসেছি। তোমাদের স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি। যে যত পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে স্বর্গের মালিক হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চলতে ফিরতে লাইট হাউস হয়ে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। সকল আশাকে ত্যাগ করে একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবার কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

২) জ্ঞানের কথাতেই বিচরণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সদা খুশীতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- যোগের রৌদ্রে অশ্রুর ট্যাঙ্কে শুকিয়ে ক্রন্দন প্রফু হওয়া সুখ স্বরূপ ভব
কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে অমুক ব্যক্তি দুঃখ দেয় এইজন্য চোখে জল এসে যায়। সে যদি দুঃখ দিয়েও থাকে, তোমরা তা গ্রহণ করছো কেন? তার কাজ হলো দেওয়া, তোমরা নেবেই না। পরমাত্মার বাচ্চা কখনো ক্রন্দন করে না। ক্রন্দন করা বন্ধ। না চোখের জল আর না মনে মনে ক্রন্দন করা। যেখানে খুশী থাকবে সেখানে চোখে জল আসবে না। খুশী বা ভালোবাসার কারণে চোকে জল এলে তাকে ক্রন্দন করা বলে না। তো যোগের প্রকাশে অশ্রু ট্যাঙ্কে শুকিয়ে দাও, বিদ্রুপলিকে খেলা মনে করো তাহলে সুখ স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- সাক্ষী হয়ে পাট প্লে করার অভ্যাস হয়ে গেলে টেনশন থেকে উর্ধ্ব স্বতঃতই অ্যাটেনশনে থাকবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সাথীকে সাথে রেখে সাফলী আর খুশির তথ্যতাসীন হও"

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা বিশ্বের চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সব বাচ্চার স্নেহ আর সহযোগের রেখা বাচ্চাদের মুখে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাপদাদা প্রত্যেকের হৃদয় থেকে "আমার বাবা" - এই গীত শুনছেন। বাপদাদাও রেসপন্স করেন "ও আমার অতি প্রিয়, অতি স্নেহী অনুরাগী বাচ্চারা!" প্রত্যেক বাচ্চা প্রিয় তো বটেই, স্নেহেরও, কেন? কোটি কোটির মধ্যে কিছুসংখ্যক আর কিছুর মধ্যেও কেউ কেউ হলে তোমরা। তাহলে তোমরা স্নেহের হলে তো না! তাইতো বাপদাদাও সুবোধ বাচ্চাদের দেখে খুশি হন। সদা খুশিতে ডান্স করা বাচ্চাদের দেখেন এবং সদা দেখতে চান। খুশিতে তো থাকে কিন্তু বাবা চান সদা। সদা খুশি থাকো, নাকি খুশিতে তারতম্য হয়? কখনো খুব খুশি, কখনো অল্প কম আর কখনো খুব কম!

বাবা আগেও বলেছেন যে বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রতি তোমাদের এই সেবা প্রয়োজন - তোমরা সব বাচ্চার চেহারার দ্বারা, নয়নের দ্বারা, দুটো শব্দের মাধ্যমে সব আত্মার দুঃখ দূর করে তাদের খুশি দিয়ে দেওয়া। তোমাদের দেখা মাত্রই যেন তারা খুশি হয়ে যায়। সেইজন্য মনোহরণ মুখ এবং মনোহর মূর্তরূপ যেন সদা থাকে। কারণ মনের খুশি মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে থাকে। যতই কেউ উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো, হয়রান, দুঃখের তরঙ্গে আসুক, হতে পারে খুশিতে থাকা অসম্ভবও মনে করবে কিন্তু তোমাদের সামনে আসতেই তোমাদের মূর্তরূপ, তোমাদের বৃত্তি, তোমাদের দৃষ্টি সেই আত্মাকে পরিবর্তন করে নেবে। আজ মনের খুশির জন্য কত খরচ করে, মনোরঞ্জননের জন্য কত নতুন নতুন সাধন (উপকরণ) তৈরি করে। সেগুলো সব অল্পকালের সাধন আর তোমাদের হলো সদাকালের প্রকৃত সাধনা। অতএব, সাধনা ওই আত্মাদের যেন পরিবর্তন করে নেয়। তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা তোমাদের সামনে হয় হয় (অনুতাপ) নিয়ে আসতে পারে কিন্তু তারা চলে যাওয়ার সময় বাঃ! বাঃ! (চমৎকৃত ভাবের গীত) নিয়ে যাক। বাঃ চমৎকার - পরমাত্ম আত্মাদের। তো এই সেবা করো। সময় সময়তে অল্পকালের সাধনসমূহে তারা যত হয়রান হতে থাকবে, সেই সময়ে তোমাদের খুশি তাদের জন্য অবলম্বন হয়ে উঠবে, কেননা, তোমরা হওই সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান নাকি নয়? অপূর্ণ তো নও! হওই সৌভাগ্যবান। তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান সারা কল্পে আর কোনও আত্মা নেই। এত নেশা তোমাদের মুখে আর আচার- আচরণের দ্বারা অনুভব করাও। করাতে পারো, নাকি করিয়েও থাকো?

ব্রাহ্মণ জীবনে যদি খুশি না থাকে তবে ব্রাহ্মণ হয়ে কী করেছে? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ খুশির জীবন। কখনো কখনো বাপদাদা দেখেন, কারও কারও মুখ একটুখানি.... কেমন যেন হয় না? খুব ভালো ভাবে জানে, তখন হাসে। তাইতো বাপদাদার এইরকম মুখ দেখে করুণাও হয় এবং একটু আশ্চর্যও লাগে। আমার বাচ্চা আর উদাস! হতে পারে কি? নয় তো না! উদাস অর্থাৎ মায়ার দাস। কিন্তু তোমরা তো মাস্টার মায়াপতি। তোমাদের সামনে মায়ী কী? পিঁপড়েও নয়, মরা পিঁপড়ে। দূর থেকে মনে হয় জীবিত কিন্তু হয় মরা। শুধু দূর থেকে পরখ করার শক্তি প্রয়োজন। যেরকম বাবার নলেজ বিস্তারিত ভাবে জেনে থাকো তোমরা, সেরকমই মায়ারও বহুরূপী রূপের পরিচয়, নলেজ ভালো ভাবে ধারণ করে নাও। সে শুধু ভয় দেখায়, ছোট বাচ্চারা যেমন হয়, তো তাদের মা-বাবা ভয়হীন বানানোর জন্য ভয় দেখায়। কিছু করবে না, জেনে বুঝে ভয় পাওয়ানোর জন্য করে। সেরকমই মায়ীও যখন তার নিজের বানানোর জন্য বহুরূপ ধারণ করে তো তোমরাও বহুরূপী হয়ে তাকে চিনে নাও। যখন চিনতে পারো না, তখন কী খেলা করো? যুদ্ধ শুরু করে দাও - হায়! মায়ী এসে গেছে! আর যুদ্ধ করার ফলে বুদ্ধি, মন ক্লান্ত হয়ে যায়। তারপর ক্লান্তিতে কী বলো? মায়ী বড়ই প্রবল, মায়ী বড়ই প্রচন্ড। সে কিছুই না। তোমাদের দুর্বলতাই মায়ার বিভিন্ন রূপ হয়ে যায়।

তো বাপদাদা সদা প্রত্যেক বাচ্চাকে সৌভাগ্যবান হওয়ার নেশায়, প্রসন্ন মুখে এবং খুশির আহারে স্বাস্থ্যবান আর সদা খুশির ভান্ডারে সম্পন্ন হতে দেখতে চান। জীবনে কী চাই? আহার আর ভান্ডার। আর কী চাই? তাহলে, তোমাদের কাছে খুশির ভান্ডার রয়েছে, নাকি স্টক কখনো শেষ হয়ে যায়? খুশির ভান্ডার অফুরান। অফুরান তো না? আর যত খরচ করবে ততোই বাড়তে থাকে। যদি আর কোনও পুরুষার্থ না করো শুধু একটা লক্ষ্য রাখো - যা কিছুই হয়ে যাক, হতে পারে তা' নিজের মনের স্থিতির দ্বারা, নতুবা কোনো অন্য আত্মাদের দ্বারা, অথবা প্রকৃতির দ্বারা, কিংবা বায়ুমন্ডলের দ্বারা যা কিছুই হোক না কেন, আমি খুশি ছাড়বো না। এটা তো সহজ পুরুষার্থ, তাই না! নাকি খুশি পিছলে যায়? সহজ নাকি

কখনো কখনো কঠিন হয়? দুট সঙ্কল্প রাখো, অন্য সব বিষয় ভুলে যাও। শুধু একটা বিষয় পরিপক্ব করো - আমাকে খুশি থাকতে হবে। তাহলে পরিস্থিতি কীরকম লাগবে? খেলা। আর নিজের খেলা দেখার সাক্ষী- ভাবের সীটে সদা স্থিত থাকো। হতে পারে তা' কেউ তোমাদের অপমান করবে, তোমাদের নাকাল করে নিচে নামাবে, কিন্তু তোমরা সাক্ষীভাবের সীট থেকে নিচে এসো না। যখন নিচে নেমে আস তখন খুশি কম হয়ে যায়।

বাপদাদা আগেও দুটো শব্দ বলেছিলেন - সাথী আর সাক্ষী। যখন বাপদাদা সাথে থাকেন তখন সাক্ষীভাবের সীট সদা মজবুত থাকে। বলো তো সবাই, বাপদাদা সাথে আছেন, বাপদাদা সাথে আছেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবও পড়তে থাকে আর তোমরা বলতেও থাকো বাপদাদা সাথে আছেন, বাপদাদা সাথে আছেন। সাথে আছেন, কিন্তু সেই সময়ে ইউজ করো না, একধারে করে দাও। যেমন, হয় না যে কেউ তোমার সাথে আছে, এমন অনেক কাজ এসে গেল, কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তখন কখনো সেই সাথীর খেয়াল থাকে না, পরিস্থিতির মধ্যে ডুবে যাও। ঠিক সেরকমই সাথ তো আছে সেটা মেনেও থাকো, অনুভবও করো। কেউ আছে যে বলবে সাথ নেই? কেউ বলে না। সবাই বলে, আমার সাথী আমার সাথে আছেন। মন থেকে বলো নাকি শুধুই মুখে? মন থেকে বলো?

বাপদাদা তো খেলা দেখেন, বাবা সাথে বসে আছেন আর নিজের পরিস্থিতিতে তার মোকাবিলা করতে এতই মগ্ন হয়ে যাও যে দেখ না সাথে কে আছেন! সুতরাং বাবাই বা কি করতেন? বাবাও সাথী থেকে সাক্ষী হয়ে খেলা দেখেন। এরকম তো করো না। যখন বলছো তখন সাথের দায়িত্ব পালন তো করো, কেন একধারে সরিয়ে দাও? বাবার ভালো লাগে না। বাবা এই শুভ আশা রাখেন, আর তোমরা তো তা' হয়েই থাকো - এক-এক বাচ্চা স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব অধিকারী। তোমরা প্রজা কি! প্রজা হতে চাও না তো না? রাজা, মহারাজা, বিশ্বরাজা তোমরা, তাই না! তোমরা প্রজা বানাও, প্রজা হও না। তো রাজা কোথায় বসে? সিংহাসনে বসে তো না! যখন প্র্যাকটিক্যালি রাজার নেশায় থাকো তখন সিংহাসনে বসো, বসো না! তাহলে, সাক্ষীভাবের সিংহাসন ছেড়ে না। আলাদা আলাদা ভাবে যে পুরুষার্থ করো তা'তে থকে যাও তোমরা। আজ মন্সার করছ, কাল বাচার করবে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের করবে তো ক্লান্ত হয়ে যাও। একটাই পুরুষার্থ করো, সাক্ষী আর আনন্দময় সিংহাসনে আসীন থাকতে হবে। এই সিংহাসন কখনো ছেড়ে না। কোনো রাজা এভাবে সিরিয়াস হয়ে সিংহাসনে যদি বসে, বসবে সিংহাসনে কিন্তু খুব ক্রোধী হবে, অফিসিয়াল হবে তবে কি ভালো লাগবে? বলবে এ' তো রাজা নয়! তো তোমরা সবাই সিংহাসনাসীন তো না! ওই রাজা তো কখনো সিংহাসনে বসে কখনো বসে না, কিন্তু সাক্ষীভাবের সিংহাসন এমন যাতে সর্বকার্য করার সময়ও সিংহাসনাসীন, নামতে হয় না। ঘুমিয়ে থাকাকালীনও সিংহাসনাসীন, উঠতে-বসতে, অন্যদের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসেও সিংহাসনাসীন। সিংহাসনে বসতে জানো নাকি বসতে জানো না, পিছলে যাও? সাক্ষীভাবের সিংহাসনাসীন আত্মা কখনো কোনও সমস্যায় নাজেহাল হয় না। সমস্যা সিংহাসনের নিচে থেকে যাবে আর তোমরা উপরে, সিংহাসনাসীন হবে। তোমাদের জন্য সমস্যা কখনো মাথা তুলতে পারবে না, নিচে দমিত থাকবে। তোমাদের হয়রান করবে না, তাছাড়া, তোমরা যদি কোনকিছু দাবিয়েও রাখো তো ভিতরে ভিতরেই সেটা নিজেই শেষ হয়ে যাবে তো না! তাইতো বাপদাদার এমন সময়ে আশ্চর্য লাগে, তোমাদের আচঞ্চিত করা উচিত নয়। যদিও বা নিজেদের প্রতি আশ্চর্য হও, অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ো না। তো আশ্চর্য লাগে, আমার এই বাচ্চারা এটা কি করছে! তারা সিংহাসন থেকে নামছে! যখন সিংহাসনাসীন থাকার সংস্কার এখন থেকেই তৈরি করবে তখন বিশ্বের সিংহাসনে বসবে। এখানে যদি সদাকাল সিংহাসনাসীন হতে অপারগ হও তবে ওখানেও সদা অর্থাৎ যতটা সময়কাল থাকে, ততটা পূর্ণ সময় বসতে পারবে না। সব সংস্কার এখন ভরে নিতে হবে। তারপর সেই পরিপূর্ণ সংস্কার সত্যযুগে কার্য করবে। রয়্যালটির সংস্কার এখন থেকে পূর্ণ করতে হবে। এমন ভেবো না যে এখনো কিছু সময় অবশিষ্ট রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তো বিনাশ হওয়ার নেই, এটা ভেবো না। বিনাশ হবে অকস্মাৎ। জিজ্ঞাসা করে আসবে না যে হ্যাঁ এবারে প্রস্তুত হও! সব অকস্মাৎ হওয়ার আছে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছই বা কীভাবে? আকস্মিকভাবে সন্দেশ (সমাচার) পেয়েছো প্রদর্শনী দেখেছো, সম্বন্ধ-সম্পর্ক হয়েছে আর বদলে গেছে। ভেবেছিলে কি যে এই তারিখে ব্রাহ্মণ হবো? হঠাৎ হয়ে গেছে তো না! সুতরাং পরিবর্তনও হঠাৎই হওয়ার আছে। প্রথমে মায়া তোমাদের অলস ও উদ্যমহীন বানাতে, ভাববে আমরা তো দু'হাজার সাল ভেবেছিলাম - সেটাও পুরো হয়ে গেছে, এখন খানিক রেস্ট তো করে নাও! প্রথমে মায়া নিজের জাদুজাল বিছিয়ে দেবে, তোমাদের উদ্যমহীন বানাতে। যে কোনো বিষয়, হতে পারে তা' সেবাতে, অথবা যোগে, কিংবা ধারণায়, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে; এরকম তো চলেই, এ' তো হয়েই থাকে.... এইভাবে মায়া প্রথমে তোমাদেরকে টিমতালে করার চেষ্টা করবে। তারপর হঠাৎ বিনাশ হবে, তখন ব'লো না এরকমও যে হবে

বাপদাদা বলেননি! সেইজন্য আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি - কখনও কোনো বিষয়ে অলস ও উদ্যমহীন হয়ো না। চার

সাবজেক্টেই অ্যালাট, এখনো যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে অ্যালাট। সেই সময় ব'লো না বাপদাদা এখন এসো, এখন সাথ দাও, এখন একটু শক্তি দাও, সেই সময় দেবো না। এখন যত শক্তি চাই, যেরকম চাই ততো সঞ্চয় করে নাও। সবার জন্য উন্মুক্ত ছাড় রয়েছে, খোলা ভান্ডার রয়েছে, যত শক্তি চাই নিয়ে নাও। পেপারের সময় টিচার কিংবা প্রিন্সিপাল সাহায্য করে না।

ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে দেখে বাবারও ডবল খুশী হয়। কেন হয়? কেননা ডবল বিদেশীদের নিজেকে পরিবর্তন করতে ভল পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেইজন্য যখন বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে দেখেন তখন ডবল ডবল খুশী হয়, বাঃ আমার বিদেশী বাচ্চা বাঃ! ডবল বিদেশীরা হাত তোলো। (বিশ্বের বহু দেশ থেকে প্রায় ১ হাজার ভাই বোন সভায় উপস্থিত হয়েছে) বাঃ খুব ভালো! ডবল হাততালি দাও। বাপদাদা বিদেশের সেবার সমাচার শুনতে থাকেন, দেখতেও থাকেন, রেজাল্টে সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো। কেবল কখনো কখনো নিজের উপরে সেবার বোঝা উঠিয়ে নিয়ে থাকো তখন ক্লান্ত হয়ে যাও। খুব ভালো সেবা তোমরা করে থাকো, সেবার সময় তোমরা পরিশ্রান্ত হও না। সেই সময়কার খুব সুন্দর চেহারা ছবি তুলে রাখার মতো হয়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো (সবার নয়) সেবার পরে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বাবা বলেন বোঝা কেন তোলো? বোঝা তুলতে ভালো লাগে কি নাকি অভ্যাস হয়ে গেছে? বোঝা উঠিও না। বোঝা তখন অনুভব হয় যখন বাবা সাথে নেই। আমি করি, আমি করে থাকি, আমি করে থাকি, ফলে বোঝা হয়ে যায়। বাবা সাথে আছেন, বাবার কাজ, বাবা করাচ্ছেন, তাহলে বোঝা হবে না। হাস্কা হয়ে নাচতে থাকবে। যেমন ডান্স তো তোমরা খুব ভালো করতে পারো তাই না! ডবল বিদেশীদের ডান্স দেখা কতো সুন্দর হয়ে থাকে। নিজেকে পরিশ্রান্ত করে না, ফরিস্তাদের মতো করে থাকে। ইন্ডিয়ানরা যে ডান্স করে তাতে পা এর পরিশ্রম, হাতেরও পরিশ্রম হয়ে থাকে। কিন্তু বিদেশীরা ডান্সও লাইট করে থাকে, তো এই রকম সেবাও এক প্রকার ডান্স মনে করো, খেলা মনে করো। পরিশ্রান্ত হয়ো না। বাপদাদার সেই ফটো ভালো লাগে না। সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো আর বাবার কাছে এই রেজাল্টও রয়েছে যে, এখন সামান্য সামান্য বিষয়ে বিচলিত হয়ে পড়ার পার্সেন্টেজ অনেক কম। মেজরিটির ঠিক রয়েছে। বাদবাকি অল্প সংখ্যকের কখনো কখনো একটু আধটু অস্থির হয়ে পড়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আদির রেজাল্ট আর এখনকার রেজাল্টে অনেক ভালো রকমের তফাৎ এখন। এই রকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাই তো! এখন কোমল স্বভাবের থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারছো। বাপদাদার রেজাল্ট দেখে আনন্দ হয়।

এখন ছোট ছোট মাইকও তোমরা প্রস্তুত করছো। এখন ছোট মাইক, কিন্তু ছোট'র থেকে বড় পর্যন্তও চলে আসবে। বাপদাদার মনে আছে যে - আদিতে এই বিদেশী টিচাররা বলতেন যে, ভি. আই. পি. দেরকে পাওয়াও কঠিন, আসা তো বাদই দাও, তাদেরকে পাওয়াই কঠিন। আর এখন সহজ হয়ে গেছে। কারণ এখন তোমরাও ভি. ভি. ভি. আই. পি হয়ে গেছো, তাই তোমাদের সামনে ভি. আই. পি কী? টোটাল বিদেশের রেজাল্ট ভালো। সেন্টার্সও ভালো সেবা করছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়ে চলেছে। ভারতে হ্যান্ডস্ নেই, নাহলে ভারতেও অনেক সেবাকেন্দ্র খুলে যেত। এক একটি জোন বলতে থাকে - হ্যান্ডস্ নেই। তো এখন এই বছর হ্যান্ডস্ নিয়ে আসার সেবা করো। হ্যান্ডস্ চেও না, তৈরী করো, আরও বেশী করে দান-পূণ্য করো।

বিদেশে এটা খুব ভালো উপায় - যেখানেই সেন্টার খোলে, সেখানকারই লৌকিক কার্যও করে আর সেন্টারও চালাতে থাকে। কীভাবে চলবে, কে চালাবে, এইসব প্রবলেম কম। তোমরা এইসব ভাববে না যে, আমরা লৌকিক কাজকর্ম কেন করবো? এটা তো হলো তোমাদের সেবার সাধন। লৌকিক সেবা করছো না, কিন্তু অলৌকিক কার্যের নিমিত্ত হওয়ার জন্য লৌকিক কার্য করে থাকো তোমরা। তোমরা যেখানেই যাও সেখানে সেন্টার খোলার উৎসাহ থাকে তাই না! সুতরাং লৌকিক কার্য কতদিন পর্যন্ত করবো - এই রকম কথা ভেবো না। লৌকিক কার্য অলৌকিক কার্যের নিমিত্তে তোমরা করে থাকো, তাই তোমরা হলে স্যারেন্ডার। লৌকিক ভাব থাকবে না, অলৌকিক ভাব থাকলে লৌকিক কার্যে তোমরা সমর্পিতই। এই রকম নয় যে - লৌকিক কার্যকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা সমর্পণ সমারোহ করছো। এই রকম করলে বৃদ্ধি কি করে হবে! সেইজন্য লৌকিক কার্য করেও তোমরা অলৌকিক কার্যের নিমিত্ত হয়ে থাকো। তাই যারা লৌকিকে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে আর অলৌকিকে থাকে, এই রকম আত্মাদেরকে ডবল কি পদম অভিনন্দন! কেবল ট্রাস্টি হয়ে করবে, আমিস্ব ভাবে আসবে না। আমি এতো কাজ করি, আমিস্ব ভাব নয়। করাবনহার করাচ্ছেন। আমি ইনস্ট্রুমেন্ট। পাওয়ারের আধারে চলছি। আচ্ছা।

আজ ডবল বিদেশীদের টার্ন তাই তো! ডবল বিদেশীদেরকে দেখে তোমাদেরও আনন্দ হয় তাই না? তো সকল ডবল

বিদেশী হাসিখুশী আছে তো? হাতের তালি বাজাও। এখন মধুবনে মায়া আসে কি? আসে না তো?

আচ্ছা, এক সেকেন্ডে একেবারে বাবার সমান অশরীরী হতে পারো? তাহলে এক সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাও আর অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। (বাপদাদা ৩ মিনিট ড্রিল করালেন) আচ্ছা, এটা সারাদিনে বারে বারে অভ্যাস করতে থাকো।

চতুর্দিকের সকল মায়াজিৎ, সাক্ষীভাবের সিংহাসনে আসীন, সর্বদা সাথীর সাথে অনুভবকারী, সদা দূততার দ্বারা সফলতার গলার মালা হয়ে ওঠা, সদা বাবার সমান লাইট থাকা, সদা নিজের মাইটের দ্বারা বিশ্বকে দুঃখ অশান্তির দুর্বলতার থেকে মুক্ত করে আনা এই রকম মাস্টার সুখের সাগর, খুশীর সাগর, প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর বাবার সমান বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- বিচক্ষণতার (পরখ) এবং নির্মাণ করবার শক্তির দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী সফলতার প্রতিমূর্তি ভব বিচক্ষণতার শক্তির দ্বারা যারা বাবাকে, নিজেকে নিজে, সময়কে, ব্রাহ্মণ পরাবারকে আর নিজের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকে চিনে নিয়ে তারপর নির্ণয় করে থাকে যে, কি হতে হবে আর কি করতে হবে, তারাই সেবা করার সাথে সাথে, কর্ম বা সম্বন্ধে এসে সদা সফলতা প্রাপ্ত করে থাকে। মন - বাণী-কর্মের দ্বারা সকল প্রকারের সেবায় সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার আধার হলো বিচক্ষণতার আর নির্ণয় করবার শক্তি।

স্লোগান:- জ্ঞান যোগের লাইট মাইটের দ্বারা সম্পন্ন হও, তবে যে কোনও প্রকারের পরিস্থিতিতে সেকেন্ডে পার করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে সকলকে জীবনমুক্তির মন্ত্র প্রদানকারী সদ্ধুর সন্তান গুরু, তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ে কখনো মিথ্যা বলতে পারো না"

*প্রশ্ন:- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বিধি এবং তার গায়ন কি?

*উত্তর:- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের মতন পবিত্র হও। কেবল এই অস্তিম জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো তাহলেই জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর উপরেই রাজা জনকের উদাহরণের উল্লেখ রয়েছে যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও এক সেকেন্ডে প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করেছে।

*গীত:- এই সময় চলে যাচ্ছে....

ওম্ শান্তি । বাবা আসেন সকলকে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি দিতে। গাওয়াও হয়ে থাকে, সকলের সদগতি দাতা, জীবন মুক্তিদাতা হলেন একজন। এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি কেন বলা হয়? যেমন রাজা জনকের উদাহরণ রয়েছে। ওঁনার নাম ছিল জনক কিন্তু ভবিষ্যতে তিনিই অনুজনক হন। জনকের উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে তার এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু জীবনমুক্তি তো সত্যযুগ-ত্রৈতায় বলবে। গুরুরা কানে মন্ত্র দেয়, তাকে বশীকরণ মন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। তারা তো সকলেই মন্ত্র দিয়ে থাকে কিন্তু তোমরা পাও মহামন্ত্র, জীবনমুক্তির মন্ত্র। এই মন্ত্র কে দেন? ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা। তারা এই মন্ত্র কোথা থেকে পেয়েছে? সেই সদ্ধুর থেকে। সর্বোত্তম হলেন একমাত্র বাবাই। তারপর তোমরা বাচ্চারাও সর্বোত্তম হও। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো গুরু। তোমরা হলে সদগুরুর সন্তান গুরু। গীতা যারা শোনান তাদেরকেও গুরু বলা হয়ে থাকে। নম্বরের অনুক্রম তো হয়েই থাকে। তোমরাও হলে সত্য বলা গুরু। তোমরা কখনো ঈশ্বরের বিষয়ে মিথ্যা বলো না। সর্বপ্রথমে তোমরা পবিত্রতার উপরেই বৃদ্ধি থাকা যে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো আমরা কখনো বিকারে যাব না। মিথ্যা ইত্যাদি না বলা এ তো হলো কমন(সাধারণ) কথা। মিথ্যা অনেকের থেকেই বেরোতে থাকে। কিন্তু এখানে সেই কথা নেই। এখানে হলো পবিত্রতার কথা। গৃহস্থী জীবনে থেকে এই অস্তিম জন্মে আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা কমল পুষ্পের মতন পবিত্র হয়ে থাকব। তাহলে এখানে হলো পবিত্র হয়ে থাকার কথা। ওরা বলবে এ তো অনেক উঁচু লক্ষ্য। এ তো হতে পারে না। তোমরা বলবে -- বাঃ, কেন হতে পারে না! এ কথা তো গাওয়া হয়েছে -- কমল ফুলের মতন.... এই দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। নিশ্চয়ই বাবাই এমন শিক্ষা দিয়েছেন। এ হলোই ভগবানুবাচ অথবা ব্রাহ্মণদের উবাচ। ভগবান সকলকে শোনান না। ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই শোনে। একথা তোমাদের সকলকে বোঝাতে হবে। মূল কথাই হলো পবিত্রতার। কমল ফুলের মতন হতে হবে, জনকের উদাহরণ রয়েছে। সেই জনকই পুনরায় অনুজনক হয়েছে। যেমন রাধা অনুরাধা হয়। কারোর নাম নারায়ণ হলে তাহলে ভবিষ্যতে অনু-নারায়ণ হয়ে যান। এ হলো অ্যাকিউরেট (সঠিক) কথা। তাহলে যারাই আসবে তাদের বোঝাতে হবে। শুনেছি তো সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। গৃহস্থ জীবনে থেকেও উচ্চ পদ পাওয়া যেতে পারে। আমরা অনুভবের সঙ্গে বলি, কোনো গাল-গল্প করি না। ভগবানুবাচ -- মুখ্য কথাই বোঝাতে হবে -- ভগবান হলেন সকলেরই পিতা। অবশ্যই জীবনমুক্তি দাতাও হলেন তিনিই। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের তো হলোই নিবৃত্তি-মার্গ। তারা কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা তো ঘর-পরিবার ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে। তারা এই জ্ঞান দিতে পারে না, এ হলো রাজযোগ। গৃহস্থ জীবনে থেকেও কমল ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। সত্যযুগে ভারতে ছিল পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ, ভাইসলেস (নির্বিকারী) দুনিয়া ছিল। রাজস্ব স্ত্রী-পুরুষ দুজনকেই চাই। তাহলে বোঝাতে হয় -- আমরা হলাম অনুভবী। গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল ফুলের মতন পবিত্র থাকতে পারা যায়। আমরা জানি যে বাবার দ্বারা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাই। পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল, এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ। এই দুনিয়াই হলো ব্রষ্টাচারী। ও'টা ছিল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। রাবণ ব্রষ্টাচারী করে, রাম শ্রেষ্ঠাচারীতে পরিণত করে। অর্ধেক কল্প ধরে চলে রাম রাজ্য চলে। ব্রষ্টাচারী দুনিয়ায় হয় ভক্তিমার্গ। দান-পুণ্যাদি করতে থাকে কারণ ব্রষ্টাচার রয়েছে। মনে করে মানুষ যত ভক্তি, দান-পুণ্য করবে তবেই ভগবানকে পাবে। ভগবানের ভক্তি করে। তারা বলে যে এসে আমাদের শ্রেষ্ঠ করো। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। এখন নেই।

ব্রষ্টাচারীই শ্রেষ্ঠাচারী হয়। ভারতের নব রচনার কাহিনী কেউ জানেই না। চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে। এমন-এমন চিত্র তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক সেন্টারে প্রদর্শনীর চিত্র থাকা উচিত। বাবা ডাইরেকশন দেন অবশ্যই

লিখে দাও যে চিত্র আমাদের কাছে নেই, তখন বাবা ডাইরেকশন দেবেন যে এই চিত্র তৈরি করো। তারপর সকলকে পাঠাও তাহলেই সকলের কাছে প্রদর্শনী হয়ে যাবে। এই চিত্র অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। সর্বপ্রথমে এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে আমরা হলাম বাবার সন্তান। ভগবান হলেন স্বর্গের রচনাকার। নরকের রচয়িতা হলো রাবণ। গোলকের উপরে ১০ মাথাবিশিষ্ট রাবণের চিত্র তৈরি করে দাও। স্বর্গের গোলকের উপরে চতুর্ভুজ। লিখতেও পারো -- এ হলো রামরাজ্য, এ হলো রাবণ রাজ্য। এই সময় রাবণ হলো সর্বব্যাপী। ওখানে আমরা রাম সর্বব্যাপী তো বলতে পারব না। গাওয়াও হয়ে থাকে -- আত্মা-পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল, তারপর সুন্দর মেলা করে দেয় যখন সঙ্গুরুকে পায় দালাল-রূপে। তাহলে অবশ্যই তিনি আসবেন, তাই না? এই হিসেব কেউই জানেনা। সর্বপ্রথমে পৃথক হয়েছে দেবী-দেবতাদের আত্মা। এ হলো নলেজ, কাউকে বোঝাতে হবে। আত্মাদের পিতা তো রয়েছে, তাই না ! এখন হে আত্মা, আপন বাবার পেশা (অক্যুপেশন) বলো? জানো না নাকি ? এমন সন্তান তো হয় না, যে বাবার পেশা কি তা জানে না। বাবা বসে বোঝান -- তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বুঝিয়ে থাকি। সর্বপ্রথমে যে দেবী-দেবতা থাকে তারাই এত জন্ম নিয়ে থাকে। তাহলে হিসেব করো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কত জন্ম নেবে। প্রমাণ করে বলতে হবে -- ম্যাক্সিমাম এত। বৃষ্টির বৃদ্ধি তো হতে থাকে। সর্বপ্রথমে ছিল দেবী-দেবতারা। তাদেরই ৮৪ জন্ম বলা হয়ে থাকে। এ হলো ভারতের নলেজ, তাই না ! প্রাচীন ভারতের নলেজ কে দিয়েছে ? তা ঈশ্বরই দিয়েছেন। নলেজফুল হলেন গড ফাদার, তাই না ! ব্রহ্মাকেও নলেজফুল বলা হবে না, শ্রীকৃষ্ণকেও বলা হবে না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমাই আলাদা। বোঝার জন্য এ হলো অতি ক্লিয়ার নলেজ। সকলের ভগবান হলেন একজনই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন রচয়িতা, শ্রীকৃষ্ণ তো হলো রচনা। উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, তাই না ! তাকে সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। ভারতে উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ) হলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর নম্বরের অনুক্রমে অন্যেরা আসে। এমন তো নয়, সকলেই হলো একইরকমের। প্রত্যেক আত্মার অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে -- এ'কথা প্রমাণ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সার্ভিসের প্ল্যান তৈরি করতে হবে। কিন্তু যার লাইন ক্লিয়ার থাকবে না, কোনো বিকার থাকবে, নাম-রূপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তখন সেই কাজ হতে পারবে না। এর জন্য লাইন অত্যন্ত ক্লিয়ার চাই। রেজাল্ট তো শেষেই বেরোবে। এখন সবই হলো নম্বরের অনুক্রমে। মানুষ বলে -- ব্যাস ভগবান এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। এখন ব্যাসদেব তো ভগবান হতে পারেন না। বাস্তবে ধর্মের শাস্ত্রই হলো চারটি। ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলোই একমাত্র মাতা-পিতারূপী গীতা। উত্তরাধিকার ওঁনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। মায়ের দ্বারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। গীতামায়ের বাবা হলেন রচয়িতা। তাহলে গীতার দ্বারাই বাবা প্রাচীন সহজ রাজযোগের নলেজ দিয়েছেন। গীতা হলো ভারত ভূখণ্ডের শাস্ত্র। তারপর ইসলামের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, বুদ্ধের নিজস্ব রয়েছে, খ্রিস্টানের নিজস্ব রয়েছে। গীতা হলো সকলের মাতা-পিতা, বাকি শাস্ত্র হলো সন্তান। সেগুলি পরে বেরিয়েছে। এছাড়া এত বেদ উপনিষদ ইত্যাদি এসব কোন্ ধর্মের? এ কথা তো জানা উচিত যে এগুলি কে বলেছেন ? এর দ্বারা কোন্ ধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ? কোনো ধর্ম তো নেই। প্রথমে তো প্রমাণ করতে হবে যে গীতাকে খন্ডিত করা হয়েছে। বাবার বদলে বাচ্চার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবন চরিত্র তো সকলের আলাদা আলাদা। বাবা বলেন 'সর্বধর্মোনি পরিত্যাগ্য.... মামেকম্ স্মরণ করো। পরমাত্মা আত্মাদের বলেন -- তোমরা অশরীরী হও, আমাকে স্মরণ করো। অশরীরী বাবাই এমন বলতে পারেন। সল্যাসী তো বলতে পারে না। এ হলো গীতার অক্ষর(কথা)। সকল ধর্মাবলম্বীদের বলে -- অশরীরী ভব। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সকলেই মন্ত্র পায় যে দেহ-সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে, মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমরা আমার কাছে আসবে। মুক্তির পরে জীবনমুক্তি অবশ্যই আছে। পদ রয়েছে জীবনমুক্তির ভায়া মুক্তি। যারাই আসে সতঃ, রজঃ, তমঃর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বোঝানো কত ভালো। কিন্তু বাচ্চার এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এমনিতে হলো অতি সহজ।

তোমরা জায়গায় জায়গায় প্রদর্শনী করো, সংবাদপত্রের উপরেও যাও। খরচা করতে পারো। অবশ্যই সবাই শুনবে। সংবাদপত্রে তো অবশ্যই দিতে হবে। বাচ্চাদের অত্যন্ত নেশা থাকা উচিত। এছাড়া সময় অতি অল্প বেঁচে রয়েছে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। গাওয়াও হয়ে থাকে -- এ হলো গোপী-বল্লভের গোপ-গোপীরা। গোপ-গোপীরা না সত্যযুগে থাকে, না কলিযুগে থাকে। ওখানে লক্ষ্মীদেবী, রাধাদেবী হয়। গোপ-গোপীরা এখন রয়েছে, গোপীবল্লভের সন্তানেরা হলো পৌত্র-পৌত্রী। অবশ্যই দাদাও থাকবে। দাদা, বাবা আর মাম্মা -- এই নতুন রচনা হলো সঙ্গমের। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, নতুন দুনিয়া রচনা করার জন্য। আসুরীয় সন্তান থেকে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তারপর হবে দৈবী সন্তান। তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সন্তান হবে -- ৮৪ জন্মে। তারপর সাথে সাথে বৃদ্ধিও হতে থাকবে। বৃক্ষ পুরোপুরি কমপ্লিট হওয়া চাই। প্রলয় হয় না। ভারত হলো অবিনাশী ভূখণ্ড। ভারতের অনেক মহিমা করতে হবে। ভারত সকল ভূখণ্ডের থেকে শ্রেষ্ঠ। বিনাশ কখনও হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১৬-০৪-৬৪

তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্যতীত কারোরই এ'কথা জানা নেই যে সঙ্গমযুগ কবে হয়। কল্পের এই সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা এসে রাজযোগ শেখান। সত্যযুগের জন্য তো অবশ্যই সঙ্গমযুগই আসবে। আছেও মানুষই। তার মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ(নীচ), কেউ উত্তম। ওনার কি যেদের সামনে মহিমা কীর্তন করা হয় -- আপনারা হলেন পুরুষোত্তম, আমরা হলাম নীচ। নিজেরাই বলে -- আমি হলাম এইরকম, এইরকম।

এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্যতীত কেউই জানে না। এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিভাবে করা হবে যাতে মানুষ জানতে পারে। সঙ্গম যুগে ভগবানই এসে রাজযোগ শেখান। তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখছি। এখন এমন কোন্ যুক্তি রচনা করা হবে যাতে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু তা হবে ধীরে। এখনো সময় পড়ে রয়েছে। অনেকেই গেছে অল্প আছে.....। আমরা বললে তখন মানুষ শীঘ্রই পুরুষার্থ করবে। না হলে তো জ্ঞান সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। যারফলে তোমরা সেই সময়ই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের মাথার উপর অর্ধেক কল্পের পাপ রয়েছে, তা খোড়াই সেকেন্ডে দূর হয়ে যাবে। এতে তো সময় লাগে। মানুষ মনে করে এখনো তো সময় পড়ে রয়েছে, এখন আমরা ব্রাহ্মাকুমারীদের কাছে কেন যাব ! লিটারেচার থেকে উল্টোও তুলে নেয়। ভাগ্যে না থাকলে তখন উল্টো তুলে নেয়। তোমরা বোঝো যে এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। হীরেতুল্যের গায়ন রয়েছে, তাইনা ! তারপর কম হয়ে যায়। গোল্ডেন এজ (স্বর্ণযুগ), সিলভার এজ (রৌপ্যযুগ)। এই সঙ্গমযুগ হলো ডায়মন্ড এজ। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ। এ'কথা তোমরা জানো যে স্বর্গের থেকেও এই সঙ্গম হলো ভালো, এ হলো হীরেতুল্য জন্ম। অমরলোকের গায়ন রয়েছে, তাইনা! তারপর কম হতে থাকে। তাহলে এও লিখতে পারো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ হলো গোল্ড, ত্রেতা হলো সিলভার.....। তোমরা এও বোঝাতে পারো যে সঙ্গমেই আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। অষ্টরত্ন তৈরি করে, তাই না ! তাহলে ডায়মন্ডকে মাঝখানে রাখা হয়ে থাকে। সঙ্গমের শো হয়। সঙ্গমযুগ হলোই হীরে-তুল্য। হীরের মান সঙ্গম যুগেই রয়েছে। যোগ ইত্যাদি শিখিয়ে থাকে, যাকে স্পিরিচুয়াল যোগ বলা হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো হলেন বাবাই। রুহানী ফাদার এবং রুহানী নলেজ সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যাদের মধ্যে দেহ অহংকার রয়েছে, তারা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে মানবে? গরিব ইত্যাদিদের বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে এও লিখতে হবে যে সঙ্গমযুগ ইজ ডায়মন্ড। এর আয়ু এতো। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ তাহলে এর আয়ু এত। শাস্ত্রেও স্বস্তিকা আঁকা হয়। তাহলে বাচ্চারা তোমাদেরও যদি এই স্মরণ থাকে তাহলে কত খুশি থাকবে ! স্টুডেন্টদের খুশি থাকে, তাই না ! স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ। তা হলো সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের পথ)। এ হলো মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার পাঠশালা। দেবতারা তো বিশ্বের মালিক ছিল। এও তোমরা জানো। তাহলে অগাধ খুশি থাকা উচিত, সেইজন্য গায়ন রয়েছে -- অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। টিচার তো শেষ পর্যন্ত পড়ায় তাহলে ওঁনাকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত। ভগবান পড়ান আর পুনরায় ভগবান সাথে করেও নিয়ে যান। ডাকতেও থাকে লিবারেটর, গাইড। দুঃখ থেকে মুক্ত করো। সত্যযুগে দুঃখ থাকেই না। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। বলো আগে কবে ছিল? সেটা কোন্ যুগ ছিল? কারোরই জানা নেই। রামরাজ্য হলো সত্যযুগ, রাবণ-রাজ্য হলো কলিযুগ। এ'কথা তো জানো, তাই না ! বাচ্চাদের অনুভব শোনানো উচিত। হৃদয়ের কথা কি শোনাবো। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের বাদশাহী প্রদানকারীকে পেয়েছি, আর কি অনুভব শোনাব। আর কোনো কথাই নেই। এর মতন খুশি আর কেউ হতে পারে না। কারোরই কারোর প্রতি অভিমান করে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। এ হলো যেন নিজের ভাগ্যের উপরেই রুপ্ত হওয়া। এ হলো মায়া। যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তাই না ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুড নাইট । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যা শোনান তা এক কান দিয়ে শুনে অপরটি দিয়ে বের করে দেবে না। জ্ঞানের নেশায় থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের

অনুভব করতে হবে।

২) সকলকে সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অধিকার প্রদানের জন্য এই মহামন্ত্র শোনাতে হবে যে "দেহ-সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো"।

বরদান:- ক্রিয়ার বুদ্ধির দ্বারা প্রতিটি কথাকে পরখ করে যথার্থ নির্ণয়কারী সফলতা-মূর্তি ভব বুদ্ধি যত ক্রিয়ার (স্বচ্ছ) হয় ততই পরখ করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক কথা চিন্তা করার বদলে অদ্বিতীয় বাবার স্মরণেই থাকো, বাবার কাছে স্বচ্ছ থাকো তাহলেই প্রতিটি কথাকে সহজেই পরখ করে যথাযথ নির্ণয় করতে পারবে। যে সময়ে যেমন পরিস্থিতি, যেমন সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়দের মুড, সেইসময়ে সেই মতন চলা, তাকে পরখ করে নির্ণয় করা এও হলো অনেক বড় শক্তি যা সফলতা মূর্তি বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- জ্ঞান-সূর্য বাবার সাথে লাকি (সৌভাগ্যশালী) নক্ষত্র হলো সে-ই যে জগতের অন্ধকারকে দূর করে দেবে, অন্ধকারে আসবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান আর যোগের সাথে সাথে তোমাদের আচার আচরণও খুব ভালো হওয়া উচিত, কোনো রকমের ভূত যেন ভিতরে না থাকে। কারণ তোমরা হলে ভূত নিষ্কাশনকারী"

*প্রশ্নঃ - সুসন্তানদের কোন নেশাটি স্থায়ী হতে পারে?

*উত্তরঃ - বাবার কাছ থেকে আমরা ডবল মুকুটধারী, বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। এই নেশা সুসন্তানদেরই স্থায়ী থাকতে পারে। কিন্তু কাম-ক্রোধের ভূত অন্তরে থাকলে এই নেশা থাকতে পারে না। এমন বাচ্চারা বাবার রিগার্ডও রাখতে পারে না সেইজন্যই প্রথমে ভূতকে তাড়াতে হবে। নিজের অবস্থা মজবুত করতে হবে।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি। এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। সেটাও নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কেননা পরমপিতা পরমাত্মার স্থূল বা সূক্ষ্ম চিত্র তো নেই। সূক্ষ্ম রূপে ৩ জন দেবতা আছেন। ওঁদের মধ্যেও সবচাইতে সূক্ষ্ম হলেন পরমাত্মা। ইনি হলেন পরম-পিতা পরমাত্মা - এটা কে বলে? আত্মা বলে। পরমপিতা পরমাত্মাকে পরম আত্মা বলা হয়। লৌকিক পিতাকে আত্মা পরমপিতা বলা যায় না। যখন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে তখন তাকে বলা হয় দেহী-অভিমানী অবস্থা। যখন দেহ-অভিমান অবস্থা তখন দেহের সাথে সম্পর্ক বাবাকে স্মরণ হয়। উনি তো আত্মার সম্পর্কে বাবা। সেই বাবা এখন এসেছেন। আত্মা বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারে, আত্মার মধ্যে বুদ্ধি আছে তাইনা। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই পারলৌকিক পিতা প্রমাণ হয়। তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। বাবা এখন এই প্রশ্নাবলি তৈরি করেছেন। এর উপরে তোমরা বাচ্চাদের বোঝান সহজ হবে। যেমন ফর্ম পূরণ করানো হয় তেমনই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পার। যিনি প্রশ্ন করেন তিনি নিশ্চয়ই নলেজফুল সুতরাং তিনি অবশ্যই টিচারই হবেন। আত্মাই শরীর ধারণ করে এবং অরগ্যান্স দ্বারা বোঝে। সুতরাং বাচ্চাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান শোনানোর জন্যও বাচ্চাদের অবস্থা (স্থিতি) খুব ভালো হওয়া উচিত। যদিও কারো মধ্যে খুব ভালো জ্ঞান আছে, যোগও ভালো কিন্তু সাথে-সাথে চালচলনেও ভালো হওয়া উচিত। দৈবী চলন তারই হবে যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কারের ভূত থাকবে না। এগুলো হলো বড়-বড় ভূত। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনো রকম ভূত থাকা উচিত নয়। আমরা ভূতকে বের করে দিই। অশুদ্ধ আত্মা যারা ঘুরে বেড়ায় তাদেরই ভূত বলা হয়। ভূতকে যারা বের করে দেয় তারা উদ্ভাদ হয়। এই ৫ বিকার রূপী ভূতকে পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বের করতে পারে না। সবার ভূতকেই বের করে দিতে পারেন একজনই। সবার সঙ্গতি দাতাও একজন। রাবণ থেকে লিবরেটও করেন একজন। রাবণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভূত। বলাও হয় এর মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে, এর মোহ আর অশুদ্ধ অহঙ্কারের ভূত আছে। সবাইকে এই ভূত থেকে ছাড়িয়ে আনেন লিবরেটর, পরমপিতা পরমাত্মা একজনই। তোমরা জানো এই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী হলো খ্রীষ্টানরা। ওদের ইংরেজি ভাষাও খুব ভালো। যারা রাজা হয় তারা নিজেদের ভাষাতেই রাজত্ব চালায়। দেবতাদের ভাষা কেউ জানে না। আমার বাচ্চারা আগে সবকিছু এসে বলত (ট্রান্স থেকে ফিরে)। দুই-চারদিন ধ্যানে থাকত। কোনো বুদ্ধিমান সন্দেহী হতে হবে যিনি ওখানকার ভাষা এসে শোনাবেন।

তোমরা বাচ্চারা সবাইকে ভারতের কাহিনী শোনাও। ভারত সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। ভারতে অনেক দেবতাদের চিত্র আছে, অন্ধশ্রদ্ধা নিয়ে পূজা করে। তাদের বায়োগ্রাফি (কর্তব্য) সম্পর্কে জানে না। আমরা সবাই অ্যাক্টর সুতরাং ড্রামার ডাইরেক্টর আদিদের জানা উচিত সেইজন্যই প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয়েছে। পোপকেও লেখা উচিত, আপনি ফলোয়ার্সদের (অনুসরণ) বলছেন এই বিনাশের জিনিস বন্ধ করো, কিন্তু আপনার কথা কেউ মানছে না কেন? আপনি তো সবার গুরু, আপনার তো অনেক মহিমা তবুও কেন শোনে না? এর কারণ আপনি জানেন না তাই আমরা আপনাকে বলবো কেন তারা আপনার মত মানে না। ওরা ঈশ্বরের মত অনুসারে সবকিছু তৈরি করছে। অ্যাডম-ইভের মাধ্যমে স্বর্গ স্থাপনা হচ্ছে। ঈশ্বর হলেন নলেজফুল এবং গুপ্ত। নিশ্চয়ই তাঁর সেনা, ওঁনার মতেই চলবে। এইভাবে বোঝানো উচিত। কিন্তু বাচ্চারা এতোটা বিশাল বুদ্ধির নয়, সেইজন্যই স্ক্রু টাইট করতে হয়। যেমন ইঞ্জিন ঠান্ডা হয়ে গেলে ওতে গতি আনার জন্য কয়লা ঢালা হয়। এও জ্ঞানের কয়লা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সবচাইতে উচ্চতম, সবাই তাঁকে সালাম করতে আসবে। পোপকেও সবাই পাওয়ারফুল (শক্তিশালী) মনে করে। পোপকে

যতটা সম্মান ওরা দেয় অন্য কাউকে দেয়না। বাবাকে তো ওরা জানে না। তিনি হলেন গুপ্ত। ওঁনাকে শুধু বাচ্চারাই জানে এবং মর্যাদা দেয়। কিন্তু মায়া এমনই যে বাচ্চাদের এমন বাবার রিগার্ড (সম্মান, মর্যাদা) রাখতে দেয়না। বাবা বিশ্বের মালিক করে তোলেন, কিন্তু নেশা বাইরে বেরিয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যায়। আমরা বাবার কাছ থেকে ডবল মুকুটধারীর উত্তরাধিকার কেন নেব না, এটাই হলো আঙুকারী বাচ্চাদের নেশা। কিন্তু এমন অনেক বাচ্চারা আছে যাদের অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভের ভূত প্রবেশ করে। বাবা যখন মুরলী শোনান তখন মনের মধ্যে আসে যে এখনও পর্যন্ত আমার মধ্যে কামের হালকা নেশা আছে। যদি একজন মজবুত হয় তবে কিছু হতে পারে না। কোথাও স্ত্রী মজবুত হয়, কোথাও বা পুরুষ। বাবার কাছে সমস্ত রকমের খবর আসে। কেউ স্বচ্ছ অন্তরে লেখে, এরজন্য ভিতরে-বাইরে বড় স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। কেউ বাইরে স্বচ্ছ, ভিতরে মিথ্যা। অনেকের কাছেই তুফান আসে। ওরা লেখে বাবা আজ আমি কামনার তুফান অনুভব করেছি কিন্তু রক্ষা পেয়ে গেছি। যদি না লেখে তাহলে প্রথমে শাস্তির অভিজ্ঞতা হয় আর দ্বিতীয়ত সেই অভ্যাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর নিচে নেমে যায়। বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি আশা থাকে না! সামান্য গ্রহের প্রভাব থাকলেও সরানো যেতে পারে। কিছু আছে যারা আজ ভালোভাবে চলছে, আগামীকাল বিমর্ষ হয়ে পড়ে বা তাদের গলা দম বন্ধ হয়ে আসে। নিশ্চয়ই কিছু অবগুণ্ড করে। প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকা উচিত তবেই সত্যখন্ডের মালিক হতে পারবে। মিথ্যা বললে রোগ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতি করবে।

বাচ্চাদের বড় যুক্তি দিয়ে প্রশ্নাবলি তৈরি করা উচিত - পরমপিতা পরমাম্মার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? পিতা আছেন যখন তখন সর্বব্যাপীর কোনো কথাই আসে না। তিনি হলেন সবার সদ্গতি দাতা, পতিত-পাবন, গীতার ভগবান নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। যদি হয় তাহলে ওঁনার জীবন সম্পর্কে কি কিছু জানো? না জানলে উত্তরাধিকার পাবে না। পিতার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো - প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং তাঁর মুখ বংশাবলীদের জানো? যাঁর নাম সরস্বতী, উনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। ওঁনাকে গড়েজ অফ নলেজ (জ্ঞানের দেবী) বলা হয়। তিনি হলেন জগৎ অম্বা। নিশ্চয়ই ওঁনার সন্তানও থাকবে। বাবাও থাকবেন। তিনি তো নলেজ দিয়ে থাকেন। এই প্রজাপিতা আর জগৎ অম্বা কে? ওনাকে সম্পদের দেবীও (সরস্বতী) বলা হয়, এই সময় তিনি জ্ঞানের দেবী নন। এই ব্রহ্মা-সরস্বতী রাজ-রাজেশ্বরী হন। সুতরাং তাঁদের বাচ্চারাও নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক হবে। এখন এই সময় হলো সপ্তম, কুম্ভ। ঐ কুম্ভের মেলায় দেখো কত কি হয়, ভক্তি মার্গের পথে এর অর্থ আর এখানে এর অর্থের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। ওটা হলো জলের নদী আর সাগরের মেলা। আর এখানে জ্ঞানের সাগর থেকে উদ্ভূত মানব গঙ্গার মেলা। এই প্রশ্নটাও করা যেতে পারে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন কে? এটা তো জানতে হবে না তবেই তো জিজ্ঞাসা করছি। এই মাতা-পিতার জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা রাজ রাজেশ্বরী হতে পারবে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে কি মুখ মিষ্টি হবে? এখন তোমরা ভক্তির ফল রূপে জ্ঞান পেয়ে থাকো। ভগবান যখন পড়ান তখন ধাক্কা খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী ভব। আত্মা জ্ঞান পেয়েছে, এখন আত্মা বলছে - আমাকে বাবার কাছে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর হবে প্রালম্ব। রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। কত বোঝার বিষয় এগুলো। এই প্রশ্নাবলি তৈরি করা খুব ভালো। সবার পকেটে এটা রাখা উচিত, সার্ভিসেবল বাচ্চারাই এর প্রতি মনোযোগী হবে। বাচ্চাদের জন্য বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেদের ভবিষ্যৎ উচ্চ বানাও। তা না হলে কল্পে-কল্পে পদ কম হয়ে যাবে। এই বাবা-মাম্মা যেমন মহারাজা-মহারানী হয়েছিলেন তোমরা বাচ্চাদেরও তেমনই হওয়া উচিত। কিন্তু নিজের প্রতি নিশ্চয় থাকা উচিত। রাজার মধ্যেও অনেক শক্তি থাকে। ওখানে তো শুধুই সুখ আর সুখ। আরও অন্যান্য যারা রাজা হয় তারাও ঈশ্বর অর্থে দান-পুণ্য করার ফলেই রাজা হয়। রাজার অর্ডারেই (আদেশ) সমস্ত প্রজা চলে। এই সময় ভারতবাসীদের কোনো রাজা নেই, পঞ্চায়েত রাজ্য এটা, সুতরাং কত কমজোরি হয়ে গেছে।

বাবা জানেন অনেক বাচ্চাদের তুফান আসে কিন্তু ওরা খবর দেয় না। বাবাকে লেখা উচিত যে এরকমের তুফান আসে, আপনি পরামর্শ দিন। বাবা পরিস্থিতি দেখে পরামর্শ দেবেন। নিজেরাও লেখে না, না কেউ তাদের সাথী খবর দেয় যে বাবা আমাদের সাথীর এই অবস্থা হয়েছে। বাবাকে তো খবর দেওয়া উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১১-১-৬৯

অসীম জগতের বাবা এসে বোঝান, নিজের বানান, রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা দেন, পবিত্র করে তোলেন। বাবা

খুব সহজ রীতিতে নিজের এবং উত্তরাধিকারের পরিচয় ব্যাখ্যা করেন। নিজেরা বুঝতে পারবে না। বেহদের বাবার কাছ থেকে অবশ্যই অসীমিত উত্তরাধিকার পাবে - এটাও ভালো বুদ্ধিমান যারা তারাই বুঝবে। বাবা কিসের উত্তরাধিকার দেন? ঘরের, ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের এবং স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার দেন। যারা পবিত্র দৈবী সম্প্রদায়ের হয়ে উঠবে তারাই রাজধানীতে আসবে। যে যত পড়াশোনা করবে, পড়াবে সে-ই উচ্চ পদ পাবে। এতো বাচ্চারা, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। বাবা স্বর্গের মালিক, নর থেকে নারায়ণ করে তোলে। ইনি রাজত্বের মালিক (ব্রহ্মা)। সুতরাং অসীম জগতের বাবা যিনি স্বর্গের রচয়িতা আমরা তাঁর বাচ্চারা স্বর্গের বাদশাহী নেবো, যথা রাজা রাণী তথা প্রজা..... যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। এটা রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ। সত্যযুগের রাজত্ব সবাই পাবে না। যে যেমন পুরুষার্থ করবে ততটাই উচ্চ পদ পাবে। পুরুষার্থের উপরেই প্রালম্ব নির্ভর করে। বাচ্চারা তো জানে পুরুষার্থ করতে হবে, পুরুষার্থের দ্বারাই বাদশাহী পাওয়া যায়। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পিওর (খাঁটি) সোনা হতে পারবে। রাজত্বও প্রাপ্ত হবে। যেমন এখানে বলা হয় আমরা ভারতের মালিক। ভারতের মালিক তো সবাই হবে। কিন্তু পদ কি পাবে? পড়াশোনা করার পরে স্বর্গে আমাদের পদ কি হবে। তোমরা সবাই এখন সপ্তম যুগে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছো, সত্যযুগে রাজত্ব করবে। বাবা যোগও শেখান, পড়াশোনাও করান। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজযোগ শিখি। বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হই। এরপর আমাদের পুনর্জন্ম রাবণ রাজ্যে নয়, রাম রাজ্যে হবে। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো - মন্মনাভব, মধ্যজীভব। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, পুনরায় সত্যযুগ স্বর্গ অবশ্যই আসবে। বাবা সপ্তম যুগে এসেই বেহদের স্কুল খোলেন, যেখানে বেহদের পড়াশোনা হয় বেহদের বাদশাহী পাওয়ার জন্য। তোমরা জানো আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হব। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়, নেশা বৃদ্ধি পায় তাইনা। বরাবরের মতই পুরানো দুনিয়ার পর আসে নতুন দুনিয়া। বাচ্চাদের স্মরণে আসে। সমস্ত বাচ্চাদের অন্তরেই থাকে - স্বর্গের মালিক করে তোলার জন্য আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা শিক্ষা প্রদান করছেন। বাচ্চাদের স্মরণে থাকে আমাদের ভগবান এসে পড়াচ্ছেন, উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যযুগে আমরা রাজা-রাণী হই। রাজযোগ দ্বারাই রাজত্ব পাওয়া যায়, যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে। এই বাবার (ব্রহ্মা) মধ্যে শিববাবা অবতরণ করেছেন। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম। আত্মা সেই অভিজ্ঞতা অনুভব করতে থাকে। ওখানে গেলে বসার ব্যবস্থাও রাজকীয় হবে। সমস্ত স্টুডেন্টসদের জন্য আলাদা-আলাদা বসার জায়গা থাকবে। একজন স্টুডেন্ট আরেকজনের জায়গায় বসতে পারবে না। একজনের পার্টের সাথে অন্য জনের পার্ট মিলতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মার মধ্যে রেকর্ড ভরা থাকে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আমাদের পুরুষার্থ চলছে, কেউ রাজা কেউ রাণী হবে। শেষ সময়ে পুরুষার্থের রেজাল্ট (ফলাফল) বেরোবে, যা দিয়ে মালা তৈরি হবে। উচ্চ নম্বর পাবে যারা তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে। মারা যাওয়ার পর বোঝা যায় - আত্মা গিয়ে কর্ম অনুসারে দ্বিতীয় জন্ম নেবে। ভালো কর্ম করবে যারা তাদের জন্ম হবে, যোগবল দ্বারা। পুরুষার্থ না করলে পদ তো কম পাবে। এভাবে-এভাবে বিচার করলে খুশি অনুভব হবে। যে যেমন মহারথী হবে তার তেমনই মহিমা হবে। সবারই মুরলীর স্তান শোনানো এইরকম হবে না। একেক জনেরও মুরলীর স্তান একেক রকম, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এখন বাচ্চারা কর্মের প্রতি মনোযোগী। বাবা বা মা যেমন করবে বাচ্চারাও সেটাই শিখবে। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো। সার্ভিস দেখে বোঝা যায়, মহারথীদের পরিশ্রম লুকিয়ে রাখা যায় না। বুঝতে পারা যায় কে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছে। সব বাচ্চাদেরই সুযোগ আছে। উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য মন্মনাভব লেসন (পাঠ) অর্থ সহ পেয়েছো। বাচ্চারা জানে গীতা স্তান নলেজফুল বাবা স্বয়ং এসে দেন সুতরাং তিনি অ্যাকুরেট (যথার্থ) নলেজই দেবেন। এরপর নির্ভর করছে ধারণার উপরে, যা শুনছে সেটা প্র্যাকটিক্যাল আসতে থাকতে হবে। ডিফিকাল্ট (কঠিন) কিছু নয়। বাবাকে স্মরণ করা আর চক্রকে জানতে হবে। এটা হলো অন্তিম জন্মের পঠন-পাঠন, যা পাশ করে নতুন দুনিয়ার সত্যযুগে চলে যাবে।

গায়ন আছে নিশ্চয়ের মধ্যেই বিজয়। সুতরাং প্রীত বুদ্ধির বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে - ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমাদের আত্মা ধারণা করে। আত্মা এই শরীর দ্বারা পড়াশোনা করে, চাকরি করে। এটাই বোঝার বিষয়। বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তারপর মায়া রাবণ বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে দেয়, সেইজন্যই মায়া থেকে সাবধান হতে হবে। যত এগিয়ে যাবে ততই তোমাদের প্রভাব বিস্তার করবে আর খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যখন নতুন জন্ম নেবে অনেক শো (প্রত্যক্ষ) করবে। আত্মা - মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভিতরে-বাইরে স্বচ্ছ থাকতে হবে। সত্য হৃদয় দিয়ে বাবাকে নিজের খবর দিতে হবে, কিছুই লুকানো উচিত নয়।

২) এখন ফিরে যেতে হবে সেইজন্যই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, চুপ করে থাকতে হবে।

বরদান:- 'আমার'কে 'তোমার' এ পরিবর্তন করে উড়তি কলার অনুভবকারী ডবল লাইট ভব
এই বিনাশী শরীর আর ধন, পুরানো মন আমার নয়, বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। প্রথম সঙ্কল্পই এটা করেছে যে
সবকিছু তোমার... এতে বাবার কোনো লাভ নেই, লাভ তোমাদের কেননা 'আমার' বললে ফেসে যাও আর
'তোমার' বললে ডিট্যাচ হতে পারো। আমার বললে বোঝা মনে হয় আর তোমার বললে ডবল লাইট, ট্রাস্টি
হয়ে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ হাল্কা না হবে ততক্ষণ উঁচু স্থিতি পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। হাল্কা থাকে যারা
তারাই উড়তি কলার দ্বারা আনন্দের অনুভূতি করতে থাকে। হাল্কা থাকাতেই মজা।

স্লোগান:- শক্তিশালী আত্মা সে যার উপরে কোনো ব্যক্তি বা প্রকৃতি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই রুহানী যোগ হলো এভার পিওর (চির পবিত্র) হওয়ার জন্য, কেননা তোমরা পবিত্রতার সাগরের সাথে যোগযুক্ত হও, তোমরা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো"

*প্রশ্ন:- নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে কোন্ নিশ্চয় দৃঢ় হওয়া উচিত? সেই নিশ্চয়ের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তর:- আমরা এক বাবার সন্তান, বাবার থেকে আমরা দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করি, সর্বপ্রথমে এই কথাই দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া উচিত। নিশ্চয় হলে তখন শীঘ্রই বুদ্ধিতে আসবে যে, আমরা যে ভক্তি করেছি তা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমরা স্বয়ং ভগবানকে পেয়েছি। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারাই উত্তরাধিকারী হয়।

*গীত:- হে দূরের পথিক....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, দূরের পরিব্রাজক তো সবাই। সব আত্মারাই দূর থেকে দূর পরমধামের অধিবাসী । এও শাস্ত্রে আছে । আত্মা দূরে থাকে যেখানে সূর্য - চাঁদের কিরণ থাকে না । মূলবতন আর সূক্ষ্মবতনে কোনো ড্রামা নেই। ড্রামা হলো এই স্থূল বতনের, যাকেই মনুষ্য সৃষ্টি বলা হয় । মূলবতন আর সূক্ষ্ম বতনে কোনো ৮৪ জন্মের চক্র নেই। চক্র মনুষ্য সৃষ্টিতে দেখানো হয় । মনুষ্য সৃষ্টি কি জিনিস, মনুষ্য কিভাবে বানানো হয়েছে ? মানুষের মধ্যে এক তো আত্মা আছে, দ্বিতীয় হলো শরীর। পাঁচ তত্ত্বের পুতুল তৈরী হয় । সেখানে আত্মা প্রবেশ করে তার ভূমিকা পালন করে । তাই দূরের অধিবাসী তো সবাই, কিন্তু তোমরা তা নিশ্চিত করো । মানুষের মধ্যে কোনো নিশ্চয় নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমাকে তোমরা দূর দেশের অধিবাসী বলা, কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাস স্থানও সেই একই। ওই নাটকে যারা ভূমিকা পালন করে, সেখানে তো তাদের প্রত্যেকেরই নিজের - নিজের ঘর থাকে, তাই না । সেখান থেকে এসে আত্মা ভূমিকা পালন করে । বাচ্চারা, এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সবাই একই বাবার বাচ্চা, একই ঘর পরমধামে থাকি । সে হলো ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব, এ হলো আকাশ তত্ত্ব । এখানে আত্মা তার ভূমিকা পালন করে, এখানে রাত - দিন হয়, তাই সূর্য এবং চাঁদও আছে । মূলবতনে তো আর রাত - দিন হয় না । এই সূর্য - চাঁদ কোনো দেবতা নয় । এ তো মণ্ডপ আলোকিত করার জন্য বাতি । দিনে সূর্য রোশনাই দান করে, রাতে চাঁদের রোশনাই হয় । এখন সব মনুষ্য চায় যে, মুক্তিধামে যাই। তারা জানে যে, ভগবান উপরে থাকে । ভগবানকেও স্মরণ করবে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তখন বুদ্ধি উপরে চলে যাবে । আত্মা বুঝতে পারে কিন্তু আত্মার উপর অজ্ঞানতা ছেয়ে আছে । আত্মা এও বুঝতে পারে যে, আমরা এখানকার অধিবাসী নই। আমাদের বাবা হলেন তিনি । মুখ দিয়ে 'ও গড ফাদার' বলেও থাকে । এরপর বলেও দেয় সবাই ফাদার, গড সর্বব্যাপী । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, সবাই তো আর ফাদার নয় । সব আত্মারা নিজেদের মধ্যে ব্রাদার্স। একথা না জানার কারণে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । তোমরা আত্মারা হলে ব্রাদার্স, এক বাবার সন্তান হয়েছে। এই নিশ্চয়বুদ্ধিও নশ্বরের ক্রমানুসারেই আছে । লৌকিক সম্বন্ধে নিশ্চয় থাকে যে, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । এখানে বাবার কাছ থেকে মায়া বার - বার মুখ ঘুরিয়ে দেয় । তোমরা যখন সর্বশক্তিমান বাবার হও, তখন মায়াও সর্বশক্তিমান হয়ে লড়াই করে । এ হলো পাঁচ বিকার জয় করার যুদ্ধ। যুদ্ধ তো বিখ্যাত। বাকি শাস্ত্রে যে কৌরব - পাণ্ডবদের দেখানো হয়েছে, তা সঠিক নয় । এই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ খুবই ভারী । আমরা চাই যে, বাবার স্মরণে থেকে আমরা সম্পূর্ণ হই, আত্মা যেন পিওর হয় । যোগ ব্যতীত আর তো অন্য কোনো রাস্তা নেই। মানুষ আর যে সব যোগ শেখে, সেসব পিওরিটির জন্য নয় । সে তো সব স্থূল যোগ, অল্পকালের জন্য, আর এই রুহানী যোগ হলো এভার পিওর হওয়ার জন্য। পবিত্রতার সাগরের সঙ্গে যোগযুক্ত হলে আমরা পবিত্র হই। বাবা বলেন, এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয় । বুদ্ধিও বলে, এ হলো পতিত দুনিয়া । যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো - এটা সত্যযুগ, নাকি কলিযুগ? তখন একে সত্যযুগ কেউই বলবে না । সত্যযুগে তো নতুন দুনিয়া ছিলো । তাকে গোল্ডেন এজ আর একে আয়রন এজ বলা হয় । পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ আর নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয় । এমন বলা যাবে না যে, এখন সত্যযুগও আছে আবার কলিযুগও আছে । তা নয়, নরকবাসী হলো নরকবাসী । পুরানো দুনিয়াকে পতিত আর নতুন দুনিয়াকে পাবন দুনিয়া বলা হবে । মানুষকেই বোঝানো হয়, জানোয়ার তো বলবেই না যে, পতিত পাবন এসো । যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো, তখন বলবে, এ হলো নরক। ভারতই নতুন দুনিয়া স্বর্গ ছিলো, ভারতই পুরানো দুনিয়া, নরক। ভারতের উপরেই জোর দিতে থাকো । অন্য সবকিছুই তো মাঝে আসে । তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের ধর্মই আলাদা, যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে ।

তোমরা এখন নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে। তোমরা জানো যে, আমরা এক বাবার সন্তান। বাবার কাছে আমরা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করি। প্রথমে তো এই কথা দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া উচিত। জ্ঞান শোনে, সে তো ঠিক। তখন প্রজা হয়ে যায়। বাকি আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান - এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেলে, মনে করবে, আমরা ভক্তি করেছি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভগবান এখন স্বয়ং এসে মিলিত হয়েছেন। তাঁর থেকে সূর্যবংশী স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত হয়। আমরা এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করি। বিত্তবানরা যেমন বাচ্চা দত্তক নেয়, তাই না। তারা তো একটি বাচ্চাকে দত্তক নেয়। এখানে তো অসীম জগতের পিতার অনেক বাচ্চার প্রয়োজন। তিনি বলেন, যে আমার বাচ্চা হবে, সে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। যে আমার হবে না, সে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। তারা শ্রীমতেই চলে না। যাদের নিশ্চয় হয়ে যায়, তারা তো বলে, বাবা আবার তুমি এসেছো, ব্যস্, আমরা তো তোমার হাত ছাড়বো না। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, বাচ্চারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে বলে যে, আমরা পারলৌকিক বাবার বাচ্চা হয়েছি। আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। এতো সব বি.কে হয়েছে, তাই অবশ্যই নিশ্চয় আছে, তাহলে আমরা কেন হবো না। লিখে পাঠিয়ে দাও যে, আমরা তোমার হয়েছি। বাবা বলবেন, আমি তো দূরেই নেই। আমি তো এখানে বসে আছি, হাজির। এখানে আমি প্রত্যক্ষভাবে বসে আছি। প্রেসিডেন্টের জন্য যেমন বলবে যে, তিনি এই পৃথিবীতে উপস্থিত, এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সর্বব্যাপী। তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে সুখ কর্তা, দুঃখ হর্তা বলা হয়, তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না। তাঁর উপস্থিতিতে মানুষ এতো দুঃখী কিভাবে হতে পারে? যেখানে বাবার অনুপস্থিতিতেও (স্বর্গ) কেউ দুঃখে থাকে না।

বাবা বাচ্চাদের জন্য বাসা বানিয়েছেন। পাখিরা যেমন তাদের বাচ্চাদের জন্য বাসা বানায়, তেমনই বাবাও তোমাদের দ্বারা তোমাদের জন্য বাসা বানান। তোমাদেরই থাকার জন্য স্বর্গের বাসা বানানো হচ্ছে। বাবা বলেন, তোমরা যদি আমার মতে চলো তাহলে স্বর্গের রাজত্ব করতে পারবে। যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে তাহলে একদম ধরে ফেলবে। এমনও নয় যে, তোমাদের এখানেই বসে থাকতে হবে। তোমাদের গৃহত্যাগ করলে চলবে না। ওরা তো গৃহত্যাগ করে। গুরুকে ভগবান মনে করে। ওরা কখনো জীবন্মুত হয় না। তোমাদের তো জীবন্মুত হয়ে আবার সত্যযুগে জীবনে আসতে হবে। তোমরা বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। তোমরা যখন নিশ্চিত হয়েছো যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দান করেন, তখন তাঁর শ্রীমতে তোমাদের চলতে হবে। বাচ্চা হলে বাবা শ্রীমৎ প্রদান করবেন। প্রথমে তো এক সপ্তাহ ভাঙিতে বসো। তোমরা রোজ নলেজ প্রাপ্ত করবে। সবাই তো আর একরকম বুঝতে পারে না, প্রত্যেকেই তার নিজের পুরুষার্থ ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত করে। পুরুষার্থ এই ভাগ্যের উপরেই হয়। জানতে পারা যায় যে, ভাগ্যে কি আছে? কি পদ প্রাপ্ত করবে? বাবার হয়েও তোমাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে। আচ্ছা, গৃহস্থ জীবনে না থাকলে অন্ধের লাঠি হও। সত্য নারায়ণের কথা শোনাতে তোমাদের অবশ্যই যেতে হবে।

এখন দেখো, প্রেম বাচ্চী সেবাতে গিয়েছে। যে নিমন্ত্রণ দিয়েছে সে সম্মানের সঙ্গে স্বাগতও করেছে, অনেকের সাথে সাক্ষাৎও করিয়েছে, তারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন - একজনও নিশ্চয়বুদ্ধির নেই যে, এদের অসীম জগতের বাবা পড়ান, যাঁর থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু নিশ্চয় তো হয়ই না যে, অবশ্যই জ্ঞানের সাগর বাবা পড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, কেবল বলবে যে, খুব ভালো। যেই বাইরে গেলো, সব শেষ। খুব অল্পই পুরুষার্থ করবে। যদিও নিজেদের মধ্যে সংসঙ্গ করবে, যারা করবে তারাও নিশ্চয়বুদ্ধি নয়। এদের হাফ কাস্ট বলা হয়। নিশ্চয় আর সংশয়। এখনই বলবে যে, বাবা পড়ান, আবার এখনই বলবে, এমন কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ, পবিত্র হওয়া খুবই ভালো কিন্তু পবিত্রতাতে থাকা খুবই মুশকিল। প্রথমে তো নিশ্চয় থাকা প্রয়োজন। তখন গদগদ হয়ে লিখবে। বন্ধনে আবদ্ধ গোপিকারা যেমন পত্র লেখে আর যারা মুক্ত তারা তো লেখেই না। বাবা লিখে দেন যে, একজনকেও নিশ্চয়বুদ্ধি বানানো হয়নি। হ্যাঁ, সাধারণ প্রজা বানিয়েছি কিন্তু উত্তরাধিকারী বানাইনি। এখনও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়নি। যারা নিশ্চয়বুদ্ধির তারাই উত্তরাধিকারী হয়। কেউ যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হয় অথচ জ্ঞান ধারণ না করে তখন ওই ঘরানায় গিয়ে দাস - দাসী হয়। ভবিষ্যতে অ্যাক্যুরেট সাক্ষাৎকার হবে। জানতেও পারা যাবে যে, আমরা দাস - দাসী কতো নম্বরে যাবো। তখন খুব অনুতাপ করবে। আমরা তো শ্রীমতে চলিনি, তাই এই অবস্থা হয়েছে। তবুও প্রতিটি পরিস্থিতিতেই বলা হবে ড্রামা। ওদের ড্রামাতে কল্প - কল্পান্তরে এমনই পার্ট লেখা আছে। সাক্ষাৎকারও হবেই। পরের দিকে রেজাল্ট বের হবে। তখন বলবে ভবিতব্য। আমাদের ভাগ্যে এমন ছিলো -- তোমাদের পড়ার রেজাল্ট আসবে। এ তো অনেক বড় স্কুল। শিক্ষকও একজনই, পাঠও এক, আর পরীক্ষাও একটিই। টিচার জানে যে, স্টুডেন্ট কেমন, সবই গ্যালপ করতে থাকে। ভবিষ্যতে তোমরা অনেককিছুই জানতে পারবে। মুহূর্তে মুহূর্তে তোমরা ধ্যানে চলে যাবে। শুরুতে যেমন যেতে। তোমরাও বুঝতে থাকো আর বাবাও বোঝাতে থাকেন। তোমরাই গাফিলতি করো, শ্রীমতে চলো না। এমন চলতে -

চলতে তোমাদের অভ্যাস হয়ে যায় । যদিও তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে - শিব বাবা, আমরা আপনার শ্রীমতে চলি কি? বাবা বলে দেবেন, তোমরা চলো না, তখনই তোমাদের ভাগ্য এমন দেখা যাবে । বোঝা যায় যে, এখন দশা খারাপ, ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবে । কেউ কামের হালকা নেশায় পড়ে যায় । ভারত পাবন ছিলো, শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, যা এখন ভ্রষ্টাচারী । ওই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মহিমা তো আছেই, তাই না । বাবা বলেন, এ হলোই আসুরী সম্প্রদায়, আমি এসেছি দৈবী সম্প্রদায় স্থাপন করতে । এই দেবী দেবতা ধর্ম হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবাই হলেন পতিত পাবন কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । যাঁরাই ধর্ম স্থাপন করতে আসেন -- তারা অবশ্যই পবিত্র হন। প্রতি বিষয়েই ভালো আর মন্দ থাকে । কম ভাগ্যবান আর সুন্দর ভাগ্যের অধিকারী থাকে । এখন এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । এই রাবণের নগরীতে আগুন লেগে যাবে । তোমরা রামের সেনা বসে আছে । যারা এই ধর্মের হবে তারা বুঝতে থাকবে । নশ্বরের ক্রমানুসারে মানুষ বুঝতে থাকে । কারোর তো একটি তীরই জনকের মতো লাগলে স্যারেন্ডার হয়ে যায় । সে আর কোনো বাহানাই করবে না । এখানে বাহানা চলতে পারবে না, তবুও মায়ার তুফান তো অনেকই আসে । নিজের ঘরানাকেই ভুলিয়ে দেয় যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান। বাচ্চারা, তাই তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । কামের সামান্য নেশাও থাকা উচিত নয় । কাম হলো খুব বড় মহাশত্রু । এ সবথেকে বড় শত্রু পরীক্ষা । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা একত্রে থেকে পবিত্র হয়ে দেখাও। বাবা বাচ্চাদের অবস্থাকে জানেন। যারা নিশ্চয়বুদ্ধির, তারা বাবাকে সমাচার দেবে যে, বাবা আমি আপনাকে স্মরণ করি অথবা আপনার সেবা করি । সার্ভিসের সমাচার লিখলে তখনই বিশ্বাস রাখা যাবে । সার্ভিসের প্রমাণ দেখালে তখনই বাবা বুঝতে পারবে, এর মধ্যে খুব ভালো আশা দেখা যাচ্ছে, আর এও বোঝা উচিত যে, বাবা একলা, আমরা বাচ্চারা অনেক। এমনও নয় যে, বাবাকে রোজ - রোজ রেসপন্স দিতে হবে । তা নয়, বাবা হলেনই গরীবের ভগবান। দান তো গরীবকেই করা হয় । এই ভারত খণ্ড হলো গরীব। ভারতই বিত্তবান থেকে গরীব হয়েছে । একথা কেউই জানতে পারে না । এই ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড, যেখানে ভগবান অবতার গ্রহণ করেন। ভারত সোনার পাখি ছিলো, অর্থাৎ এখানে সর্ব সুখের ভান্ডার ছিলো । যেই সুখধামে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো বাহানা না করে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে ।

২) আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, আমাদের ঘরানা উঁচুর থেকেও উঁচু, একথা ভুলে যেও না । নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে আর নিশ্চয়বুদ্ধি বানাতে হবে ।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীটে থেকে সকলকে সম্মান প্রদানকারী সর্ব মাননীয় ভব সদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্বমানে স্থির থেকে, নির্মান হয়ে সবাইকে সম্মান দিয়ে চলো, তাহলে এই দেওয়াই নেওয়া হয়ে যাবে । সম্মান দেওয়া অর্থাৎ সেই আত্মাকে উৎসাহ - উদ্দীপনাতে এনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । সদা স্বমানে থাকলে সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃতই হয়ে যাবে । স্বমানের কারণে বিশ্ব সম্মান দান করবে আর সর্বের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মান প্রাপ্ত করার পাত্র, মাননীয় হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- যে সকলকে রিগার্ড দেয়, তার ঠিকই স্বতঃতই রিগার্ড হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ করতে হলে ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত হও, মাতা ও কন্যাদের বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্যে তীব্র ইচ্ছা হওয়া উচিত, শিব শক্তির বাবার নাম উচ্ছল করতে পারে"

*প্রশ্নঃ - সব কন্যাদের বাবা কোন্ একটি শুভ পরামর্শ দেন?

*উত্তরঃ - হে কন্যারা - তোমরা এবারে চমৎকারিষ্ম (কামাল) করে দেখাও। তোমাদের মাম্মার মতন হতে হবে। এখন তোমরা লোক-লজ্জা ত্যাগ করো। নষ্টমোহ হও। যদি অধর কন্যা হও তাহলে দাগ লেগে যাবে। তোমাদের রঙ-বেরঙের মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় সেবা করো তো হাজার মানুষ এসে তোমাদের চরণে আশ্রয় নেবে।

ওম্ শান্তি । তোমরা শিব শক্তির হলে তীব্র উদ্যমী। বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার ইচ্ছা হওয়া উচিত। একেই বলা হয় ঈশ্বরীয় নেশা। বাবা তো সামনে দেখেন কারা বসে আছে। বাস্তবে ক্লাসের বৈঠক এমন হওয়া উচিত যাতে সবার উপরে টিচারের দৃষ্টি যায়। এইটি তো সংস্পর্শের মতন হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যাবে ড্রামার ভবিতব্য এমনই। ক্লাসে নম্বর অনুসারে বসানো সম্ভব নয়। বাচ্চারা যেমন মুখশ্রী দেখতে ইচ্ছুক থাকে, তেমনই বাবাও মুখ দেখতে চান। বাচ্চাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে অন্ধকার থাকে। তোমরা বাচ্চারা আলোকিত করবে। শুধু ভারতে নয় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আলো ছড়িয়ে দেবে।

গীত : - মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । এই গীতও হলো তোমাদের শাস্ত্র। সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা এবং সব শাস্ত্র মহাভারত, রামায়ণ, শিব পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি এর থেকেই রচিত হয়েছে। ওয়ান্ডার না! মানুষ বলে নাটকের রেকর্ড বাজানো হয়। কোনো শাস্ত্র তো এনার কাছে নেই। আমরা বলি এই রেকর্ড দ্বারা যা অর্থ বের হয়, তার থেকে সব বেদ গ্রন্থ ইত্যাদির সার তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। (গীত বাজলো) এ হল মাম্মার মহিমা। মাতাদের সংখ্যা তো অনেক। কিন্তু মুখ্য হলেন জগৎ অম্মা। এই জগৎ অম্মা-ই স্বর্গের দ্বার খোলেন। তারপরে তিনি নিজেই জগতের মালিক হন, তাই অবশ্যই মায়ের সাথে তোমরা বাচ্চারাও আছো। ওঁনার গায়ন আছে তোমরা হলে মাতা-পিতা। শিববাবাকেই মাতা-পিতা বলা হয়। ভারতে জগৎ অম্মাও আছেন এবং জগৎ পিতাও আছেন। কিন্তু ব্রহ্মার এত নাম বা এত মন্দির ইত্যাদি নেই। শুধু আজমের শহরে ব্রহ্মার বিখ্যাত মন্দির আছে, সেখানে ব্রাহ্মণরাও থাকেন। ব্রাহ্মণ হয় দুই প্রকারের - সারসিদ্ধ এবং পুষ্করনী। পুষ্করে যারা থাকে তাদের পুষ্করনী বলা হয়। কিন্তু ওই ব্রাহ্মণদের এই কথা জানা নেই। বলবে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী। জগৎ অম্মার খ্যাতি অনেক। ব্রহ্মাকে কেউ এত জানেনা। কেউ অনেক ধন প্রাপ্ত হলে ভাবে সবই সাধু-সন্তদের কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা ভাবে না। বাবা বলেন আমি ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে পারেনা। আমরা তো সন্ন্যাসীদের মহিমাও করি। যদি এই সন্ন্যাসীগণ পবিত্র না থাকতেন তাহলে ভারত পুড়ে মরতো। কিন্তু সন্নতি দাতা তো হলেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষের সন্নতি করতে পারে না।

বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা সবাই সীতা, শোক বাটিকায় আছো। দুঃখে, শোক তো হয় তাইনা। রোগ ইত্যাদি হলে দুঃখ কি হবেনা? অসুস্থ হলে মনে খেয়াল আসবেই - কবে সুস্থ হবো? এমন তো কেউ বলবেনা যে অসুস্থ থেকে যাই। পুরুষার্থ করি, সুস্থ হয়ে যাই। তা নাহলে চিকিৎসা করা হয় কেন? এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই দুঃখ, রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করি। মায়া রাবণ তোমাদের দুঃখ দিয়েছে। আমাকে তো বলে সৃষ্টির রচয়িতা। সবাই বলে ভগবান কি দুঃখ দেওয়ার জন্যে সৃষ্টি রচনা করেছেন ! স্বর্গে এমন কথা খোড়াই বলবে। এখানে দুঃখ আছে তবেই মানুষ বলে যে ভগবানের কি দরকার ছিল যে দুঃখের সৃষ্টি রচনা করেছেন, আর অন্য কোনো কাজ ছিল না ? কিন্তু বাবা বলেন এই হল সুখ-দুঃখ, হার-জিতের তৈরি করা খেলা। এ হল ভারতকে কেন্দ্র করেই খেলা - রাম ও রাবণের। ভারতের হয় রাবণের কাছে হারলে হার, রাবণকে পরাজিত করে রাম রূপে পরিণত হয়। রাম বলা হয় শিববাবাকে। রামের নাম এবং শিবের নামও নিতে হয় বোঝানোর জন্যে। শিববাবা হলেন বাচ্চাদের মালিক বা নাথ। তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন। বাবার উত্তরাধিকার হলো স্বর্গের প্রাপ্তি তারপরে সেখানে হল পদ মর্যাদা। স্বর্গে তো দেবতারা থাকেন।

আচ্ছা, স্বর্গের রচয়িতার মহিমা শোনো।

(গীত) ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা হলেন জগদম্বা। তাঁকে কেউ জানেনা। অম্বা-জী-তে অনেক মানুষ যায় নিশ্চয়ই। এই বাবাও অনেকবার গেছেন। বাবুল নাথের মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেকবার গিয়েছেন। কিন্তু কিছুই জানা ছিলনা। কতখানি অবুঝ ছিলেন। এখন আমি এনাকে কতখানি বুদ্ধিবান বানিয়েছি। জগৎ অম্বার টাইটেল কত বড় - ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা। এখন তোমাদের অম্বা-জী মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। জগৎ অম্বার ৮৪ জন্মের কাহিনী তো বলা উচিত। যদিও মন্দির তো অনেক আছে। মাঙ্গার এই চিত্রটি কেউ মানবেনা। আচ্ছা, ঐ অম্বার মূর্তি দিয়েই বোঝাও এবং সঙ্গে এই গীতও নিয়ে যাও। এই গীত হলো তোমাদের প্রকৃত সত্য গীত। সার্ভিস তো অনেক আছে তাইনা। কিন্তু সার্ভিসেবল বাচ্চাদের মনে সত্যতা থাকা চাই। তোমরা এই গীত জগৎ অম্বার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বোঝাও। জগৎ অম্বা হলেন কন্যা, ব্রাহ্মণী। জগৎ অম্বাকে এত গুলি ভূজা দেওয়া হয়েছে কেন? কারণ তাঁর অনেক সহযোগী বাচ্চারা আছে। শক্তি সেনা কিনা। তাই চিত্রে অনেক ভূজা দেখিয়ে দিয়েছে। শরীর কিভাবে দেখাবে? ভূজা দেখানো সহজ, শোভনীয় দেখায়। চিত্রে বহু চরণ দিলে না জানি চেহারা কেমন হবে। ব্রাহ্মকেও বহু ভূজা দেখানো হয়েছে। তোমরা সবাই তাঁরই সন্তান কিন্তু এত ভূজা তো দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমাদের অর্থাৎ কন্যাদের মাতাদের সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ করো। অম্বা মন্দিরে গিয়ে তোমরা এই গীতের মহিমা করো তাহলে অনেকে আসবে। তোমরা এত নাম উচ্ছল করবে যত পুরানো ব্রাহ্মকুমারীরাও করতে পারেনি। এই ছোট ছোট কন্যারা কামাল করতে পারে। বাবা শুধু একজনকে নয়, সব কন্যাদের বলছেন। হাজার মানুষ তোমাদের চরণে এসে পড়বে। তাদের সম্মুখে এত আসবেনা যত তোমাদের কাছে আসবে। হ্যাঁ, এরজন্য লোকলজ্জা ত্যাগ করতে হবে। একেবারেই নষ্ট মোহ হতে হবে। বলবে আমার বিবাহের প্রয়োজনই নেই, আমরা তো পবিত্র থেকে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করবো। অধর কুমারীদের তবুও তো দাগ লেগে যায়। কুমারীদের বিবাহ হতেই দাগ লাগা শুরু হয়ে যায়। রঙ-বেরঙের মায়া লেগে যায়। এই জন্মে মানুষ কি থেকে কি হয়ে যেতে পারে। মাঙ্গাও এই জন্মেই হয়েছেন। তাদের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত অল্প কালের জন্যে। মাঙ্গা প্রাপ্ত করেন ২১ জন্মের জন্য। তোমরাও নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হও। সম্পূর্ণ পাস হলে পরে দিব্য জন্ম প্রাপ্ত হবে। তাদের হলো অল্পকালের সুখ, তাতেও কত চিন্তা থাকে। আমরা তো হলাম গুপ্ত। আমাদের বাইরে কোনো শো করতে হবেনা। তারা শো করে। এই রাজ্যটি হল মৃগ তৃষ্ণার মতন। শাস্ত্রেও আছে দ্রৌপদী বলেছে - অন্ধের সন্তান অন্ধ, তারা যাকে রাজত্ব ভাবছে সেসব তো এখন শেষ হলো বলে। রক্তের নদী বইবে। পাকিস্তানে যখন বিভাজন হয় তখন প্রতিটি ঘরে মারামারি হয়েছিল। এখন তো রাস্তায় চলতে ফিরতে মারামারি হবে। কত রক্ত বইবে, একে কি স্বর্গ বলা যাবে? এইটি কি নতুন দিল্লি, নতুন ভারত? নতুন ভারত তো পরিস্থান ছিল। এখন তো বিকারের প্রবেশ রয়েছে, অনেক বড় শত্রু। রাম-রাবণের জন্ম ভারতেই দেখানো হয়। শিব জয়ন্তী বিদেশে পালন হয় না, এখানেই পালন হয়। তোমরা জানো রাবণ কখন আসে? যখন দিন পূর্ণ হয়ে রাত হয় তখন রাবণ আসে। যাকে বাম মার্গ বলা হয়। দেখানোও হয়েছে বাম মার্গে গিয়ে দেবতাদের কি অবস্থা হয়ে যায়।

বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। যে নিজে জাগ্রত থাকবে সে-ই জাগ্রত করতে পারবে। বাবা তো হলেন শুভ চিন্তক। বলবেন মায়ার চড় যেন না লেগে যায়। অসুস্থ হলে সার্ভিস তো করতে পারবেনা। জগৎ অম্বা জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত করেন, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মীকে ধন প্রদান করা হয়, ফলে তিনি দান করেন। কিন্তু সেখানে দান ইত্যাদি তো হয়না। দান সর্বদা গরিবদের করা হয়। সুতরাং কন্যারা মন্দিরে গিয়ে এমন ভাবে সার্ভিস করলে অনেকে আসবে। বাহবা দেবে, প্রণাম করবে। মাতাদের রিগার্ডও থাকে। মাতা-রা শুনে প্রফুল্লিতও হবে। পুরুষরা নিজের নেশায় থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই সাকার হলেন বাহ্যামি (শিববাবাকে বলা হয় অন্তর্যামী)। এনার ভিতরে যে লর্ড থাকেন, তিনি হলেন লর্ড অফ লর্ড (শিববাবা)। কৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণ বলা হয় না! আমরা তো বলি কৃষ্ণেরও লর্ড অফ লর্ড হলেন পরমাত্মা। ওঁনাকে এই বাড়িটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইনি হলেন ল্যান্ডলেডি এবং ল্যান্ডলর্ড দুই-ই। ইনি হলেন মেল ও ফিমেল দুই-ই, আশ্চর্যের কথা তাই না!

ভোগ অর্পণ করা হচ্ছে। আচ্ছা, বাবাকে সকলের স্মরণের স্নেহ-সুমন দিও। আনন্দের সাথে সেলাম পাঠায় বড় উস্তাদকে। এটা হলো একটি প্রচলিত প্রথা। যেমন শুরুতে সাক্ষাৎকার হতো, তেমনই শেষ সময়েও বাবা খুশী করবেন। আবুতে অনেক বাচ্চারা আসবে। যারা থাকবে তারা দেখবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা তাঁর

আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ০৮-০৮-৬৮

এটা ঈশ্বরীয় মিশন চলছে। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা আসবে। যেমন তাদের মিশন আছে খ্রীষ্টান বানানোর। যারা খ্রীষ্টান হয় তাদের খ্রীষ্টান ডিনায়স্টিতে সুখ প্রাপ্ত হয়। ভালো বেতন প্রাপ্ত করে, তাই অনেক খ্রীষ্টান হয়েছে। ভারতবাসী এত বেতন দিতে পারে না। এখানে অনেক করাপশন আছে। মাঝখান থেকে ঘুষ না নিলে চাকরি চলে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এই স্থিতিতে কি করণীয়? বলবেন যুক্তি দিয়ে কাজ করো তারপরে শুভ কাজে দান করে দিও।

এখানে সবাই বাবাকে স্মরণ করে আহ্বান করে যে আমরা পতিত, এসে আমাদের পবিত্র করো, লিবারেট করো, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। বাবা নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাইনা। ঘরে ফিরবার জন্যই তো এত ভক্তি ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু যখন বাবা আসবেন তখন নিয়ে যাবেন। ভগবান হলেন একজন। এমন নয় সবার মধ্যে ভগবান এসে বলবেন। ঊঁনার আগমন হয় সঙ্গমে। এখন তোমরা এমন কথা বিশ্বাস করবে না। আগে বিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ভক্তি করো না। তোমরা বলো প্রথমে আমরা পূজা করতাম। এখন বাবা এসেছেন আমাদের পূজ্য দেবতায় পরিণত করতে। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের তোমরা বোঝাও। গায়ন আছে না যে, মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না.....। দেবতাদের মহিমা আছে তাইনা। দেবতার থাকেন সত্যযুগে। এখন হলো কলিযুগ। বাবাও সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার শিক্ষা দেন। দেবতার হলেন সবার চেয়ে উত্তম, তাই তো এত পূজা হয়। যাঁদের পূজা করা হয় তাঁরা নিশ্চয়ই কখনও ছিলেন, এখন নেই। বুঝতে পারা যায় যে, এই রাজধানী পাস্ট হয়ে গেছে। এখন তোমরা হলে গুপ্ত। কেউ কি আর জানে যে আমরা বিশ্বের মালিক হবো। তোমরা জানো আমরা পড়াশোনা করে এইরূপে পরিণত হই। তাই পড়াশুনাতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন তাহলে কেনই বা স্মরণ করবো না। তারপরে দিব্য গুণও চাই। আচ্ছা !

আল্লা রূপী বাচ্চাদের আল্লাদের বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন ওডেনাইট আর নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই দুনিয়ায় নিজের বাহ্য শো করবে না। সম্পূর্ণ পাস করতে গুপ্ত পুরুষার্থ করতে থাকতে হবে।

২) এই রঙ-বেরঙের দুনিয়ায় ফাঁসবে না। নষ্টমোহ হয়ে বাবার নাম উচ্ছল করার সেবা করতে হবে। সবার সৌভাগ্য উদয় করতে হবে।

বরদানঃ:- হদিরাম (দিলারাম) বাবার স্মরণের দ্বারা তিনটি কালকে সুন্দর করে তোলা ইচ্ছা মুক্ত ভব
যে বাচ্চাদের হৃদয়ের এক হদিরাম বাবার স্মরণ রয়েছে তারা সদা বাঃ বাঃ এর গীত গাইতে থাকে। তাদের মন থেকে স্বপ্নেও 'হায়' শব্দ বেরোতে পারে না। কেননা যা হয়েছে সেও বাঃ যা হচ্ছে সেও বাঃ আর যা হবে সেও বাঃ। তিনটি কালই বাঃ। অর্থাৎ ভালোর থেকেও ভালো। যেখানে সবকিছু ভালো সেখানে কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না। কেননা ভালো তখনই বলা হবে যখন সব প্রাপ্তি গুলি থাকবে। প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়াই ইচ্ছা মুক্ত হওয়া।

স্নোগানঃ:- সংস্কারগুলিকে এমন শীতল বানিয়ে নাও যে বলপ্রয়োগ (জোশ) বা কর্তৃত্ব ফলানোর (রোয়াব) সংস্কার ইমার্জই হতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামা, এই ড্রামাতে প্রতিটি অ্যাক্টরের পার্ট ফিক্সড রয়েছে, কারও মোক্ষ লাভ হওয়া সম্ভব নয়"

- *প্রশ্নঃ - শিববাবা হলেন অশরীরী তিনি শরীরে কীসের জন্য আসেন? কোন্ কাজটা করেন এবং কোনটা করেন না?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এই শরীরে আসি শুধুমাত্র তোমাদেরকে মুরলী শোনাতে। আমি মুরলী শোনানোর জন্যই আসি। আমি মুরলী শোনানোর কাজ করি। আমি খাওয়া দাওয়া করবার জন্য আসি না। আমি এসেছি তোমাদেরকে নয় রাজধানী দিতে। আর স্বাদ ! সে তো এনার আত্মাই নেয়।
- *গীতঃ- ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো....

ওম্ শান্তি । গীত তো সেগুলোই বাজানো হয়, যেগুলির সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আকাশে তো কোনো সিংহাসন নেই। আকাশ এই পোলার-কে (অন্তরীক্ষ, Space) বলা হয়। কিন্তু আকাশ তব্বে কোনো সিংহাসন নেই আর না পরমপিতা পরমাত্মা সেই আকাশ সিংহাসনে থাকেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা আর তোমরা বাচ্চারা, যারা হলে আত্মা, উভয়েই এই সূর্য, চাঁদ, তারা, নক্ষত্ররাজির উর্ধ্বে অপর পারে থাকো, তাকে বলা হয় মূলবতন। যেমন এখানে আকাশে সূর্য, চাঁদ, তারা রয়েছে, ঠিক তেমনই হুবহু (কল্প) বৃক্ষের মতো মহাতত্বতেও আত্মারা থাকে। তারারা আকাশে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো জিনিসের আধারে নেই। অহম্ আত্মারা আর পরমাত্মা বাবা, সবার নিবাস হলো মহাতত্ব। স্টারের মতোই তো। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান নক্ষত্ররা। এ তো আগেই বুঝিয়েছি তোমাদের যে, যখন যখন ভীড় বৃদ্ধি পায় (দুঃখ বাড়ে)। তখনই আমি আসি। পুরানোকে নতুন অবশ্যই বানানো হবে। পুরানোতেও ভীড় বৃদ্ধি পায়, কলিযুগে দুঃখের ভীড় বৃদ্ধি পায়। স্বর্গে তো সুখই সুখ। আবারও আমাকে এসে এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শেখাতে হয়। সবাই আহ্বান করে এসো। কৃষ্ণের জন্য বলা হয় যে, সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো। কৃষ্ণের জন্য সিংহাসন শব্দ শোভা পায় না। সে তো প্রিন্স ছিল, তাই না ! সিংহাসন তখনই বলা হবে যখন রাজসিংহাসন পাবে। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চাকে কোলে বা পাশে বসানো যায়। তো বাবা বাচ্চাদের বোঝান, আত্মারা মূলবতনে স্টারের মতো থাকে। তারপর নম্বর অনুসারে আসতে থাকে। তোমরা দেখেছো না, স্টার কীভাবে ভূপতিত হয়। সেখান থেকেও আত্মারা এসে সরাসরি গর্ভে প্রবেশ করে। এটা খুব ভালো করে নোট করো - প্রত্যেক আত্মাকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে পাস করতে হয়। যেমন প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ আসবে, তো তাদের সতো - রজঃ অবস্থা পার হবে, পুনর্জন্ম নিতে নিতে তারপর তমোপ্রধান অবস্থা হতেই হবে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমনই হবে। কেউই ফিরে যেতে পারবে না। ইব্রাহিম, গৌতম বুদ্ধ আসেন, তাদেরকেও সতঃ, রজঃ তমঃ পার করতে হয়, পুনর্জন্ম নিতে হয়। দ্বাপরে ধর্ম স্থাপকেরা আসে। সেখান থেকে তাদের পুনর্জন্ম শুরু হয়, তারপর তমোপ্রধান হতে হয়। তাদের এখন সঙ্গতি কে করবে ? সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র শিববাবা। তিনি বলেন - সকলের সঙ্গতি আমাকেই করতে হয়। এই কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আমি দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করি। তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। গতি সঙ্গতি দাতা হলাম - আমি। যখন তোমরা পিওর হয়ে যাও, তখন তোমাদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমাদেরও সঙ্গতি করি। তোমাদের সাথে যে যে ধর্মের লোকেরা রয়েছে, সেইসব ধর্মের ধর্ম স্থাপক সহ সকলের উদ্ধার করি। তোমাদের শৃঙ্গার করে স্বর্গের মালিক লক্ষ্মী অথবা নারায়ণকে বরণ করবার উপযুক্ত বানাই। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। সবাইকে প্রথমে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দিই, সকলের সঙ্গতি দাতাও আমি। অন্য ধর্ম স্থাপকরা যারা আসে, তারা সঙ্গতি করে না। তারা কেবল নিজের ধর্ম স্থাপন করে তার বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। নিজের ধর্মে পুনর্জন্ম নিয়ে সতো, রজো, তমো অবস্থা পার করে। এখন সবাই হল তমোপ্রধান। এখন তাদেরকে পবিত্র সতোপ্রধান কে বানাবে ? বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। ভগবান এসে সবাইকে সঙ্গতিও করেন, ভারতকে স্বর্গও বানান। জীবনমুক্তির জন্য রাজযোগ শেখান, সেইজন্য বাবার এত মহিমা। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার কারণে ভগবানকে ভুলে গেছে। ভগবান তো হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, সেইজন্য গীতা হলো সব ধর্মের লোকেদের ধর্ম শাস্ত্র। সকলকেই একে মানতে হবে। সঙ্গতি প্রদানকারী আর কোনো শাস্ত্র নেই। সঙ্গতি দাতাও হলেন একজনই। গীতা হল তাঁরই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সঙ্গতির জ্ঞান প্রদান করছেন তিনি। গীতায় শিব-এর নাম থাকলে এটা সব ধর্মের লোকেদের শাস্ত্র হত। বাবা সকলকে বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমার সাথে যোগ যুক্ত হও, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা আমার ধামে চলে আসবে। সকল ধর্মের লোকেদের সঙ্গতি আমিই প্রদান করি। বাকিরা তো আসে কেবল ধর্ম স্থাপন করতে। মানুষ বলে মোক্ষ লাভ কী সম্ভব নয়? বাবা বলেন - না। যত আত্মারা

রয়েছে, সকলের পাট ড্রামাতে ফিঞ্চড রয়েছে। কারো অ্যাক্ট বদল হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকের সম্পূর্ণ অ্যাক্ট অনাদি ড্রামা বানানো রয়েছে। ড্রামা হলো অনাদি। তার কোনো আদি, মধ্য, অন্ত নেই। সৃষ্টির আদি সত্যযুগকে বলা হয় আর অন্ত কলিযুগকে। বাদবাকি ড্রামার ড্রামার আদিও নেই, অন্তও নেই। ড্রামা কবে রচিত হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। এই প্রশ্নই ওঠে না।

বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে আর যে সব শাস্ত্র রয়েছে, তারা এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করেছেন। সঙ্গতি করেননি। তারা তো ধর্ম স্থাপন করেছেন, পরে তাদের ধর্মের বৃদ্ধি হতে থেকেছে। কত কত গুহ্য পয়েন্টস এগুলো। এসব লেখার মতোই বিষয়, কোনও গালগল্প নয় এসব। হার আর জিত-এরই হল এই ড্রামা। সত্যযুগে পরমাত্মাকে স্মরণ করবার দরকার নেই। পরমাত্মাকে স্মরণ করলে এটাও বুঝতে পারবে যে আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা উনিই করেছেন। তোমাদেরকে তো সামনাসামনিই বলছি যে, আমিই হলাম তোমাদের রচয়িতা। এ হলো ব্রাহ্মণদের নতুন দুনিয়া - সঙ্গমযুগ। শিখা-কে (চোটি = ব্রাহ্মণ) তো কেউই জানে না। বিরাট রূপের বর্ণনা করা হয়। তাতে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে দেখায়। ব্রাহ্মণদের ভুলে গেছে। সত্যযুগে দেবতারা, কলিযুগে শূদ্র। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের জানে না। এই রহস্য বাবা এসে বোঝান। বাবা বলেন - পবিত্রতা ছাড়া কখনও ধারণা হতে পারে না। বাবা বোঝান - কত কত বেদ শাস্ত্র রয়েছে, তীর্থ স্থান পরিক্রমা করে। মন্দির থেকে চিত্র বা মূর্তি নিয়ে পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দিরে নিয়ে যায়। বাবা এ সবার অনুভাবী। শাস্ত্রতে গাড়ি বোঝাই করে পরিক্রমা করে, একই ভাবে দেবতাদের চিত্র গাড়িতে রেখে পরিক্রমা করে। এ সবই হল ভক্তি মার্গের।

তোমরা হলে শিব শক্তি। তোমরা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি করো। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে দিলওয়ারা মন্দির হল হুবহু এদেরই স্মরণিক। এমন মন্দির আর কোনোখানেই নেই। জগদম্বা রয়েছেন, শিববাবাও রয়েছেন। শক্তিদেব স্থানও রয়েছে সেখানে। ভক্তি-মার্গে আবার এমন মন্দির বানানো হবে। তারপর যখন বিনাশ হবে, তখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সত্যযুগে কোনো মন্দির থাকে না। এসব তো হল ভক্তি-মার্গের বিস্তার। তোমরা যখন জ্ঞানে থাকো, তখন সাইলেন্ট থাকো। এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শিববাবাকে ভুলে অন্য কাউকে স্মরণ করলে শেষ সময়ে ফেল হয়ে যাবে। ফেল হয়ো না। মানুষের মৃত্যু কালে থাকে বলা হয় রাম রাম বলো, কিন্তু সেই সময় স্মরণে আসবে না। তবুও গাওয়া হয় - অন্তিম কালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে....একথা এখনে জন্যই। খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই। অন্তিম কালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে...। তোমরা এখন বুঝতে পার যে আমরা নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করবো (বিবাহ করবো)। স্বর্গের জন্য তৈরী হচ্ছে তোমরা। বাবা ব্যতীত আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না। এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মা) আমাকে শিববাবাই এ সব বলেন। একেই বলা হয় শক্তিসেনা বা পান্ডব সেনা। পান্ডব নাম প্রযুক্ত হয় মহারথীদের উপরে। শক্তিদেব সিংহের উপর আরুঢ় দেখানো হয়। তো বাবা বলেন, কল্প পূর্বে যেমন সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, হুবহু সেই মতোই এখন শেখাচ্ছি। যে যে অ্যাক্ট এখন চলছে প্রতি কল্পেই এই রকমই চলবে। এতে কোনো রকমের ব্যত্যয় হতে পারে না। কল্প কল্পই এই পাট চলবে। বাবা বলেন, তোমাদের গুট থেকে গুটতম বিষয় শোনাচ্ছি আমি। পরে কী হবে তা তো পরেই বলবো, তাই না! এখনই সব কিছু বলে দেবো, তবে কী এখনই ফিরে চলে যাব? অন্তিম সময় পর্যন্ত নতুন পয়েন্টস শোনাতে থাকব। আমরা গীতার মহিমা তো অনেক করি, অথচ সেই গীতা বা মহাভারতে হিংসক যুদ্ধ ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোনো লড়াই-ই হয়নি। তোমাদের এ হল যোগবলের ব্যাপার। অহিংসার অর্থ কেউই জানে না। সির্ফ স্ত্রীকে নরকের দ্বার বলে দিয়েছে। বাস্তবে নরকের দ্বার তো হয় না। তাহলে তাকে স্বর্গের দ্বার কে বানাবে? তা তো একমাত্র ভগবানের শক্তিতেই সম্ভব। এই গীত বাবা-ই বানিয়েছেন, এরপর কেউ ঠিক বানিয়েছে, কেউ ভুল বানিয়েছে। মিঞ্চড করে ফেলেছে। "রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়ো না..." এমন এমন গীত বানিয়েছেন। তো এখনকার ব্যাপার হল আলাদা। গোশালাও আছে, বনবাসও আছে, কিন্তু সে সবার অর্থ তারা বুঝতে পারে না। আমি কাউকে ভাগিয়ে এনেছি কী? কাউকে কী বলেছি যে করাচীতে চলে এসো? এই শক্তিদেবকে জিজ্ঞাসা করো। এওটাও ড্রামাতে পাট ছিল। যাদের উপরে জুলুম হয়েছে, তারা চলে এসেছে। তাই রাইট (সত্য) কোনটা তা বাবা-ই বলে দেন শাস্ত্রে যা কিছু লিখেছে, সে সব হল ভক্তিমার্গ। সে সব তো আমার সাথে মিলতে পারে না। আমার কাছে আসতেও পারে না। আমাকে তো গাইড হয়ে এখানে আসতে হয়। মানুষ বলে যে এমন শরীর কেন ধারণ করলাম না, যাতে গৃহস্থী হতে হয় না। আরে, আমাকে তো গৃহস্থীর তনে এসে তাকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তারই ৮৪ জন্ম বানাই। তো কত গুট বিষয় এসব। এ হল নতুন ধর্মের জন্য নতুন কথা। জ্ঞানও নতুন। বাবা বলেন, কল্প - কল্প আমি এই জ্ঞান শোনাই। আর কেউই এমন বলবে না যে, আমি কল্প - কল্প ধর্ম স্থাপন করতে আসি। লক্ষ্মী - নারায়ণের কেউই বলবে না যে, আমরা পুনরায় রাজত্ব করতে এসেছি। সেখানে তো এই জ্ঞানই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। শাস্ত্র তো পরে এসেছে অনেক অনেক বানিয়েছে। আমাদের ব্রাহ্মণদের কাছে এক গীতাই

আছে। ধর্মও স্থাপন করি আর সঙ্গতিও সবার করি। ডবল কাজ হল, তাই না ! এখন আমি যা শোনাই সেটা রাইট না তাদেরটা রাইট, সেটা তো তোমরাই জানো। আমি কে? আমি হলাম টুথ। আমি কোনো বেদ বা শাস্ত্র শোনাই না। যদিও ইনি বেদ শাস্ত্র অনেক পড়েছেন, কিন্তু তিনি খোড়াই শোনালেন ! শিববাবা তো নতুন নতুন কথা শোনান, তিনি তো অশরীরী । কেবলমাত্র এই মুরলী শোনানোর জন্যই তিনি আসেন, খাওয়া দাওয়া করবার জন্য আসেন না। আমি তো এসেছি বাচ্চারা, তোমাদেরকে নতুন রাজধানী দেওয়ার জন্য। খাবারের স্বাদ তো এনার আত্মা (ব্রহ্মা) নেয় ।

প্রত্যেকের ধর্ম হল আলাদা, তারা তাদের নিজেদের ধর্ম শাস্ত্র পড়বে। এখানে তো মানুষ প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু তাতে সার বস্তু কিছু নেই। যত পড়তে থাকে, সংসার কেবল অসারই হতে থাকে। তমোপ্রধান তো হতেই হবে। সবার প্রথমে সৃষ্টিতে তোমরাই এসেছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা মাতা পিতার থেকে জন্ম নিয়েছ। ওই দিকে হল আসুরী কুটুম, আর এদিকে হল ঈশ্বরীয় কুটুম, এরপর দৈবী ক্রোড়ে যাবে, স্বর্গের মালিক হবে । মাতা পিতার মতে চললে স্বর্গের অগাধ সুখ পাবে । বাকি রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্ন তো অবশ্যই পড়বে। বাবা বলেন হে বাচ্চারা - বিকারের উপরে বিজয় লাভ করলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে। এমন কখনও হয় নাকি যে বিবাহ না করলে দুর্বল হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাও তো তারা কত মোটামোটা স্বাস্থ্যবান থাকে। এখানে তো হল ব্রেন-এর কাজ, পরিশ্রম রয়েছে । দধিচী মূনীর উদাহরণ রয়েছে না ! সন্ন্যাসীরা নানান পুষ্টিকর খাবার পায়। বাবা(ব্রহ্মা বাবা) নিজেও তাদের নানা রকমের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য খাওয়াতেন। এখানে তো খাওয়ার বিষয়ে অনেক সাবধান থাকতে হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানকে ভালো করে ধারণ করবার জন্য পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। এখন হল অন্তিম কাল, সেইজন্য এমন অভ্যাস করতে হবে যেন একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে।

২) দধিচী ঋষির মতো সেবা করে বিকারের উপরে বিজয় লাভ করে জগৎজিৎ হতে হবে।

বরদান:- সময়ের গতিশীলতা অনুসারে সর্ব প্রাপ্তিতে ভরপুর থেকে মায়াজিৎ হওয়া তীর পুরুষার্থী ভব বাপদাদা যত কিছু প্রাপ্তি করিয়েছেন, সেই সর্ব প্রাপ্তি গুলিকে নিজের মধ্যে জমা করে ভরপুর থাকা, কোনো রকমের অভাব যেন না থাকে। যেখানে ভরপুরতার অভাব রয়েছে, সেখানে মায়াজিৎ হওয়ার সহজ উপায় হলো - সর্বদা প্রাপ্তি গুলির দ্বারা ভরপুর থাকা। কোনো একটি কিছু হওয়া প্রাপ্তির থেকে বঞ্চিত থেকে যেও না। সর্ব প্রাপ্তি যেন থাকে। সময়ের গতিশীলতার অনুযায়ী যে কোনো সময় যা কিছু হতে পারে। সেইজন্য তীর পুরুষার্থী হয়ে এখন থেকেই ভরপুর হও। এখন নয় তো কখনো নয়।

স্লোগান:- সত্যতা আর নির্ভরতা একসাথে থাকলে কোনো কারণই বিচলিত করে দিতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা- অবিনাশী সার্জনের কাছে কোনো কিছুই লুকোনো উচিত নয়, শ্রীমতের অবজ্ঞা হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত, তা নাহলে বোঝা (পাপ) বৃদ্ধি হতে থাকবে, নিন্দুক হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যিকারের উপার্জনের আধার কি? উন্নতির পথে বিঘ্ন কেন আসে?

*উত্তরঃ - সত্যিকারের উপার্জনের আধার হলো পড়াশোনা (জ্ঞান)। যদি পড়াশোনা ঠিক মতো না হয় তাহলে সত্যিকারের রোজগার করতে পারবে না। সঙ্গ যদি সঠিক না হয় তখন উন্নতিতে বিঘ্ন আসবে। বলাও হয় যে, সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস (উন্নতি), অসৎ-সঙ্গে (কুসঙ্গ) নরকবাস (অবনতি)। সঙ্গ খারাপ হলে পড়াশোনা করতে পারবে না, তাই পাশও করতে পারবে না। সঙ্গদোষই পরস্পরকে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়, তাই সঙ্গদোষ থেকে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অনেক সাবধান থাকতে হবে।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর... তোমার প্রেমের এক বিন্দুর জন্য পিয়াসী মোরা....(তু প্যায়ার কা সাগর হ্যায়)

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার মহিমা করে থাকে। এ হলো ভক্তিমার্গের মহিমা। তোমরা সুপুত্র বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে বাবার মহিমা করছো। তোমরা বুঝে গেছো যে, অসীম জগতের বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন কারণ জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র তিনিই। গডের (ভগবানের) মধ্যে নলেজ আছে। এটাই হল গডলী (ঈশ্বরীয়) নলেজ। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞান প্রদানকারী। কাদের জ্ঞান প্রদান করেন? বাচ্চাদের। যেমন তোমাদের মাম্মার নাম গডেজ অফ নলেজ (জ্ঞানদাত্রী) রাখা হয়েছে। তাই যখন জগৎ অন্ধা হলেন গডেজ অফ নলেজ তখন তাঁর বাচ্চাদের মধ্যেও সেই নলেজ অবশ্যই থাকবে। জ্ঞানদাত্রী সরস্বতীকে ঈশ্বরই নলেজ দেন। কিন্তু কার দ্বারা দেন? এ হলো বড়ই বোঝার মতো বিষয়। জগতের মানুষ জানে না যে জগৎ অন্ধা কে? একথা বাচ্চারাই জানে যে জগৎ অন্ধা একজনই হবেন। নাম তো অনেক দিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ তো জানেই না যে ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী সরস্বতী। সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় - সেই নলেজ গডফাদার প্রদান করেন। বাবা বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করছেন। সরস্বতী এই জ্ঞান কিভাবে পেয়েছেন? অবশ্যই তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাই পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি এই মুখ (ব্রহ্মা) দ্বারা, সরস্বতীকে জ্ঞান দিয়েছেন, মাম্মা সেই জ্ঞান আবার অন্যদেরকেও শুনিয়েছিলেন। গডফাদার পড়ান তাই গডফাদারের সন্তানেরা অবশ্যই মাস্টার গড হবে, তাই না। সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে গডেজ অফ নলেজ। বাচ্চারা একথা জানে যে, আমরা আর আমাদের মাম্মা জ্ঞানসাগরের কাছ থেকে নলেজ গ্রহণ করছি। যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভগবান তো এক। কোনো দেবতা বা মানুষ ভগবান হতে পারে না। মাম্মা যদি গডেজ অফ নলেজ হন, তাহলে তিনি কিসের নলেজ কিসের নলেজ প্রদান করবেন? রাজযোগের। এই সহজ রাজযোগের নলেজ দ্বারা গডেজ অফ নলেজ সরস্বতীই আবার গডেজ অফ লক্ষ্মী হয়। যদি গডেজ অফ নলেজের মহিমা হয়, তাহলে বাচ্চাদেরও হবে। সকলেই হল প্রজাপিতার সন্তান। মাম্মার সন্তান বলা যাবে না। এ হলো প্রজাপিতার মুখ-কমলের সন্তান। তোমাদের এই নিশ্চয়তা থাকে যে, তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর পিতা বলেন, আমি বাচ্চাদেরই সম্মুখে থাকি। তারাই আমাকে জানে। তাহলে জগদম্বা হলেন গডেজ অফ নলেজ। এ হলো সহজ রাজযোগের নলেজ, শাস্ত্রের নয়। ঈশ্বর এঁনাকে নলেজ দিয়েছেন তাই তাঁকে গডেজ (দেবী) বলা হয়। জগৎ অন্ধা হলেন মাতা। তিনিই আবার দ্বিতীয় জন্মে গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধন-সম্পদ) লক্ষ্মী হন, যাঁর কাছে মানুষ ভিক্ষা চায়। তাই এটাই সিদ্ধ হয়েছে যে, বাবার দ্বারা জগৎ-অন্ধা রাজযোগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছেন। ওঁনাকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয়। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। এ হল সত্যিকারের উপার্জন যা সত্য বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে সত্যিকারের উপার্জন করছো। যদি পড়া না করে তাহলে সত্যিকারের উপার্জন করতে পারবে না। সঙ্গ যদি ঠিক না হয় তবে পড়তে পারবে না, উন্নতি হবে না। সত-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে (কুসঙ্গ) অধঃপতন (ডুবে যাওয়া)। সঙ্গ খারাপ হলে, পড়া না করলে অকৃতকার্য হয়ে পিছনে বসে থাকবে। টিচার জানেন যে এর কারণ কী। কিন্তু বাবা জানে না। হ্যাঁ, এতোটা তো বাবা বোঝেন যে পড়া কম করছে, সঙ্গও নিশ্চয়ই খারাপ সেই কারণেই অকৃতকার্য হয়ে যায়। মনে করো, পরস্পরের মধ্যে প্রেম রয়েছে, দুজনেই পড়া করে না তখন দুজনেই পরস্পরকে রসাতলে নিয়ে যায়। বাবা বোঝেন যে এরা পড়ে না, তাই এদের আলাদা করে দেওয়া উচিত। পড়া (জ্ঞান) না করা মানুষকে বলা হয় অবুঝ বা অজ্ঞানী। পড়া করলে বলা হবে বুঝদার। ভগবানের শ্রীমতে না চললে বলা হবে যে এ হলো প্রকৃত/সৎ-বাচ্চা (সৌতেলা)। কিন্তু তারা এর অর্থ জানে না। তোমরা জানো - কেউ যদি না পড়ে তাহলে সে পতিত ছিল আর পতিত-ই থেকে যাবে, অকৃতকার্য হয়ে ভাগিনী হয়ে যাবে

(পালিয়ে যাবে)। বাবা বলেন যে- ওহে! রাবণ, তুমি আমার বাচ্চাদেরকে হরণ করেছে। রাবণ কত শক্তিশালী। বাচ্চারা শয়তানের মতে চলতে শুরু করে। শ্রীমতে চলে না। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করা উচিত - প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা বাবার মতানুসারেই চলব। যারা শ্রীমতে চলে না তাদের আসুরীক মতানুসারী বলা হবে। বাবা বোঝেন যে এরা উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না, কাউকে বোঝাতে পারবে না, তাই বলা হয় যে রাবণের বশীভূত। যোগ না থাকার কারণে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। বুদ্ধির যোগও তো চাই। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের চালচলন অনেক রয়্যাল (অভিজাত) হওয়া উচিত। জন্মানোর পরেই কেউ সুযোগ্য রাজা হয়ে যেতে পারে না। সেই কারণেই বাবা বলেন যে, শ্রীমতে চলে ৫ বিকাররূপী রাবণের উপর জিৎ প্রাপ্ত করতে হবে। যারা শ্রীমতে চলে না বাবা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এরা আসুরীক মতে রয়েছে। তাদের মধ্যে আবার কেউ ৫ পার্সেন্ট শ্রীমতে চলে, কেউ ১০ পার্সেন্ট শ্রীমতে চলে। তারও হিসাব আছে।

তাই জগৎ অম্মা হলেন একজনই। জগৎ অম্মা হলেন ব্রহ্মা মুখবংশাবলী সরস্বতী। এ হলো ঔনার সম্পূর্ণ নাম। সরস্বতীকেই বীণা দেওয়া হয়। ইনি হলেন গডেজ অফ নলেজ, তো অবশ্যই ঔনার সন্তানও আছে। তাদেরও বীণা থাকা উচিত। দেখো, কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের চিত্রে এই সরস্বতী হলো ব্রহ্মাকুমারী, রাজযোগ শিখছেন, ইনিই আবার সত্যযুগে গিয়ে লক্ষ্মী হবেন, গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধনের দেবী)। এর মধ্যেই হেল্থ, ওয়েল্থ (সম্পদ), হ্যাপীনেস (সুখ) সব চলে আসে। এই প্রাপ্তি পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না। হেভেনলী গডফাদার হলেন তিনিই। এখন দেখো, মাম্মা সার্ভিস করছেন। মনে করো, মাম্মাকে যদি কোথাও আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে প্রথমেই মাম্মার অক্যুপেশন জানতে হবে। প্রথমে জ্ঞাত হতে হবে যে - ইনি কে? দুনিয়ার মানুষ তো জানে না। বলা হয়, কৃষ্ণ-কেও গালি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এ তো হতে পারে না, অসম্ভব। সবচেয়ে বেশি গালি খেতে হয়েছিল শিববাবা-কে, আর দ্বিতীয় নম্বরে গালি খেয়েছিলেন ব্রহ্মা। কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা। কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ গালি দিতে পারে না। মানুষের একথা জানা নেই যে সরস্বতীই হলেন গডেজ অফ নলেজ, ভবিষ্যতে রাধা হবেন। আর, স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী হন, গডেজ অফ ওয়েল্থ। এরমধ্যেই স্বাস্থ্য, ধন, সুখ - সবই এসে যায়। বোঝানোর জন্য তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত। মাম্মা কে? একথা বোঝাতে হবে। তিনি হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। ভারতবাসীরা কিছুই জানে না। নলেজ নেই তাই। অনেক কুসংস্কার (অন্ধশ্রদ্ধা) রয়েছে। ভারতবাসীরা অনেক ব্লাইন্ড ফেথ (অন্ধবিশ্বাস) মধ্যে রয়েছে। কার পূজা করে তাও জানে না। খ্রীষ্টানরা তাদের খ্রীষ্টকে জানে। শিখরা জানে যে গুরুনানক শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। নিজেদের ধর্ম-স্থাপককে জানে। শুধুমাত্র ভারতবাসী হিন্দুরাই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধায় পূজা করতে থাকে, অক্যুপেশনের (কর্তব্য) বিষয়ে কিছুই জানে না। কল্পের আয়ু বেশী করে দেওয়ার ফলে কিছুই বুঝতে পারে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা পরে এসেছে। তাদের সামনে অবশ্যই এই দেবতার থাকবে। তারাও এতোটাই সময় থাকবে। সবধর্মের জন্য আধাকল্প লাগে, তাহলে আর বাকি এই ধর্মের জন্য আধাকল্প দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ বছর তো বলা যেতে পারে না। তোমরা জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে বোঝাও - এই গডেজ অফ নলেজ-কে জ্ঞান কে দিয়েছেন? এমন তো আর বলবে না যে কৃষ্ণ জগৎ অম্মাকে নলেজ দিয়েছেন। কিন্তু একথাও সেই বোঝাতে পারবে যার বোঝাবার প্র্যাকটিস ভালো আছে। কারো-কারো তো অনেক দেহ- অভিমান থাকে। কোনো না কোনো আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি স্মরণে আসে। বাবা বলেন, অন্যদেরকে স্মরণ করলে আমাকে স্মরণ করতে ভুলে যাবে। তোমরা গায়নও করো যে, অন্য সব সম্বন্ধ ছেড়ে আমরা একজনের সাথেই সম্বন্ধ জুড়বো। তিনি তো এখন এখানে বসে আছেন। বাবা আমরা তোমার শ্রীমতেই চলব। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে নাম বদনাম হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা এমন-এমন কর্ম করে, যাতে নাম বদনাম হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ বোঝে ততক্ষণ পর্যন্ত গালি দিতেই থাকে। নাম গৌরবান্বিতও করে। ওহো! তোমার লীলার গায়ন রয়েছে, তাই না। কিন্তু কেবল বাচ্চারাই বুঝতে পারে, আর কেউ জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি নিষ্কাম সেবা করি। অপকারীরও উপকার করি। ভারতকেও সোনার পাখীতে পরিণত করি। আমি হলাম নম্বর ওয়ান উপকারী। কিন্তু মানুষ আমাকে সর্বব্যাপী বলে অনেক গালি দেয়। আমি তো তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করি। এই জ্ঞান-যন্ত্রে আসুরী সম্প্রদায়ের অনেক বিঘ্ন পড়ে। বাবা বোঝান যে, যে বাচ্চারা ভালভাবে বুঝতে পারে না, তাদের জন্যই নাম বদনাম হয়। তারা বাবার নিন্দা করে। অনেক বাচ্চারা তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আবার অনেকে ডিসসার্ভিসও করে। একদিকে যেমন কেউ কনস্ট্রাকশন (কিছু নির্মাণ করে) করে আবার আরেকদিকে ডেসট্রাকশনও (ধ্বংস) করে কারণ জ্ঞান থাকে না তাই। এখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে। যারা সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী বুঝতে পারে না তাদেরকে বোঝাতে হবে। করুণা তো হয়ই, তাই না। বাবার হয়ে গেল অথচ উত্তরাধিকার নিল না, তাহলে সেটা কি কোনো কাজের হল! বাবাকে পেয়েছো তো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত, শ্রীমতে চলা উচিত। এমন কাজ কখনোই করা উচিত নয় যার ফলে বাবার নিন্দা হয়। বাবা জানেন যে কাম, ক্রোধ হলো মহাশত্রু। এরফলে নাক-কান ধরতে হয়। এতো হবেই। এর থেকে দূরে যেতে হবে। কেউ কেউ নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সব বাচ্চারা তো একই রকম হয় না। বাবা তাও সাবধান করেন - সদা সজাগ

(খবরদার) থাকো! এমন অকাজের কাজ করে যদি নিন্দা করাও তবে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। মহাবীরের সাথে মায়াও মহাবীরের মতো লড়াই করে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে মায়ার তুফান কোথায় নিয়ে যায়। বাচ্চারা কেউ সত্যকথা বলে না। পরামর্শও নেয় না। অবিনাশী সার্জনের কাছে কিছু লুকোনো উচিত নয়। যদি না বলো তবে আরো অস্বচ্ছ (নোংরা) হয়ে যাবে। এমন নয় যে, বাবা হলেন জানিজননহার (সর্বস্ত), সব বোঝেন। না, তোমরা যে অবজ্ঞা করো বলো - শিববাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা না চাইলে তো ভুল হতেই থাকবে। নিজের মাথার উপর পাপ চড়তেই থাকবে। বাবা তো বোঝান যে কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজের পদপ্রাপ্তিকে ব্রষ্ট করো না। যদি এখন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে না পারো তাহলে কল্প-কল্পান্তর এমনই দশা হবে। এ হলো নলেজ। বাবা জানেন যে, পূর্ব কল্প অনুযায়ী রাজস্ব স্থাপন করা হচ্ছে। বাপদাদা ভালভাবেই বুঝতে পারেন। ইনি তো আবার উপযুক্ত বাচ্চা। মাতাদের মহিমা বৃদ্ধি করতে হবে, মাতাদের সামনে রাখা হয়। গোপদের (ভাইদের) বোঝানো হয় যে তাদের (মাতাদের) এগিয়ে নিয়ে দাও। ভাইয়েরাও অনেক সার্ভিস করতে পারে। চিত্র দিয়ে বোঝাও - উচ্চ থেকে উচ্চতম হলো ভগবান। তার নীচে হল ত্রিমূর্তি - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। তারমধ্যেও উচ্চ কে, কার নাম? সকলে বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার দ্বারা উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। শংকর বা বিষ্ণুকে পিতা বলা হয় না। তাদের থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাকেই বলা হয়। তাঁর থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার বাচ্চা। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, হেভেন স্থাপন করেন যিনি, তাই অবশ্যই হেভেনের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই শ্রীমত হলো রাজযোগের জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা শ্রীমত প্রদান করেন। এই শ্রীমৎ হলো দেবতা হওয়ার জন্য। ব্রহ্মাকুমারী থেকে শ্রীলক্ষ্মী, গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধনদাত্রী)। এরা হলো ব্রাহ্মণ আর ওঁনারা হলেন দেবী-দেবতা। নিরাকারী দুনিয়াতে তো সব আত্মারা থাকে। বাচ্চাদের অনেক বোঝানো হয় কিন্তু যার বোঝার ক্ষমতা আছে সে-ই বোঝে। মানুষ তো অন্ধবিশ্বাসে সন্ধ্যাসী, গুরুদের শিষ্য হয়ে যায়। তাদের থেকে কি পাবে, সেটাও জানে না। টিচার তো তাও জানে যে কী পদবী পাবে। বাকি যারা ফলোয়ার তাদের প্রাপ্তি কি, কিছুই জানে না। এটা হলো অন্ধশ্রদ্ধা। ফলোয়ার্স তো কেউ-ই হয় না। না তারা তোমাদের তৈরী করে আর না তোমরা ওদের মতো তৈরী হও। প্রধান এইম অবজেক্ট কী- কিছুই জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সঙ্গদোষ থেকে সদা সুরক্ষিত থাকতে হবে। সত্যিকারের পড়া পড়ে সত্যিকারের উপার্জনের স্টক (সঞ্চয়) জমা করতে হবে।

২) প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। একথা নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান:- সমস্ত অভিযোগের ফাইলগুলিকে সমাপ্ত করে ফাইন (নিখুঁত) কর্মযোগী ভব যেরকম আত্মা আর শরীর কন্সাইন্ড থাকার অর্থ হল জীবন, তেমনই কর্ম আর যোগ হল কন্সাইন্ড। ২-৩ ঘন্টার যোগী নয়, যোগী জীবন যাপনকারী। তাদের যোগ স্বতঃ আর সহজ হয়, তাদের যোগ ভঙ্গই হয় না, যে পুনরায় যোগযুক্ত হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তাদের কোনও বিষয়ে অভিযোগ থাকে না। স্মরণে থাকার কারণে সব কাজ সহজেই সফল হয়ে যায়। ফাইন (নিখুঁত) হতে থাকা আত্মাদের সব ফাইল সমাপ্ত হয়ে যায়, কেননা যোগী জীবন হল সর্বপ্রাপ্তির জীবন।

স্লোগান:- সবসময় করাবনহার বাবা স্মরণে থাকলে নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"শিব জয়ন্তীর গিফট - পরিশ্রম ছেড়ে প্রেমের দোলায় দোলো"

আজ স্বয়ং শিব পিতা চতুর্দিক থেকে আগত নিজের বাচ্চাদের সাথে নিজের জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। বাচ্চাদের কত ভাগ্য যে স্বয়ং বাবা মিলন আর জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। দুনিয়ার লোকে তো কাতর চিৎকার করতে থাকে - এসো, কবে আসবে, কোন রূপে আসবে, আহ্বান করতে থাকে আর স্বয়ং বাবা তোমরা সব বাচ্চার সঙ্গে উদযাপন করতে এসেছেন। এমন বিচিত্র দৃশ্য কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারনি, কিন্তু আজ সাকার রূপে উদযাপন করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে গেছ তোমরা। বাবাও চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন - বাহ্ শালগ্রাম বাচ্চারা বাহ্! বাহ্ সাকাররূপধারী উদীয়মান ফরিস্তা তথা দেবতা বাচ্চারা বাহ্! ভক্ত বাচ্চাদের সাথে তোমরা সব 'জ্ঞানী তু বাচ্চাদের' মধ্যে কত প্রভেদ! ভক্তরা তাদের ভাবনার, অল্পকালের ফল পেয়ে খুশি হয়ে যায়। বাহ্ বাহ্-এর গীত গাইতে থাকে আর তোমরা 'জ্ঞানী তু আত্মারা' অল্পকালের সামান্য একটু ফল পাও না, বরং বাবার থেকে পূর্ণরূপে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে, উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যাও। তাহলে, ভক্ত আত্মাদের আর জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চাদের কত প্রভেদ! ভক্তরাও উদযাপন করে এবং তোমরাও উদযাপন করতে এসেছ, কিন্তু উদযাপন করার মধ্যে কত প্রভেদ রয়েছে। শিব জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছ তো না! দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ, কেউ আমেরিকা থেকে, কেউ লন্ডন থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে, কেউ এসেছ এশিয়া থেকে। কত স্নেহের সাথে এসে পৌঁছেছ। তো বাপদাদা, বাবার জয়ন্তীর সাথে বাচ্চাদেরও জন্মদিনের অভিনন্দন, অভিনন্দন অভিনন্দন। কারণ, বাবা একা এই সাকার দুনিয়ায় বাচ্চাদের ছাড়া কোনো কার্য করতে পারেন না। বাচ্চাদের প্রতি তাঁর এতই প্রীতি। একলা করতেই পারেন না। প্রথমে বাচ্চাদের নিমিত্ত বানান তারপর ব্যাকবোন হয়ে কিংবা কস্মাইন্ড হয়ে, করাবনহার হয়ে নিমিত্ত বাচ্চাদের দ্বারা কার্য করিয়ে থাকেন। সাকার দুনিয়ায় বাচ্চাদের ছাড়া একলা পছন্দ করেন না। নিরাকারী দুনিয়ায় তো তোমরা বাচ্চারা বাবাকে একা ছেড়ে চলে যাও। বাবার আঞ্জাতেই যাও কিন্তু সাকার দুনিয়ায় বাবা বাচ্চাদের ছাড়া থাকতে পারেন না। অবশ্যই বাচ্চাদের সাথে প্রয়োজন। বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞাও সাথে থাকবে, একসাথে চলবে- শুধু নিরাকারী দুনিয়া পর্যন্ত। বাপদাদা দেখছিলেন যে, সব বাচ্চার মধ্যে বাবার জয়ন্তী উদযাপন করার কত উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। তো বাবাকেও দেখ বাচ্চাদের স্নেহে সাকার শরীরের লোন নিয়ে তোমাদের সাথে পৌঁছে গেছেন।

একেই বলে, অলৌকিক প্রীতি। বাচ্চারা বাবাকে ছাড়া থাকতে পারে না। প্রীতিও অতি আবার স্বাভাব্যও অতি, সেইজন্য বাবার মহিমাই হলো প্রিয় এবং স্বতন্ত্র। বাচ্চারা বাবার জন্য অনেক রকমের গিফ্ট, হতে পারে তা' কার্ড, অথবা কোনো জিনিস, কিংবা হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার পত্র, যা কিছুই নিয়ে আসে আজকের দিনে বাবার কাছে বতনে সব গিফ্টের মিউজিয়াম গঠন করা হয়েছে। তোমাদের মিউজিয়াম হলো সেবার আর বাবার মিউজিয়াম হলো স্নেহের।

তো সবাই যা কিছু নিয়ে এসেছে বা পাঠিয়েছে সবার

স্নেহসম্পন্ন গিফ্ট এখনও বাবার কাছে মিউজিয়ামে রাখা আছে। যেগুলো দেখে দেখে বাবা পুলকিত হতে থাকেন। জিনিস বড় নয়, কিন্তু যখন জিনিসে স্নেহ ভরে থাকে তখন সেই ছোট জিনিসও খুব মহান হয়ে যায়। তাইতো বাপদাদা জিনিস দেখেন না, কাগজের কার্ড কিংবা পত্র দেখেন না, বরং তার মধ্যে সমাহিত হৃদয়ের স্নেহ দেখেন। সেইজন্য বলেছেন বাবার কাছে স্নেহের মিউজিয়াম আছে। এমন মিউজিয়াম তোমাদের ওয়ার্ল্ডে নেই। আছে এমন মিউজিয়াম? নেই। যখন বাবা ভালোবাসার এক একটা গিফ্ট দেখেন তখন দেখার সাথে সাথেই বাচ্চাদের চেহারা তা'তে দৃশ্যগোচর হয়। এমন ক্যামেরা আছে তোমাদের কাছে? নেই। গিফ্ট দেখতে দেখতে বাপদাদার এক শুভ সঙ্কল্প উঠেছে, বাবা তোমাদেরকে বলবেন? তাহলে তখন করতে হবে। করবে, প্রস্তুত তোমরা? ভেবো না।

বাপদাদার সঙ্কল্প উঠেছে এই গিফ্ট তো বাবার কাছে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে বাপদাদার আরও একটা গিফ্ট চাই। তোমাদের গিফ্ট খুব ভালো, কিন্তু বাপদাদার আরও চাই। তাহলে, দেবে গিফ্ট? সাধারণতঃ, এই যে স্মারক উদযাপন করে, শিব জয়ন্তী অর্থাৎ কিছু না কিছু অর্পণ করে। আত্মবলিদান হয়ে যায়। তাইতো বাপদাদা ভেবেছেন, সব বাচ্চাই তো বলিদান হয়েছে, বলিদান হয়ে গেছ নাকি এখনো অল্পস্বল্প নিজের কাছে সামলে রেখেছ? আজকের দিনে ব্রতও নিয়ে থাকো।

তাইতো, বাপদাদার সঙ্কল্প উঠেছে যে, বাচ্চারা অল্প একটু চলতে চলতে যে থকে যায়, খুব পরিশ্রম অনুভব করে, কিংবা নিরন্তর যোগ যুক্ত হতে কঠিন অনুভব করে, ভাবে হয়ে তো যাবে.... বাবাকেও ভরসা দেয় - আপনি চিন্তা করবেন না, হয়ে যাবে। যতই হোক, বাপদাদার ভালো লাগে না যখন বাচ্চারা ক্লান্ত বা একাকী বোধ করে কিংবা কখনো কখনো, কেউ কেউ একটু হলেও নিরাশও হয়ে যায়, জানি না আমার ভাগ্যে আছে কি নেই... কখনো কখনো এরকম ভাবে তখন সেটা বাবার ভালো লাগে না। বাবার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ বাচ্চাদের পরিশ্রম। মালিক আর পরিশ্রম! বাবারই বালক সেই মালিক। ভগবানেরও মালিক আর তারপরেও পরিশ্রম করবে! তাহলে ভালো লাগবে? শুনতেও ভালো লাগে না। তো বাবার সঙ্কল্প উঠেছে যে বাচ্চারা বার্থ ডে গিফ্ট যা দিয়েছে তা' তো বতনে ইমার্জ হয়ে গেছে, কিন্তু নিরাকার দুনিয়ায় তো এই গিফ্ট ইমার্জ হবে না। সেখানে তো সংকল্পের গিফ্ট পৌঁছায়। তাইতো বাবার সঙ্কল্প উঠেছে যে আজকের দিনে সব বাচ্চার থেকে গিফ্ট নিতে হবে। তাহলে, তোমরা এই গিফ্ট দেবে নাকি দিয়ে তারপর ওখানে ফিরে গিয়ে ফেরৎ নিয়ে নেবে? তোমরা বলবে, মধুবনে যা কিছু হয়েছে তা' মধুবনেই রয়েছে এবং নিজের দেশের সবকিছু নিজের দেশে, এরকম তো করবে না, তাই না! বাচ্চারা বড়ই চতুর হয়ে গেছে। বাবাকে বলে, আমরা তো চাই না ফিরে আসুক, কিন্তু এটা এসে যায়। যদি তা' ফিরেই আসে তোমরা কেন সেটা স্বীকার করে নাও? এটা ঠিক যে এসে যায়, কিন্তু কোনো জিনিস যদি তোমার পছন্দ না হয় আর কেউ তা' জবরদস্তি দিয়েও দেয় তাহলে তুমি কি নেবে নাকি ফিরিয়ে দেবে? ফিরিয়ে দেবে তো না? তাহলে, কেনই বা স্বীকার করো? মায়া তো ফিরিয়ে আনবে কিন্তু তোমরা স্বীকার করো না। এমন মনোবল আছে তোমাদের? ভেবে বলো। পরে ওখানে গিয়ে ব'লো না - বাবা কী করবো, চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে। এরকম পত্র তো লিখবে না? তোমাদের সাহস আর বাবার সহায়তা। মনোবল কম হতে দিও না, তারপরে দেখ বাবার সহায়তা পাও কি পাও না! সবার অনুভবও রয়েছে যে মনোবল বজায় রাখলে সময়মতো বাবার সহায়তা পাওয়া যায় আর পাওয়ারই আছে, গ্যারান্টি রয়েছে। মনোবল তোমার সহায়তা বাবার। তাহলে, সঙ্কল্প কী ছিল? বাবা সকলের মুখ দেখছেন - মনোবল আছে কি নেই। তোমাদের মনোবল তো আছেই, কেননা, যদি মনোবল না থাকতো তাহলে বাবার হতে পারত না। হয়ে গেছে - এতে প্রমাণ হয় যে মনোবল আছে। শুধু ছোট একটা ভুল করো তোমরা সময়মতো মানসিক বলের বিষয় ভুলে যাও। কিছু হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের মানসিক বল এবং সহায়তার স্মৃতি ফেরে। সময়মতো সব শক্তি, সময় অনুযায়ী ইউজ করা, একে বলা হয়ে থাকে 'গুস্তানী তু আত্মা', 'যোগী তু আত্মা'। বাপদাদার একটা ব্যাপারে খুব খুশি হয়, জানো তোমরা কোন বিষয়ে? বলো। (অনেকে বলেছে) সবাই ঠিক বলছ কিন্তু বাবার সঙ্কল্প অন্য। তোমরা অনেক গুহ্য বিষয় বলছ, নলেজফুল হয়ে গেছো তো না।

বাপদাদা খুশি হচ্ছিলেন যে অনেক বাচ্চা পত্র আর কার্ড লিখেছে, আমি ১০৮-এ আসবো, অনেক কার্ড এসেছে। বাপদাদা ভেবেছেন যখন এত সংখ্যক ১০৮-এ আসবে, তো ১০৮-এর মালা পাঁচ লহরের বানাতে হবে। তাহলে, ৫-৬-৭-৮ লহরের মালা বানাবো তো না? যারা সঙ্কল্প করেছে, লক্ষ্য রেখেছে খুব ভালো। কিন্তু শুধু এই সঙ্কল্পকে মাঝে-মাঝে মজবুত করতে থাকো। টিলা ছেড়ো না। এমন তো বলবে না যে, মায়া এসে গেছে - এবার জানি না আসবো কি আসবো না! জানি না, জানি না... ক'রো না। জেনে নিয়েছ, আসতেই হবে। নিরন্তর দূততার মোহর (ছাপ) লাগাতে থাকো। হ্যাঁ, আমাকে আসতেই হবে, যা কিছুই হয়ে যাক, আমার নিশ্চয় অটল, অখন্ড। এমন অটল-অখন্ড নিশ্চয় আছে তোমাদের? তাহলে টলানোর জন্য মায়াকে পাঠাবো? না? ভয় পাও? মায়া তোমাদের ভয় পায় আর তোমরা মায়াকে ভয় পাচ্ছ? মায়া তোমাদের দরজাগুলো দেখে, কোনটা খোলা আছে? এখানে খোলা আছে, এখানে খোলা আছে। খুঁজতে থাকে। তোমরা ঘাবড়ে যাও কেন? মায়া কিছুই না। যদি তোমরা বলো মায়া কিছু না তো সে কিছু হয়ে উঠবে না। যদি তোমরা বলো মায়া আসতে পারে না, আসতে পারে না তো আসতে পারে না। আমার কী করা উচিত...? এইভাবে, তোমরা মায়ার জন্য দরজা খুলে দাও এবং মায়াকে আহ্বান করো। এটা ভালো ব্যাপার যে অনেক বাচ্চা ১০৮-এ আসার প্রমিস করেছে। করেছে না? যারা যারা বলেছে যে আমি ১০৮-এ আসবো - তারা লম্বা হাত তোলো। ভালো করে ড্রিল করো। খুব ভালো, অভিনন্দন। এটা ভেবো না যে ১০৮-এ কত আসবে, আমি কোথায় আসবো - এটা ভেবো না। প্রথমে গুণতি করতে শুরু করে দাও - দাদি আসবেন, দিদি আসবেন, তারপর দাদারাও আসবেন, অ্যাডভান্স পার্টিরও আসবেন। আমার নম্বর আসবে কি আসবে না, জানি না! বাপদাদা বলেছেন যে, বাপদাদা ৮-১০ লহরের মালা বানিয়ে দেবেন, সেইজন্য তোমরা এই চিন্তা ক'রো না। অন্যদের দেখো না, তোমাদের নম্বর পেয়ে যাওয়ারই আছে, এটা বাবার গ্যারান্টি।

তোমরা নিজেদের সরিয়ে রেখো না। মালার মধ্যে সুতো খালি হতে দিও না। একটা দানা মাঝখান থেকে ভেঙে যদি যায়, বেরিয়ে যায় তাহলে মালা ভালো লাগবে না। শুধু এটা ক'রো না, বাকিটা বাবার গ্যারান্টি রয়েছে তোমরা অবশ্যই

আসবে।

আজ তো উদযাপন করতে এসেছেন, খোড়াই মুরলী শোনাতে এসেছেন! সুতরাং, আর যারাই আছ তারা মালাতে চলে এসো, ১০৮-এর মালাতে সবাইকে ওয়েলকাম। ভক্তি মার্গের যারা তারা তো এই ১০৮-এর মালা বানিয়েই নিয়েছে। বাপদাদা তো কতই বাড়াতে পারেন! এতে শুধু গিফ্ট বাবা তো অবশ্যই নেবেন, গিফ্ট ছাড়বেন না। ছোটই গিফ্ট বড় কিছু নয়, কারণ বাবা সব বাচ্চার ৬ মাসের চাট দেখেছেন। তাহলে, কী দেখেছেন? যদি কোনও বাচ্চা সামান্যতম উপর-নিচে হয়, অচল থেকে দোলাচলে আসে তো তার কারণ শুধু তিনটে মুখ্য বিষয়, সেই তিন বিষয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা পরিস্থিতি হয়ে আসার। সেই তিনটে বিষয় কী?

অশুভ বা ব্যর্থ ভাবনা। অশুভ বা ব্যর্থ বলা এবং অশুভ বা ব্যর্থ করা। ভাবা, বলা আর করা- এতে অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়। এখন বিকর্ম কম হয়, ব্যর্থ বেশি হয়। ব্যর্থের প্রবল ঝড় তোমাদের অস্থির করে তোলে এবং এটা প্রথমে আসে ভাবনায়, পরে বোলে আসে, তারপরে কর্মে আসে আর রেজাল্টে বাবা দেখেছেন যে, এটা কেউ বোল এবং কর্ম দ্বারা করে না, বরং এটা তারা অত্যধিক করে তাদের ভাবনার দ্বারা। যে সময় গঠনের সেই সময় ভাবনায় কেটে যায়। তো বাপদাদা আজ এই তিন বিষয় - ভাবনা, বোল এবং করা - বাবা সবার থেকে এগুলো গিফ্ট নিতে চান। প্রস্তুত তোমরা? যারা দিয়ে দিয়েছ তারা হাত তোলো। ভালো করে এক এক সাইডের হাতের ভিডিও করো। উঁচু করে হাত উঠাও। ড্রিল করো না তোমরা, সেইজন্য মোটা হয়ে যাও। আচ্ছা- সবাই এগুলো দিয়ে দিয়েছ। ফিরিয়ে নিও না। এটা ব'লো না যে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কী করবো? মুখে দুট সংকল্পের বোতাম (button) লাগিয়ে দাও। দুট সংকল্পের বোতাম তোমাদের আছে তো না? কেননা, বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা রয়েছে, তাই না। তো ভালোবাসার লক্ষণ হলো, যারা প্রিয় তাদের পরিশ্রম তিনি দেখতে পারেন না। বাপদাদা তো সেই সময় এটাই ভাবেন যে বাপদাদা সাকারে গিয়ে এদের কিছু বলেন, কিন্তু এখন তো তিনি আকারী, নিরাকারী। একেবারে সবাই পরিশ্রম থেকে দূরে প্রেম-প্রীতির দোলায় দুলতে থাকে। যখন প্রেম-প্রীতির দোলায় দুলতে থাকবে তখন পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে। পরিশ্রম সমাপ্ত করতে হবে, সমাপ্ত করতে হবে এটা ভেবো না। শুধু প্রেম-প্রীতির দোলায় বসে যাও, পরিশ্রম আপনা থেকেই ছেড়ে যাবে। ছাড়ার চেষ্টা ক'রো না, বসার, দোলার চেষ্টা করো।

শিব জয়ন্তী অর্থাৎ বাচ্চাদের পরিশ্রম সমাপ্ত হওয়ার জয়ন্তী। ঠিক তো না? বাবারও বাচ্চাদের প্রতি ফেথ (আস্থা) রয়েছে। জানি না কীভাবে কেউ কেউ সরে যায় যা বাবাও জানতে পারেন না। ছত্রছায়ায় ভিতরে বসে থাকে। ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হলো দোলন, মায়াতে নয়। মায়াও তোমাদের দোলায়। অমৃতবেলায় দেখ মায়া এমনভাবে দোলায় যে সূক্ষ্মবতনে আসার পরিবর্তে, নিরাকার দুনিয়ায় আসার পরিবর্তে নিদ্রালোকে চলে যাও তোমরা। বলা হয়ে থাকে, যোগ ডবল লাইট বানায়, কিন্তু পরিবর্তে মাথা ভারী হয়ে যায়। তো মায়াও দোলাতে দোলায় কিন্তু মায়ার দোলায় দুলো না, অকস্মাৎ পেপারে পাশ হতে যদি চাও তাহলে গডিমসি ছেড়ে অ্যালার্ট হও। অর্ধেক কল্প তো মায়ার দোলনায় অনেক দোল খেয়ে দেখেছ তো না। কি পেয়েছ? পেয়েছো কিছু? ক্লান্ত হয়ে গেছো তাই না! এখন অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলো। তোমাদের এত দোলা প্রাপ্ত হয়েছে যে এখানের প্রিন্স-প্রিন্সেসেরও অত দোলা নেই! যে দোলায় চাও দোলো। এক মুহূর্তে প্রেমের দোলায় দোলো, এক মুহূর্তে আনন্দের দোলায় দোলো, এক মুহূর্তে জ্ঞানের দোলায় দোলো। তোমাদের কত দোলা রয়েছে! অগুণতি। সুতরাং দোলা থেকে নেমে যেয়ো না। কেউ যদি প্রিয় হয়, তো মা বাবার এটাই ইচ্ছা থাকে যে, বাচ্চা কোলে থাকুক বা দোলায় থাকুক কিংবা গালিচায়, বাচ্চার পা যেন মাটিতে না পড়ে। মাটিতে যেন পা না পৌঁছায়। এরকম হয় তো না? তোমরা তো কত প্রিয়! তোমাদের মতো প্রিয় আর কেউ আছে? পরমাত্ম-প্রিয় বাচ্চারা যদি দেহবোধে আসে তো দেহ কি? মাটি তো না! দেহকে কি বলে? মাটি, মাটিতে মিশে যাবে। তাহলে, এটা মাটিই তো হলো না! মাটিতে পা কেন রাখো? মাটি ভালো লাগে? কোনো কোনো বাচ্চার মাটি ভালো লাগে, অনেকে মাটি খেয়েও থাকে। কিন্তু তোমরা খেয়ো না, পা-ও রেখো না। সঙ্কল্প আসা অর্থাৎ পা রাখা। সঙ্কল্পেও দেহবোধ আসতে দিও না। ভাবো, মনে রাখো যে আমরা কত প্রিয়, কার প্রিয়! সত্যযুগেও পরমাত্ম-প্রিয় কেউ থাকবে না। দৈবী আত্মাদের প্রিয় হবে তোমরা। কিন্তু এই সময় পরমাত্ম বাবার প্রিয় তোমরা। তাইতো বাচ্চারা মনোবলের হাত দ্বারা গিফ্ট দিয়েছে, সেইজন্য বাপদাদা থ্যাংকস জানাচ্ছেন, অভিবাদন করছেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। আচ্ছা।

চতুর্দিকের অতি অতি ভাগ্যবান বাচ্চারা যারা শিব বাবার সঙ্গে শিব জয়ন্তী উদযাপন করছে, তাদের জন্য পদমণ্ডল কি, বরং যতই বেশি থেকে বেশি ব'লো তা'ও কম হয়। এমন মহান ভাগ্যবান আত্মারা, যারা সদা বাবার আশ্রয় অনুসারে প্রতি কদম রাখা, বাবার সেই স্নেহী এবং সমীপ আত্মারা, সদা মালিকভাবের অনড় আসন নিবাসী তথা ভবিষ্যতের সিংহাসন

নিবাসী শ্রেষ্ঠ আত্মা, সদা বাবার সাথে সাথে আনন্দানুভবে অনুরাগের দোলায় দুলতে দুলতে সাথে চলে, বাপদাদার এমন
সাথী বাচ্চারা বাপদাদার বার্থডে-র অভিনন্দন আর স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করো, বাবার সব মালিককে নমস্কার।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা পরিশ্রম থেকে মুক্ত থেকে সর্বপ্রাপ্তিসম্পন্ন ভব
এই ব্রাহ্মণ জীবনে দাতা, বিধাতা আর বরদাতা - এই তিন সম্বন্ধে এত সম্পন্ন হয়ে যাও যাতে বিনা
পরিশ্রমে অধ্যাত্ম আনন্দে থাকতে পারো। বাবাকে দাতারূপে যদি স্মরণ করো তবে আধ্যাত্মিক অধিকারী
বোধের নেশা থাকবে। শিক্ষক রূপে যদি স্মরণ করো তবে গডলি স্টুডেন্ট - এই ভাগ্যের নেশা থাকবে
কিংবা সন্তান প্রতি কদমে বরদানের সাথে তোমাদের চালাচ্ছেন। প্রতি কর্মে শ্রেষ্ঠমত - বরদাতার বরদান।
এভাবে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকো তবে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বুদ্ধির হালকা ভাব এবং সূক্ষ্মতাই সবচেয়ে সুন্দর পার্সোনালিটি।

সূচনা:- আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সব ভাই-বোন যোগ অভ্যাসে অনুভব
করুন যে, আমি তপস্বী আত্মা, বীজরূপ শিববাবার সাথে কল্প বৃক্ষের মূলে বিরাজমান। বীজরূপ বাবার থেকে প্রাপ্ত সর্বশক্তি আমার মাধ্যম
দ্বারা সারা কল্পবৃক্ষ এবং পাতা রূপী আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, যার দ্বারা তারা প্রতিটা দিব্য শক্তি অনুভব করছে। Normal;heading
1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা-পরমাত্মার মিলনই হলো সত্যিকারের সঙ্গম অথবা কুস্ত, এই মিলনের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও, স্মরণ-চিহ্ন হিসেবে পুনরায় সেই মেলা পালন করা হয়"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ বিষয়ে অনেক অনেক বিচক্ষণতা চাই ?

*উত্তর:- জ্ঞানের যে সংবেদনশীল কথা গুলি রয়েছে, সেগুলিকে বোঝার জন্য বিচক্ষণতা চাই। যুক্তির দ্বারা জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গকে প্রমাণ করতে হবে। এমন করে বোঝাতে হবে যেমন করে ইঁদুর ফু-ও(অবশ করে) দেয় আবার দংশনও করে, সেইভাবেই সার্ভিসের যুক্তি রচনা করতে হবে। কুস্তমেলায় প্রদর্শনী করে অনেক আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যে পাপের দুনিয়াকে কলিযুগীয়, পতিত, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে, আর পুণ্যের দুনিয়াকে সত্যযুগীয়, পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বলা হয়। পরমাত্মাই এসে পুণ্যাত্মা, পবিত্রাত্মা বা পুণ্য দুনিয়া রচনা করেন। মানুষ ডাকে -- পতিত-পাবন বাবাকে কারণ স্বয়ং পবিত্র নয়। যদি মনে করে পতিত-পাবনী হলো গঙ্গা বা ত্রিবেণী, তাহলে ডাকে কেন যে পতিত-পাবন এসো ? গঙ্গা আর ত্রিবেণী তো আছেই, ও'গুলি থাকতেও ডাকতে থাকে। বুদ্ধি তারপরেও পরমাত্মার দিকে চলে যায়। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনাকে আসতে হবে। কেবল আত্মা নয় উপরন্তু পবিত্র জীবাত্মা বলা হবে। এখন পবিত্র জীবাত্মা তো কেউই নেই। পতিত-পাবন বাবা আসেনই তখন, যখন সত্যযুগীয় পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করতে হবে আর কলিযুগীয় দুনিয়ার বিনাশ করতে হবে। অবশ্যই সঙ্গম যুগেই আসবেন। সঙ্গমকে কুস্তও বলা হয়। ত্রিবেণীর সঙ্গম, তার নাম রাখা হয়েছে কুস্ত। বলা হয়ে থাকে তিনটি নদী পরস্পর মিলিত হয়। বাস্তবে হলো দুটি নদী। বলে থাকে যে তৃতীয় নদীটি হলো গুপ্ত। তাহলে কি এই কুস্তের মেলায় পতিত থেকে পবিত্র হবে ? পতিত-পাবনকে তো অবশ্যই আসতে হবে। জ্ঞানের সাগর হলেন তিনি। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করা, কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করা, এ তো পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ, না কি মানুষের। এ'সব হলো অন্ধ বিশ্বাস। এখন অন্ধদের লাঠি চাই। তোমরা এখন লাঠি হয়েছে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। লাঠিও নানাধরণের হয়ে থাকে। কোনো লাঠি ১০০ টাকার, আর কোনোটি দু টাকাতেও পাওয়া যায়। এখানেও সবকিছু নশ্বরের অনুক্রমে রয়েছে। কেউ-কেউ তো অনেক সার্ভিস করে। যখন অসুখ করে তখন সার্জনকে ডাকতে হয়। এখন এই হলোই পতিত দুনিয়া। তোমরা পবিত্র হতে চলেছো। বলা হয়ে থাকে আত্মা-পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল ধরে তারপর যখন পরমপিতা পরমাত্মা অনেক আত্মাদের মধ্যে আসেন, তখন তাঁকে বলা হয়ে থাকে সঙ্গমের কুস্ত।

মানুষ কুস্তের মেলায় গিয়ে অনেক দান করে থাকে। তাতে উপার্জন হবে সাধু-সন্তদের আর গভর্নমেন্টের। এখানে তোমাদের তন-মন-ধনসহ সবকিছু দান করে দিতে হয় পতিত-পাবন বাবাকে। তিনি আবার ভবিষ্যতে তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন। ওরা নাম করে ত্রিবেণীর আর দান দিয়ে থাকে সাধু-সন্তদের। বাস্তবে সঙ্গম তাকে বলা হবে যেখানে সমস্ত নদীগুলি এসে সাগরে মিলিত হয়। সেখানে সাগর তো নেই। এখানে তো নদীগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। নদী এবং সাগরের মিলনকে সত্যিকারের মেলা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারণ করা আছে। এতে গভর্নমেন্টেরও রেল, মোটরগাড়ি, জমিজমা ইত্যাদি থেকে অনেক উপার্জন হয়। তাহলে এ মেলা বসে উপার্জনের করার জন্য। এ'সব কথাগুলিকে তোমরা জজ করতে পারো কারণ তোমরা ঈশ্বরীয় মতে রয়েছে। তাহলে কুস্ত মেলার অর্থ বেরোনো উচিত। বাবা রচনা(নিবন্ধ) দেন। যারা সেন্সিবল বাচ্চা তাদের তুলে নেওয়া উচিত। নাস্তার ওয়ান সব থেকে সেন্সিবল হলেন মাস্টা, তারপর দ্বিতীয় হলেন সঞ্জয়। যাকে আবার বন্টন করার জন্য পর্চা তৈরী করতে হবে। এই ত্রিবেণী পতিত-পাবন নয়। পতিত-পাবন তো হলেন সকলের সদগতিদাতা একমাত্র শিববাবা। ত্রিবেণীকে তো সঙ্গতিদাতা বলবে না। এই নদীগুলি তো রয়েছেই। আসার কথা নেই। গেয়ে থাকে -- পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো, তাহলে এই পর্চা বেরোনো উচিত -- বোন-ভাইয়েরা, পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা নাকি এই নদীগুলি ? এরা সর্বদাই আছে। পরমাত্মাকে ডাকা হয়ে থাকে আসার জন্য। বাস্তবে পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র পরমাত্মা, আত্মারা এবং পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... সেই সঙ্গম এসে সকলকে সঙ্গতি প্রদান করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জ্ঞান-স্নান তো বাস্তবে পরমপিতা পরমাত্মার থেকে করা উচিত। পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা পরমপিতা করিয়ে থাকেন। তোমরা তা জানো না।

ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন সেখানে দেহী-অভিমানী দেবতারা থাকতেন। তাকে শিবালয় বলা হয়। এখন কুস্তি গিয়ে বাচ্চাদের প্রদর্শনী করা উচিত, বোঝানোর জন্য। বোঝাতে হবে যে পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তিনি বলেন -- আমি আসি তখন, যখন পতিত থেকে পবিত্র করতে হয়। তাহলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। রাখীবন্ধন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করায়, না কি সাধুসন্তের সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে, নাকি ত্রিবেণীর সঙ্গে। হে পিতা, আমরা তোমার শ্রীমতানুসারে পবিত্র হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করি। বাবাও বলেন আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দেবো। এ হলো বাবার ইশারা। এখানে সেবাবাহারী অতি তীক্ষ্ণ চাই। চিত্রও আরো তৈরী করতে হবে। এর জন্য ভালো মণ্ডপ (প্রদর্শনীর স্থান) নিতে হবে। তোমাদের শত্রুও অনেক হবে, যেকোনো সময় আগুন লাগাতেও দেরি করবে না। কারোর ঝগড়া করতে হবে তো কেউ গালাগাল দিতে লেগে পড়বে। তোমাদের তো নিরহংকারী হয়ে সাইলেঞ্চে থাকতে হবে। ব্রহ্মা কুমারীরা বিখ্যাত হয়ে গেছে। পর্চা (লিফলেট) ইত্যাদি অবশ্যই বন্টন করতে হবে। কুস্তির মেলাকে বিশেষ মহত্ব দিতে হবে। বাস্তবে মাহাত্ম্য হলো এখনকার। এও হলো ড্রামার খেলা। ওখান থেকেও কারোর কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম করতে হয়। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে পরিশ্রমের দরকার। কুস্তির মেলায় প্রদর্শনী করার জন্য হিম্মত চাই, জানা-চেনা চাই, যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে অতীত পাবনকে মানুষ পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে স্মরণও করে, কেউ মারা গেলে তখন বলবে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। সেখানে তো অনেক মালপত্র থাকে সেখান থেকে পুনরায় এখানে ডেকে খাওয়াও কেন তোমরা শ্রীনাথের মন্দিরে দেখবে কত ধন-সম্পদ রয়েছে। আর জগন্নাথ পুরী বাস্তবে হল একই কথা কিন্তু ওখানে শ্রীনাথ দ্বারিকায় দেখবে যে অনেক বৈভব রয়েছে আর জগন্নাথ পুরীতে কেবল সাধারণ চালের ভোগ নিবেদন করা হয়। ঘি ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এই পার্থক্য বলে দেয় -- গৌরবর্ণের হলে তখন এত ধনসম্পদ আর শ্যামবর্ণের হলে তখন শুকনো চাল। রহস্য অতি সুন্দর। এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। শ্রীনাথ দ্বারিকায় এত ভোগ নিবেদন করা হয়, সেইজন্য পূজারীরা দোকানে বিক্রিও করে। তাদের উপার্জনের আধারও এর উপরেই নির্ভর করে। পায় বিনা পয়সায় (ফ্রী) তারপর উপার্জন করে। তাহলে দেখো কত অন্ধশ্রদ্ধার কথা। এ হলো ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ হলো সদগতির মার্গ, গঙ্গাস্নানের দ্বারা খোড়াই সদগতি হয়। অত্যন্ত যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে হবে। যেমনভাবে ইঁদুর ফুঁ দিয়ে দংশন করে। অতি বিচক্ষণতা চাই বোঝার জন্য আর তারপর বোঝানোর জন্য। কত সংবেদনশীল কথা। মানুষ বলে যে হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার গতি-মতি তুমিই জানো। এর অর্থ তো বোঝেইনা। তোমার শ্রীমতের দ্বারা যে সদগতি প্রাপ্ত হয় তা তুমিই করতে পারো, আর কেউ করতে পারে না। সকলের সদগতিদাতা হলেন একজনই। 'সর্ব' শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। অনেক বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু সমঝদার তো অতি কম বেরোয়। প্রজা তো অনেক হতেই থাকে।

মানুষ ঈশ্বরের নামে অনেক দানপুণ্য করে সেইজন্য এক জন্মের জন্য ফল পেয়ে যায়। এখানে তো ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে শক্তি পাওয়া যায়। এরা ঈশ্বরকে জানেই না তাই শক্তিও থাকে না। হিন্দুদের গুরু-গোঁসাই তো অনেক রয়েছে। খ্রীষ্টানদের দেখবে একজনই আছে। একজনের কত রিগার্ড(সম্মান) আছে। রিলিজিয়ান ইজ মাইট(ধর্মই শক্তি) বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা রিলিজিয়ানকে বুঝেছো তাই কত শক্তি পাওয়া যায়। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, সকলকে এই বশীকরণ মন্ত্র দাও। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন -- যেখান থেকে তোমরা এসেছিলে তা স্মরণ করো তবেই অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হতে পারবে। পাপ দন্ধ হয়ে যাবে। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে, যার মাধ্যমে সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে চলে আসে। গৃহস্থী জীবনে থেকে দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধি বের করে দিয়ে বাবাকে সাথে যুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। যাতে অন্তিমসময়েও তিনিই স্মরণে আসেন। আর কেউ স্মরণে আসলে তখন সাজা ভোগ করতে হবে আর পদও কম হয়ে যাবে। তাহলে বাস্তবে কুস্তি কল্লের সম্মুখক বলা হয়ে থাকে, যখন আত্মাদের এবং পরমাত্মার মিলন হয়। পরমাত্মাই এসে রাজযোগ শেখান। তিনি হলেন পুনর্জন্ম-রহিত। কিন্তু বাচ্চারাও বোঝেনা। শ্রীমতানুসারে চলেনা তাহলে তরী পার কিভাবে হবে? তরী পার হওয়া মানে রাজপদপ্রাপ্ত করা। শ্রীমতের দ্বারাই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীমতানুসারে না চললে তখন অন্তিমসময়ে শেষ হয়ে যায়। সজ্ঞীদের মধ্যে সাথে করে সে-ই যাবে, যার প্রদীপ জাগ্রত থাকবে। যাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে তারা সঙ্গে খোড়াই যাবে ! অনন্য বাচ্চারাই যাবে। বাকি তো নব্বয়ের ক্রমানুসারে পরে আসবে কিন্তু পবিত্র তো সকলেই হবে। সকল আত্মারাও একই রকমের শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। প্রত্যেক আত্মার ভূমিকা আপন-আপন। একই রকমের পদ পেতে পারে না। অন্তিমে সকলের পার্ট ক্রিয়ার হয়ে যাবে। বৃক্ষ হলো কত বড়, কত মানুষ আছে। মুখ্যতঃ যে বড় বড় শাখা-প্রশাখাগুলি রয়েছে সেগুলি দেখা যাবে। প্রধান হলো ফাউন্ডেশন। বাকি তো পরে আসে, তাদের মধ্যে শক্তি কম থাকে। স্বর্গে সকলেই আসতে পারে না। ভারতই হেভেন ছিল। এমন নয় যে ভারতের বদলে জাপান ভূখণ্ড হেভেন হয়ে যাবে। এমন হতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি বাপদাদা এবং মাতা-পিতার আদরের হারানিধি জ্ঞান-নক্ষত্র বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -- ২৪-০৪-৬৮

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, অন্যান্য কোনো ধর্ম-স্থাপক সকলের কল্যাণ করতে পারে না। তারা আসে, সকলকে সাথে করে নিয়ে আসে। যিনি লিবারেট(মুক্ত) করে গাইড করেন ওঁনারই গায়ন রয়েছে। তিনি ভারতেই আসেন। তাহলে ভারত হলো সবচেয়ে উঁচু দেশ। ভারতেরই অত্যন্ত মহিমা করতে হবে। বাবা এসে সকলের সঙ্গতি করেন, তবেই শান্তি আসে। বিশ্বে শান্তি ছিল সৃষ্টির আদিতে, স্বর্গে এক ধর্ম ছিল। এখন ধর্ম হলো অনেক। বাবাই এসে শান্তি স্থাপন করেন। কল্প-পূর্বের মতন করে থাকেন। বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছো সেইজন্য বিচার সাগরমন্ডন চলতে থাকে। আর তো কারোর চলে না। এও তোমরা বোঝো। দেহ-অভিমানের কারণে দেহেরই পূজো করে থাকে। আত্মা পুনর্জন্ম তো অবশ্যই এখানেই নেবে, তাই না ! এখন তোমরা বোঝো -- পবিত্র তো হলেন একজনই। বাবাই গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে থাকেন যার দ্বারা সকলের সদগতি হয়ে যায়। এছাড়া হনুমান বা গণেশ ইত্যাদির মতন কোনো কিছু হয় না। এই সবকিছুকে বলা হয়ে থাকে পূজারী। আচ্ছা !

আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রতি আম্মাদের বাবা ও দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন, শুভ রাত্রি। আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে আত্মারূপী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শাস্তি ভোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ বের করে একমাত্র বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে দিতে হবে। অন্তিম সময়ে বাবা ব্যতীত কেউই যেন স্মরণে না আসে।

২) নিরহংকারী হয়ে সাইলেঞ্চে থেকে কাঁটা (কাঁটারূপী আত্মা) থেকে ফুলে পরিণত করার পরিশ্রম করতে হবে। শ্রীমতানুসারে অঙ্কের লাঠি হতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ:- সমর্থ সংকল্পের দ্বারা জমার খাতা বুদ্ধিকারী হোলিহংস ভব
যেমনভাবে হংস কাঁকর আর রত্নকে আলাদা করে, তেমনই তোমরাও হলে হোলিহংস অর্থাৎ সমর্থ এবং ব্যর্থের পরখকারী। যেমন হংস কখনো কাঁকরকে তুলতে (ভোজন) করতে পারে না, আলাদা করে রেখে দেয়, ফেলে দেয়, গ্রহণ করে না। তেমনই তোমরা হোলি হংসরাও ব্যর্থকে ত্যাগ করে সমর্থ সংকল্পকে ধারণ করো। ব্যর্থ তো অনেক সময় ধরে শুনেছো, বলেছো, করেছো কিন্তু তার ফলে সবকিছু হারিয়েছো। এখন হারিয়ে ফেলা নয়, তোমরা হলে জমার খাতা বুদ্ধি প্রাপ্তকারী।

স্নোগানঃ:- নিজেকে ঈশ্বরীয় মর্যাদার কঙ্কনে বেঁধে নাও তাহলেই সর্ববন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের বৃদ্ধির জন্যে নতুন নতুন উপায় বের করো, গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করো, সার্ভিস করার জন্যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রয়োজন"

*প্রশ্নঃ - বুদ্ধি থেকে পুরানো দুনিয়া বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার সহজ যুক্তি কি?

*উত্তরঃ - ঘর-কে (পরমধাম) ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ করো। বুদ্ধিতে যেন থাকে - এখন মৃত্যুলোকের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে অমরলোকে যেতে হবে। দেহ থেকে বেগার (Beggar), এই দেহটি নিজের নয় - এমন অভ্যাস থাকলে পুরানো দুনিয়া বিস্মৃত হবে। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকে নিজের পরিপক্ব অবস্থা বানাতে হবে। একরস অবস্থার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম শান্তি। ভারতে জগৎ অশ্বার মহিমা অনেক। জগৎ-অশ্বাকে ভারতবাসীরা ছাড়া আর কেউ জানে না। নাম শুনেছে যাকে ইভ অথবা বিবি বলা হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বিবি ও মালিক ব্যতীত রচনা হবে না। নিশ্চয়ই জগৎ অশ্বাকে প্রকট হতে হবে। তিনি অবশ্যই ছিলেন তবেই তো গায়ন করা হয়। ভারতের মহিমা অনেক। স্বর্গও বলা হয় এবং এও জানেনা যে ভারত-ই প্রাচীন ছিল তাই হেভেন হওয়া উচিত। এইসব কথা তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তানরা ছাড়া কেউ বুঝবে না। যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছিল তারা-ই আসতে থাকবে। প্রদর্শনী চলতে থাকে। ভাবে যে কল্প পূর্বেও করা হয়েছিল। সবাইকে বোঝানোর জন্যে শব্দগুলি খুব ভালো। পবিত্র আত্মা, পবিত্রতা দ্বারা তোমরা লাইটের মুকুট প্রাপ্ত কর। দ্বিতীয়তঃ পুণ্য আত্মা তাদের বলা হয় যারা দান পুণ্য ইত্যাদি করে। তাদেরকে ইংরেজিতে ফিল্যানথ্রোফিস্ট (লোকহিতৈষী) বলা হয়। পবিত্রকে ভাইস লেস বলা হবে। শব্দ গুলি আলাদা। ভারতে দান পুণ্য হয় অনেক কিন্তু প্রায় দান করা হয় গুরুদের। এবারে তাদের পবিত্র আত্মা যদিও বলা যাবে পুণ্য আত্মা বলা যাবে না। তারা দান পুণ্য করেন না বরং দান পুণ্য গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সব কিছু থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক, তার জন্যে বাবাকে বোঝাতে হয় এইসব ঠিক নয়। এই সব থেকে উদ্ধার করতে আমি আসি। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে আসা জ্ঞান গঙ্গা। বাস্তবে গঙ্গা শব্দটি ঠিক নয় কিন্তু গায়ন হয়ে চলেছে তাই নাম প্রদান করা হয়। বাবা এসে পুরানো দুনিয়ার পুরানো সব বস্তুকে নতুন করে দেন। স্বর্গ হলো নতুন। নতুন বস্তুর খবর বাবা-ই জানেন, দুনিয়া সব জানেনা।

ভগবানুবাচ আছে কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখার ফলে সবার বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেইজন্য সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকের বুদ্ধি যোগ আছে, যেখানে গীতা-র মান আছে সেখানে কৃষ্ণেরও মান আছে। বাস্তবে বাবার মহিমার মুকুট বা টুপি বাচ্চার মাথায় রাখা হয়েছে। এসবও ড্রামায় ফিক্স আছে। সে কথা বাবা এসে বোঝান।

বাবা বার-বার বোঝান যে - যখন কেউ আসে তখন প্রত্যেকের অক্যুপেশান জিজ্ঞাসা করো এর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? বাবা খুব সুন্দর প্রশ্নাবলী তৈরি করেছেন। সার্ভিস তো খুব ভালো হতে পারে। সার্ভিস তো জগৎ অশ্বার মন্দিরে ভালো হতে পারে, সেখানে গিয়ে বোঝাও যে ইনি হলেন মাতা জগৎ অশ্বা সৃষ্টির রচনা করেন। কোন্ দুনিয়া রচনা করেন? নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। আত্মা, ইনি মাতা এনার পিতা কে? এনাকে কে জন্ম দিয়েছেন? মানুষ তো মুখবংশী কথার অর্থ বোঝে না। তোমরা জানো এনাকে পরম পিতা পরমাত্মা জন্ম দিয়েছেন। বাচ্চারা তোমাদেরই বোঝাতে হবে। জগৎ অশ্বা হলেন মুখ বংশী কিন্তু কিভাবে? পরম পিতা পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার, বোঝানো হয় ব্রহ্মা তন দ্বারা। পরম পিতা পরমাত্মা এসে যেমন ব্রহ্মাকে অ্যাডাপ্ট করেছেন, তেমন ভাবে কন্যাকেও করেছেন। এইসব কথা সবার বুদ্ধিতে স্থায়ী রূপে টিকে থাকবে না। ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। বাচ্চারা সার্ভিস তো অনেক করতে পারে। জগৎ অশ্বার মন্দিরে পরিচয় দেওয়া উচিত। যাতে তাদেরও বুদ্ধি যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়। জগৎ অশ্বাও তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হন অতএব আমরাও যোগ যুক্ত হব। নীচে জগৎ অশ্বা তপস্যায় বসে আছেন, তাঁর মন্দির আছে উপরে। নীচে রাজযোগের তপস্যা করছেন তারপরে রাজ-রাজেশ্বরী স্বর্গের মালিক হয়েছেন সত্যযুগে। এখন হল কলিযুগ। পুনরায় যখন তপস্যায় বসবেন তখনই তো স্বর্গের মালিক হবেন তাইনা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। এই সত্য পরামর্শ মানুষদের প্রদান করা হয়। তোমরা প্রত্যেকের পরিচয় দাও। কিন্তু এই জ্ঞান সবার বুদ্ধিতে শীঘ্রই ঢুকবে না। ঢুকবে তখন যখন সার্ভিস করবে। খুব সুন্দর সুন্দর চিত্রও রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে পারো। বাবা বলেন - আমার

ভক্তদের শোনাও। ভক্তদের নিশ্চয়ই মন্দিরে দেখতে পাওয়া যাবে। তাদের স্নেহ সহকারে বোঝাও এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আছে, এঁদের জন্যে সবাই বলবে এঁরা ছিলেন স্বর্গের মালিক। আচ্ছা, বর্তমানে কি ? অবশ্যই বলা হবে কলিযুগ। কলিযুগে দুঃখময় দুনিয়া তাহলে এঁরা বাদশাহী প্রাপ্ত করে কিভাবে? তোমার জানলে সবাইকে বলতে পারো। একজনকেও যদি বোঝাবে তবে সংসঙ্গ একত্রিত হয়ে যাবে। তখন সবাই বলবে আমার কাছে এসো। মন্দিরে বিশাল মেলা আয়োজিত হয়। রাম মন্দিরে গিয়ে রামের অকুপেশান বলতে পারো। ধীরে ধীরে যুক্তি দিয়ে বোঝানো উচিত। অনেক বাচ্চারা লেখে - বাবা, আমরা এমন ভাবে বুঝিয়েছি। একজনকে বোঝালে অন্যরা নিমন্ত্রণ দেবে। আমাদের ঘরেও সাত দিন ভাষণ চললে ভালো হয় তখন সেখান থেকেও আরও কেউ জ্ঞানে আসবে। যে নিমন্ত্রণ দেবে তাদের এমন বোঝানো উচিত যাতে তারা যেন না ছাড়ে। ভাষণ করলে আশেপাশের আত্মীয় পরিজন সবাই একত্রিত হবে। এইভাবেই বৃদ্ধি হয়। সেন্টারে এতজন তো আসতে পারেনা। এই যুক্তিটি ভালো। এমন পরিশ্রম করা উচিত। পরিশ্রম করার কায়দা খুব কম জনই জানে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা চাই। বাবা কত দূর থেকে এসেছেন আমাদের বোঝাতে। যদি সার্ভিস করবে না তবে উঁচু পদের অধিকারী হবে কিভাবে? স্কুলের বাচ্চারা খুব চালাক চতুর হয়, প্রচুর উদ্দীপনা থাকে। এটাও হলো পড়াশোনা, এ হলো ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা - এখানে বুদ্ধ, যুবক, বাচ্চা সবাই পড়ে। গরিবদের চান্স বেশি। বাস্তবে সল্ল্যাসীরাও হলো গরিব। কত ধনী মানুষজন নিজের কাছে ডাকে। সল্ল্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে বেগার হয়েছেন। তাদের কাছে কিছুই থাকে না। তোমরাও হলে এখন বেগার পরে প্রিন্স হবে। তারাও হল বেগার। এখানে তো হল পবিত্রতার ব্যাপার। তোমাদের কাছে আর কিছু নেই। তোমরা তোমাদের দেহটিকেও ভুলে যাও। দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করে এক বাবার আপন হও। যত একমাত্র বাবাকে স্মরণ করবে ততই ধারণা হবে। একরস ধারণা হোক তার জন্যে পরিশ্রম চাই। আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে তাই এই পুরানো দুনিয়ার খেয়াল রাখব কেন। যতক্ষণ পরিপক্ক অবস্থা হোক ততক্ষণ থাকতে হবে এই পুরানো দুনিয়ায়, পুরানো শরীরে।

এখন তোমাদের গৃহস্থে থেকে পবিত্র হতে হবে। এই মৃত্যুলোকের হিসেব নিকেশ মিটে যায়। এখন অমরলোক যেতে হবে। ঘর অর্থাৎ পরমধামকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করলে পুরানো দুনিয়া ভুলে যাবে। বলা, গীতায় বাবা কি বলেছেন? ভগবানকে বাবা বলা হয়। নিরাকার বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো। যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কৃষ্ণ এমন বলতে পারেন না। এই হল ভগবানের মহাবাক্য যে এই পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহকেও ত্যাগ করো। দেহী-অভিমানী হয়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো। ভগবান হলেন নিরাকার। আত্মা শরীর ধারণ করে টকি হয়। বাবা তো গর্ভে জন্ম নেন না। ওঁনার একটি নাম শিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের আত্মা আছে, তাঁদের নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর আছে। ইনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তারপরে ওঁনার নাম হল শিব। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচয়িতা বলা যাবে না। রচয়িতা একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়। তিনি সাকারী রচনা করবেন কিভাবে ? অতএব ব্রহ্মা দ্বারা এসে বোঝান। কৃষ্ণ তো হতে পারেন না। ব্রহ্মার হাতেই বেদ-শাস্ত্র দেখানো হয়। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বলে দেন। নিরাকার বলে দেন সাকার দ্বারা। এইসব কথা ভালো রীতি ধারণ করতে হয়। ভগবানুবাচ - আমি রাজ যোগ শেখাই। বিনাশের পূর্বে স্থাপনাও নিশ্চয়ই চাই। প্রথমে হল স্থাপনা। খুবই ক্লিয়ার লেখা আছে। ব্রহ্মা দ্বারা সূর্যবংশী ঘরানা র স্থাপনা। লিখিত আছে তাই এই কথার খুব গুরুত্ব আছে কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম করে সার্ভিসে ব্যস্ত হতে হবে। সার্ভিসে নিযুক্ত হলে তোমরা মজা অনুভব করবে। মাশ্বা - বাবারও সার্ভিসে আনন্দ অনুভব হয়। বাচ্চাদেরই সার্ভিস করতে হবে, মাশ্বাকে তো মন্দিরে নিয়ে যাবে না। মাশ্বার অনেক মহিমা, বাচ্চাদের তো যেতেই হয়। বাবা বলেন বাণপ্রস্থে যারা আছে তাদের গিয়ে প্রশ্ন করো তারপরে বোঝাও তারা কি কখনও গীতা অধ্যয়ন করেছে? গীতার ভগবান কে? ভগবান তো হলেন একমাত্র নিরাকার। সাকারকে ভগবান বলা হবে না। ভগবান এক। সার্ভিস করার জন্যে তোমাদের বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। প্র্যাক্টিস করতে হলে বাইরে গিয়ে ট্রায়াল করা উচিত। জগৎ অস্ত্রার দর্শন করতে প্রতিদিন আসে। ত্রিবেণী তে মানুষ যায় অনেক। সেখানে গিয়েও সার্ভিস করলে, ভাষণ দিলে অনেক মানুষ একত্রিত হবে। নিমন্ত্রণ পত্র দেবে - আমাদের কাছে এসে সংসঙ্গ করো। বাবা-মাশ্বা তো কোথাও যেতে পারবেন না, বাচ্চারা যেতে পারে। বেঙ্গলে কালী মন্দির আছে সেখানে গিয়েও অনেক সার্ভিস করতে পারো। কালী কে? এই বিষয়ে ভাষণ করো। কিন্তু খুব সাহস চাই। বাবা জানেন কারা বোঝাতে পারে ! যাদের দেহ-অভিমান আছে তারা কি সার্ভিস করতে পারবে? সার্ভিস করে প্রমাণ দেয় না। সার্ভিস যদি পুরোপুরি না করে তাহলে নাম বদনাম করবে। একজন যোগী খুব শক্তিশালী হয়। বোঝানোর জন্যে ভালো পয়েন্ট দিতে থাকেন। কিন্তু ভালো ভালো মহারথীও ভুলে যায়। সার্ভিস তো অনেক, একেই বলা হয় বেহদের সার্ভিস ফলে তারা অনেক সম্মানও প্রাপ্ত করে। মুখ্য হল পবিত্রতার কথা। চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। লৌকিক পিতার প্রতি কারো কখনও নিশ্চয় কম হয় না। এখানে বাবার কাছে জন্ম গ্রহণ করে এমন বাবাকে বার বার ভুলে যায় কারণ তিনি হলেন বিচিত্র এমন বাবার কোনো চিত্র নেই। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো এবং তোমরা পবিত্র হও তাহলে

আমার কাছে আসবে। আত্মা বোঝে - আমরা ৮৪ জন্মের পাট প্লে করেছি। আত্মায় পাট নির্দিষ্ট আছে। শরীরে কোনো পাট নেই। এত সূক্ষ্ম আত্মাতে কত বিশাল পাট ভরা আছে ! বুদ্ধিতে কত নেশা থাকা উচিত, ব্যবহারের সাথে এই সার্ভিস ও করতে পারো। মা বাবা তো কোথাও যাবেন না। বাচ্চারা সর্বত্র গিয়ে সার্ভিস করতে পারে। বাচ্চাদেরই লাকি স্টার বলা হয়। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি গুণান লাকি স্টারদের মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে সার্ভিস করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে বেহদের সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে।

২) এই মৃত্যু লোকের পুরানো সব হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। পুরানো দেহ ও পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ- একের স্মৃতির দ্বারা একরস স্থিতি নির্মাণকারী উচ্চ পদের অধিকারী ভব একরস স্থিতি তৈরি করার জন্য সদা এক এর স্মৃতিতেই স্থিত থাকো। যদি একের পরিবর্তে দ্বিতীয় কেউ স্মরণে আসে তাহলে একরসের বদলে বহুরস স্থিতি হয়ে যাবে। যে সময় অন্য কোনো রস আকর্ষণ করে, ঠিক সেই সময়েই যদি তোমার অন্তিম সময় আসে তাহলে উচ্চ পদ পেতে পারবে না, সেইজন্যই প্রতিটি সেকেন্ডে অ্যাটেনশন (মনোযোগী) রাখো। সবসময় এক এর পাঠ পাক্সা যেন থাকে - এক বাবা, একটাই সঙ্গের সময় আর একরস স্থিতিতে থাকতে হবে, তবেই উচ্চ পদের অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে।

স্লোগানঃ- শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন স্বীকার করে যারা তারাই হলো সত্যিকারের বৈষ্ণব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের রয়াল আচার আচরণের দ্বারা সেবা করতে হবে, শ্রীমতে চলে বুদ্ধিকে রিফাইন করতে হবে, মাতাদের রিগার্ড (সম্মান) রাখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কর্তব্যটি হলো একমাত্র বাবারই, কোনো মানুষের নয়?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ বিশ্বে পীস (শান্তি) স্থাপন করা, এই কর্তব্য হল বাবার। মানুষ যতই কনফারেন্স ইত্যাদি করুক শান্তি হতে পারে না। শান্তির সাগর বাবা যখন বাচ্চাদেরকে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান তখন শান্তি স্থাপন হয়। পবিত্র দুনিয়ায় শান্তি আছে। তোমরা বাচ্চারা এই কথা খুব যুক্তি দিয়ে এবং খুব আড়ম্বর করে বোঝাও তবে বাবার নাম মহিমান্বিত হবে।

*গীতঃ- আমি একটি ছোট্ট শিশু, আর তুমি হল বলবান, হে প্রভু, আমার মান রাখো....

ওম শান্তি। এই গীত ভক্তি মার্গে গায়ন হয়েছে কারণ একদিকে আছে ভক্তির প্রভাব অন্য দিকে আছে এখন জ্ঞানের প্রভাব। ভক্তি ও জ্ঞানে রাত-দিনের তফাৎ আছে। কোন্ তফাৎ? এতো খুব সহজ। ভক্তি হল রাত, জ্ঞান হল দিন। ভক্তিতে আছে দুঃখ, যখন ভক্ত দুঃখী হয় তখন ভগবানকে আহবান করে। তখন ভগবানকে আসতে হয় দুঃখীদের দুঃখ দূর করতে। তারপরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় - ড্রামাতে কি কিছু ভুল আছে? বাবা বলেন - হ্যাঁ, খুব বড় ভুল আছে, তোমরা যে আমায় ভুলে যাও। কে ভুলিয়ে দেয়? মায়া রাবণ। বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এই খেলাটি তৈরি। স্বর্গ ও নরক হয়-ই ভারতে। ভারতেই কারো মৃত্যু হলে বলা হয় বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। এই কথা তো জানেনা যে স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ কখন হয়? যখন স্বর্গ হয় তখন মানুষ পুনর্জন্ম স্বর্গেই নেবে। এখন তো হল নরক তাই পুনর্জন্ম অবশ্যই নরকে হবে, যতক্ষণ স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। মানুষ এই কথা জানেনা। এক হল ঈশ্বরীয় অথবা রাম সম্প্রদায়, দ্বিতীয় হল রাবণ সম্প্রদায়। সত্যযুগ - ত্রেতায় আছে রাম সম্প্রদায়, তাদের কোনো দুঃখ থাকেনা। অশোক বাটিকায় থাকে। তার অধিকল্প পরে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। এখন বাবা পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। সেই ধর্মটি হল সবচেয়ে সর্বোত্তম ধর্ম। সবই তো হল ধর্ম তাই না! ধর্ম গুলির কনফারেন্স হয়। ভারতে অনেক ধর্মের লোক আসে, কনফারেন্স করে। এখন যে ভারতবাসী ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা কনফারেন্স কি করবে? বাস্তবে ভারতের প্রাচীন ধর্ম তো হলই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম তো নেই। সবচেয়ে উঁচু হল দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিয়ম বলে সবচেয়ে উঁচু ধর্মের মানুষকে সিংহাসনে বসানো উচিত। সবথেকে প্রথমে কাকে বসানো হবে? এই বিষয়েও তাদের কখনও ঝগড়া লেগে যায়। যেমন একবার কুস্ত্র মেলায় ঝগড়া লেগেছিল। একজন বলে আমাদের শোভা যাত্রা আগে যাবে, আরেকজন বলে আমাদের। লড়াই লেগেছিল। তাই এখন এই কনফারেন্সে বাচ্চাদের এই কথা বোঝাতে হবে যে উঁচু থেকে উঁচু ধর্ম হল কোন্ টি? তারা তো জানেনা। বাবা বলেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যে ধর্মটি এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছে। এবারে চীনের বাসিন্দা নিজের ধর্ম চীন তো বলবে না, তারা তো যাকে বিখ্যাত দেখে তাকেই মুখ্য পদে বসিয়ে দেয়। নিয়ম অনুযায়ী কনফারেন্সে অনেকে আসতে পারে না। শুধুমাত্র ধর্মের হেড দের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাদের পরামর্শ দাতা তো কেউ নেই। তোমরা হলে উঁচু থেকে উঁচু দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। এখন দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছো। তোমরাই বলতে পারো ভারতের যে মুখ্য ধর্ম আছে, যে ধর্মটি হল সব ধর্মের মাতা-পিতা তাদের হেড কে এই কনফারেন্সে মুখ্য করা উচিত। সিংহাসনে তাকে বসানো উচিত। বাকিরা তো সবাই হল তার নীচে। সুতরাং মুখ্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চলা উচিত।

ভগবান অর্জুনকে বসে বুদ্ধিয়ে ছিলেন। ইনি হলেন সঞ্জয়। তাতে রথবান হলেন বাবা, তারা ভাবে রূপ পরিণত করে কৃষ্ণের দেহে এসে জ্ঞান প্রদান করেছেন। কিন্তু এমন তো হয়না। এখন প্রজাপিতাও আছেন, ত্রিমূর্তির উপরে খুব ভালো রীতি বোঝানো যেতে পারে। ত্রিমূর্তির উপরে শিববাবার চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। তিনি হলেন সৃষ্টি বতনের রচনা। বাচ্চারা বুঝতে পারে বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন স্থাপন কর্তা। তাই ওনারও চিত্র চাই। এইসব হল খুবই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। বুদ্ধিতে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ণুও তো চাই। যাঁর দ্বারা স্থাপনা করানো হবে তাঁর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণও করানো হবে। স্থাপনা করানো হয় ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতী ইত্যাদি অনেক সন্তান আছে। বাস্তবে ইনি ও পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছেন। সুতরাং কনফারেন্স ইত্যাদিতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হেড জগদম্বা হওয়া উচিত কারণ মাতাদের অনেক সম্মান আছে। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা হয়। তিনি হলেন জগৎ

পিতার কন্যা সন্তান। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। এই হল সেই মহাভারত লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাও বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী করতে। জগৎ অশ্রা গডেজ অফ নলেজ রূপে গায়ন আছে। ওনার সঙ্গে জ্ঞান গঙ্গাও আছে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁরা এই নলেজ কোথা থেকে পেয়েছে ! নলেজফুল গড ফাদার তো হলেন একজনই, তিনি নলেজ কিভাবে দেবেন ? নিশ্চয়ই দেহ ধারণ করতে হবে। তাই ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। এইসব কথা মাতারা বসে বোঝাবেন। কনফারেন্সে সবার এই কথা জানা দরকার যে কোন্ ধর্ম টি বড় ? এই কথা তো কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। বাবা বলেন এই ধর্মটি যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় তখন আমি এসে পুনরায় স্থাপনা করি। এখন দেবতা ধর্ম নেই। বাকি অন্য তিনটি ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং তাহলে নিশ্চয়ই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করতে হয়। তখন এইসব ধর্ম থাকবে না। বাবা আসেনই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। তোমরা বাচ্চিরা বলতে পারো শান্তি কিভাবে স্থাপনা হতে পারে ? শান্তির সাগর তো আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। সুতরাং শান্তি নিশ্চয়ই তিনি-ই স্থাপন করবেন। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হলেন তিনি। গায়নও আছে পতিত-পাবন আসুন, এসে ভারতকে পবিত্র রামরাজ্যে পরিণত করুন। শান্তিপূর্ণ তো তিনি-ই করবেন। এইটি হল বাবার-ই কর্তব্য। তোমরা ওঁনার মতে চলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন যারা আমার আপন হবে, রাজ যোগ শিখবে এবং পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে যে বাবা আমরা পবিত্র হয়ে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করব আমরাই মালিক হব, পতিত থেকে পবিত্র হব। পবিত্র হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বোচ্চ। এখন আবার পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা শান্তির জন্যে কনফারেন্স করছ কিন্তু মানুষ কি শান্তি স্থাপনা করতে পারবে। এইটি তো হল শান্তির সাগর বাবার কাজ। কনফারেন্সে বিশিষ্ট ব্যক্তির আসে, অনেক মেম্বার তৈরি হয় তখন তাদের পরামর্শ দিতে হয়। ফাদার শো'জ সান। শিববাবার নাতি ব্রহ্মার সন্তান হল গডেজ অফ নলেজ। তাদেরকে গড নলেজ দিয়েছে। মানুষ তো শাস্ত্রের নলেজ পড়ে। এমন প্রদর্শনী আয়োজন করে বোঝাও তাহলে মজা হবে। যুক্তি অবশ্যই রচনা করতে হবে। একদিকে তাদের কনফারেন্স হবে, অন্য দিকে তোমাদের খুব সাজসজ্জা সহ কনফারেন্স হবে। চিত্র তো ক্লিয়ার আছে, যার ফলে চট করে বুঝতে পারবে। দুই এরই অক্যুপেশান আলাদা। এমন তো নয় যে সবই এক। না। সব ধর্মের আলাদা পার্ট আছে। শান্তির জন্যে একত্রে কাজ করে, বলে রিলিজন ইজ মাইট (ধর্ম-ই শক্তি)। কিন্তু সবথেকে বেশি শক্তিশালী কে ? তিনিই এসে প্রথম নম্বরের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা তোমরা বাচ্চিরাই জানো। দিন-প্রতিদিন বাচ্চারা তোমাদের পয়েন্টস প্রাপ্ত হতে থাকে। বোঝাবার শক্তিও আছে। যোগীর শক্তি বেশি হবে। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মা-ই আমার প্রিয়। এমন নয় যোগী আত্মা প্রিয় নয়। যে জ্ঞানী হবে সে যোগীও অবশ্যই হবে। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। যোগ ব্যতীত ধারণা হবেনা। যাদের যোগ নেই তাদের ধারণাও নেই কারণ দেহ-অভিমান অনেক আছে। বাবা তো বোঝান - অসুরী বুদ্ধিকে দেবী বুদ্ধি করতে হবে। পাথর বুদ্ধিকে পারস বুদ্ধি করেন পিতা, ঈশ্বর। রাবণ এসে পাথর বুদ্ধি করে। তার নামই হল অসুরী সম্প্রদায়। দেবতাদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের কোনো গুণ নেই, আমরা কামুক স্বভাবের, আমরা ছল কপট করি। তোমরা মাতারা ভালো করে বোঝাতে পারো। মুরলী চালাবার সাহস চাই। বড় বড় সভায় এমন কথা বলতে হবে। মাঝা হলেন গডেজ অফ নলেজ। ব্রহ্মাকেও গড অফ নলেজ বলা হয় না। সরস্বতীর নামই গায়ন আছে। যে নাম যার সেটাই রাখা হয়। মাতাদের নাম উচ্ছল করতে হবে। অনেক গোপ দেহ অভিমানে থাকে। তারা ভাবে আমরা ব্রহ্মাকুমার-রা কি গড অফ নলেজ নই ! আরে, স্বয়ং ব্রহ্মা নিজেকে গড অফ নলেজ বলেন না। মাতাদের সম্মান রাখতে হয়। এই মাতা-রাই জীবন পাল্টে দেবে। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করবে। মাতারাও, কন্যারাও। অধর কুমারীদের রহস্য তো কেউ বুঝতে পারেনা। যদিও বিবাহিত তবু ব্রহ্মাকুমারী। এই হল খুব ওয়ান্ডার ফুল কথা। যাদেরকে বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে তারা বুঝতে পারে। বাকি যাদের ভাগ্যে নেই তারা বোঝেনা, অবশ্যই নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা অনুসারে আছে। সেখানেও কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ প্রজা হবে। প্রজাও তো চাই। মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে তো প্রজাও বৃদ্ধি হতে থাকবে। অতএব এমন এমন কনফারেন্স যে হয় তার জন্যে যারা নিজেদের মুখ্য ভাবে তাদের তৈরি থাকা উচিত। যাদের জ্ঞান নেই তারা তো হল শিশু। এত বুদ্ধি নেই। যদিও দেখতে বড় হয় কিন্তু বুদ্ধি নেই, তারা হল ছোট। কারো বুদ্ধি খুব ভালো হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বুদ্ধির উপরে। ছোটরাও তীক্ষ্ণ হয়। চলন দ্বারা-ও শো হয় তাইনা। বাচ্চাদের চলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনো আন-রয়্যাল কাজ করা উচিত করা নয়। নাম যারা খারাপ করে তারা উঁচু পদের অধিকারী হয় না। শিববাবার নাম খারাপ করলে বাবার অধিকার আছে বোঝানোর। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে আমরা হলাম জীব আত্মা আমরা পরম পিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। একেই মঙ্গল মিলন বলা হয়। গায়ন আছে কিনা - 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু'। এখন মঙ্গল আছে কিনা, মিলনের। ভগবান অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন বিষ্ণু কুলের, তাই তাঁকেই 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু' বলা হয়। যখন বাবা জীব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হন, সেই মিলন হলো খুবই সুন্দর। তোমরাও বুঝতে পারো এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, ঈশ্বরের কাছে নিজের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য। বাচ্চারা জানে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার পরে দৈবী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বর্গে পুনর্জন্ম হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকা উচিত। তোমাদের মতন ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী তো আর কেউ নেই। দুনিয়ায় ব্রাহ্মণ কুল ব্যতীত ভাগ্যশালী আর কেউ হতে পারেনা। বিষ্ণু কুল হল দ্বিতীয় নম্বরে। সেটা তো হল দৈবী কোল। এখন হল ঈশ্বরীয় কোল। এইটি তো সর্বোচ্চ হল তাই না ! দিলবাডা মন্দির হল ঈশ্বরীয় কোলের মন্দির। যেমন অম্মা দেবীর মন্দির আছে, সেই মন্দিরটি সঙ্গম যুগের সাক্ষাৎকার ততখানি করায় না, এই দিলওয়ারা মন্দিরটি সঙ্গমযুগের সাক্ষাৎকার করায়। বাচ্চাদের যত বুদ্ধি আছে তত বুদ্ধি আর কোনো মানুষ মাত্রের হতে পারেনা। তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের যত বুদ্ধি আছে , তত বুদ্ধি তো দেবতাদেরও নেই। তোমরা হলে সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। তারা সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের মহিমা করে। বলে ব্রাহ্মণ-ই দেবতা। এমন ব্রাহ্মণদের নমঃ। ব্রাহ্মণ-রাই নরককে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করে, এমন বাচ্চাদেরকে (ব্রাহ্মণদের) বাবা নমস্কার জানান। আচ্ছা ! গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার প্রিয় হতে স্ত্রানী ও যোগী হতে হবে। দেহ অভিমানে আসবে না।

২) মুরলী সেবা করার সাহস রাখতে হবে। নিজের আচার আচরণ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে।

বরদানঃ:- কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে সেবার নিমিত্ত হয়ে ভাগ্যবান ভব তনের হিসাবপত্র যেন কখনোই প্রাপ্তি বা পুরুষার্থের মাগে বিঘ্নের অনুভব না করায়। তন কখনোই যেন সেবা থেকে বঞ্চিত হতে না দেয়। ভাগ্যবান আত্মা কর্মভোগের সময়ও কোনো না কোনো প্রকারে সেবার নিমিত্ত হয়ে যায়। কর্মভোগ ছোটোই হোক বা বড়, তার কাহিনীর বিস্তার করো না, একে বর্ণনা করার অর্থ হলো সময় এবং শক্তি ব্যর্থ নষ্ট করা। যোগী জীবনের অর্থ হলো, কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে দেওয়া -- এটাই হলো ভাগ্যবানের নিদর্শন।

স্লোগানঃ:- দৃষ্টিতে করুণা আর শুভ ভাবনা থাকলে অহংকার বা অপমানের দৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

" মিষ্টি বাচ্চারা - শিব বাবা ছাড়া তোমাদের এখানে কোনও কিছুই নেই, সেইজন্য দেহ বোধের থেকেও দূরে কেবল বেগর (Begger) হতে হবে, বেগরই প্রিন্স হবে"

*প্রশ্নঃ - ডামার যথার্থ নলেজ কোন্ চিন্তা - ভাবনাকে সমাপ্ত করে দেয়?

*উত্তরঃ - এই ব্যাধি কেন এলো, এইরকমটা যদি না করতাম তবে এই রকম ঘটতো না, এই রকম বিঘ্ন কেন এলো... বন্ধন এলো কেন... এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ডামার যথার্থ নলেজের ফলে সমাপ্ত হয়ে ই। কারণ ডামার অনুসারে যা যা হওয়ার ছিল সেটাই হয়েছে, পূর্ব কল্পেও হয়েছিল। পুরানো শরীর, তাই এতে তালি মেরে চালাতে হবে। সেইজন্য আর কোনও ভাবনা চিন্তা চলতে পারে না।

*গীতঃ- মোদের সেই পথেই চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । সেই পথেই চলতে হবে, কোন্ পথে? পথ কে বলে দেন? বাচ্চারা জানে যে আমরা কার রায় অনুযায়ী চলছি। রায় বলো, রায় বলো অথবা শ্রীমৎ বলো - কথা তো একই। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু কার শ্রীমৎ? লেখা হয়েছে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা, তাহলে নিশ্চিতভাবেই শ্রীমতের দিকেই আমাদের বুদ্ধিযোগ যাবে। এখন বাচ্চারা তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? যদি বলো শ্রীকৃষ্ণের, তবে তো তাকে ওখানে স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো কি করো না? উত্তরাধিকারের রূপে তোমরা স্মরণ করে থাকো। তোমরা এটা জানো যে আমরা প্রিন্স হবো। এই রকম তো নয় যে, জন্মেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। অবশ্যই আমরা শিব বাবাকে স্মরণ করি, কারণ শ্রীমৎ হলো ঔনার, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ - এ'কথা যারা বলে থাকে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবে, কিন্তু কোথায় স্মরণ করবে? তাকে তো স্মরণ করা হবে বৈকুণ্ঠে। তো মন্মনাভব শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারে না, মধ্যাজি ভব বলতে পারে। আমাকে স্মরণ করো বললে সে তো তাহলে বৈকুণ্ঠে হয়ে গেলো। দুনিয়ায় মানুষ এ' সব কথা জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এসব হলো শাস্ত্র ভক্তি মার্গের। সকল ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে গীতাও এসে যায়। অবশ্যই গীতা হলো ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। বাস্তবে তো সকলেরই শাস্ত্র। বলা হয়ে থাকে শ্রীমৎ সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা। অর্থাৎ সবথেকে উত্তম তবে। সকলের থেকে উত্তম হলো শিব বাবা শ্রী শ্রী, শ্রেষ্ঠত্বের থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রী শ্রী বলা যায় না। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রী শ্রী রাম বলা যায় না। তাদেরকে কেবল শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি এসে তারপর শ্রেষ্ঠ বানান শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হল হলেন হল ভগবান। শ্রী শ্রী অর্থাৎ সকলের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর নামই প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ তো অবশ্যই দেবী দেবতাদেরকে বলা হবে যারা এখন নেই। আজকাল শ্রেষ্ঠ কাদেরকে মনে করা হয়? এখনকার লিডার ইত্যাদিদেরকে মানুষ কতো সম্মান করে থাকে। কিন্তু তাদেরকে শ্রী তো বলা যায় না। মহাত্মা প্রমুখদেরকেও শ্রী শ্রী শব্দ দেওয়া যায় না। এখন তোমাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। সবথেকে উচ্চ হলেন পরম পিতা পরমাত্মা, তারপরে হলো তাঁর রচনা। তারপর রচনার মধ্যেও উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। এরাও হলেন নস্বরের পদ অনুসারে। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন প্রেসিডেন্ট, তারপরে হলো প্রাইম মিনিস্টার, ইউনিয়ন মিনিস্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা বসে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝান। ভগবান হলেন রচয়িতা। এখন রচয়িতা শব্দ বললে মানুষ জিজ্ঞাসা করে সৃষ্টি কিভাবে রচিত হয়েছে? সেইজন্য এটা অবশ্যই বলতে হয় যে ত্রিমূর্তি শিব হলেন রচয়িতা। বাস্তবে রচয়িতার পরিবর্তে রচনা করান বলাটা ঠিক। ব্রহ্মার দ্বারা দৈবী কুলের স্থাপনা করান। ব্রহ্মার দ্বারা কিসের স্থাপনা? দৈবী সম্প্রদায়ের। শিব বাবা বলেন এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা হলো আসুরী সম্প্রদায়, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তারপর দৈবী সম্প্রদায়ের হবে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সারও বোঝান। মানুষ অত্যন্ত দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে, কত মাথা মারতে থাকে - বার্থ কন্ট্রোল যাতে হয়। বাবা বলেন আমি এসে ভারতে এই সার্ভিস করছি। এখানে সব হলো তমোপ্রধান মানুষ। ১০ টা ১২ টা করে বাচ্চারা জন্ম দিতে থাকে। বৃষ্ণের বৃদ্ধি তো হতেই হবে। পাতা অবশ্যই বেরোতেই থাকবে। একে কেউই কন্ট্রোল করতে পারবে না। সত্যযুগে কন্ট্রোল রযি- একটিই পুত্র, একটি কন্যা, ব্যসা। এই কথা একমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো। যত দিন যাবে বাচ্চারা আসতে থাকবে, বুঝতে থাকবে। গাওয়াও হয়েছে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপন গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। এখানে যখন তোমরা সম্মুখে বসে শোনো তখন সুখের অনুভূতি হতে থাকে। এরপর জাগতিক কাজকর্মে চলে গেলে তখন এতটা সুখের অনুভব হয় না। এখানে তোমাদেরকে ত্রিকালদশী বানানো হয়ে থাকে। ত্রিকালদশীকে স্বদর্শন চক্রধারীও বলা হয়। মানুষ বলে অমুক মহাত্মা ত্রিকালদশী

ছিলেন। তোমরা বলে থাকো বৈকুণ্ঠনাথ রাধা-কৃষ্ণেরও স্বদর্শন চক্রে বা তিন কালের নলেজ ছিল না। কৃষ্ণ তো সকলের প্রিয়, সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স সে। কিন্তু মানুষ না বুঝতে পারার কারণে বলে দেয় যে, তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে মানো না, তাই তোমরা তো নাস্তিক। তখন বিদ্ব সৃষ্টি করতে থাকে। অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে বিদ্ব পড়তে থাকে। মাতাদের কন্যাদের উপরেও বিদ্ব আসে। বন্ধনে যারা রয়েছে, তাদেরকে কতো সহ্য করতে হয়। বুঝতে হবে যে, ড্রামা অনুসারে আমাদের পাট হলো এই রকম। বিদ্ব পড়ে গেলে তখন ভাবা উচিত নয় যে, এটা না করলে তবে এই রকম হতো না। এইরকম কথা যদি না বলতাম তাহলে স্বর আসতো না... আমরা এই ধরনের কথা বলতে পারি না। ড্রামা অনুসারে এটা করেছি কল্প পূর্বেও করেছিলাম। সেই কারণেই কষ্ট হয়েছে। পুরানো শরীরকে তালি লাগিয়েও চালাতে হয়। অন্তিম সময় পর্যন্ত মেরামতি হতে থাকবে। আত্মাও বলে আমিও অনেক পুরানো এখন আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি নেই। শক্তিহীন হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বল মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুর্বল মানুষকে মায়া অত্যন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। অবশ্যই মায়াই আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলাম, তারপর মায়া আমাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল বানিয়ে দেয় এখন পুনরায় আমরা তার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করি, তাই মায়া হলো আমাদের শত্রু। ভারতকেই বেশি দুঃখ পেতে হয়। সবথেকে বেশি ঋণ ভারতই নিয়ে থাকে, ভারত একেবারেই পুরানো হয়ে গেছে। যে কিনা অতীত বিত্তবান ছিল তাকে একেবারেই বেগর (ভিত্তারী) বানিয়ে দিয়েছে। এরপর বেগর টু প্রিন্স। বাবা বলেন এই শরীরের বোধ থেকেও দূরে থালি হয়ে যাও। তোমাদের এখানে কোনো কিছুই নেই, কেবল এক শিব বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তো তোমাদেরকে বেগর হতে হয়। বাবা তার অনেক যুক্তি বলে দিতে থাকেন। জনকের উদাহরণ রয়েছে - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো থাকতে হবে, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, সবকিছু স্যার করে দেয়। জনক সব কিছু দিয়ে দিয়েছিল, তখন তাকে সবকিছু ফিরিয়ে দিয়ে বললো, নিজের সাম্রাজ্যে সামলাও আর ট্রাস্টি হয়ে থাকো। হরিশচন্দ্রেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা যদি বীজ বপন না করো তবে তোমাদের পদ কম হয়ে যাবে। ফলো ফাদার, তোমাদের সামনে এই দাদা বসে আছেন। শিব বাবা আর শিব শক্তিদেবকেই ট্রাস্টি বানিয়েছেন। শিব বাবা কি খোড়াই বসে এ'সব সামলাবেন নাকি! খোড়াই তিনি নিজের উপরে নিজে বলী চড়বেন! মাতাদের প্রতিই বলী চড়তে হবে ওনাকে। মাতাদেরকেই সামনে এগিয়ে দিতে হবে। বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদেরকেই দেন যাতে তারা মানবকে দেবতা বানাতে পারে। লক্ষ্মীকে দেননি। এই সময় ইনি হলেন জগৎ অম্বা, সত্যযুগে তিনি লক্ষ্মী হবেন। জগৎ অম্বার কত সুন্দর সুন্দর গীত বানানো হয়েছে। তাঁর অনেক মান্যতা রয়েছে। তিনি কেন সৌভাগ্য বিধাতা, তিনি ধন কোথা থেকে প্রাপ্ত করেছেন? ব্রহ্মার থেকে? না। ধনও প্রাপ্ত হয় জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে। এ তো বড়ই গুপ্ত বিষয় তাই না? ভগবানুবাচ হলো সকলের জন্য। ভগবান তো সকলের, তাই না? সব ধর্মের মানুষকেই তিনি বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। অনেক শিবের পূজারী আছে ঠিকই, কিন্তু তারা কিছুই জানে না। সে'সব হলো ভক্তি। এখন তোমাদেরকে জ্ঞান কে প্রদান করেন? মোস্ট বিলভেট ফাদার। কৃষ্ণকে তো এ' কথা বলা যাবে না। তাকে তো সত্যযুগের প্রিন্স বলা হবে। মানুষ কৃষ্ণের পূজা করে ঠিকই, এই কথা তাদের ভাবনাতেই আসে না যে, কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স কীভাবে হয়েছিলেন? পূর্বে আমরাও জানতাম না। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে, অবশ্যই আমরাই পুনরায় প্রিন্স প্রিন্সেস হবো, তবেই তো তারপর বড় হয়ে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। এই নলেজ হলোই ভবিষ্যতের জন্য। এর ফল ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের বিষয়ে বলা হবে না যে, তিনি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। অবিনাশী উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। শিব বাবা রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মার মুখ থেকে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ নির্গত হয়, তারাই এই শিক্ষা প্রাপ্ত করে। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে এই কল্পের সঙ্গমযুগের, বাকি সমগ্র সৃষ্টি হলো কলিযুগের। তারা সবাই বলবে আমরা সবাই কলিযুগে রয়েছি, তোমরা বলবে আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। এই সব কথা কোথাওই নেই। এই সকল নতুন নতুন কথা মনের মধ্যে রাখতে হবে। মুখ্য কথাই হলো বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। পবিত্র যদি না হও তবে কখনই যোগ লাগবে না, ল' অনুমতি দেয় না। সেইজন্য সেই রকম পদও প্রাপ্ত করতে পারে না। একটু যোগ লাগালেও স্বর্গে চলে যাবে। বাবা বলেন, যদি পবিত্র না হও তবে আমার কাছে আসতে পারবে না। ঘরে বসেও স্বর্গে আসতে পারো, ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারো। কিন্তু সেটা তখনই, যখন যোগে থেকে, পবিত্র থাকবে। পবিত্রতা ছাড়া যোগ লাগবে না। মায়া যোগযুক্ত হতে দেবে না। সত্য হৃদয়ে সাহেব সন্তুষ্ট হবেন। যে বিকারের যেতে থাকবে, অথচ বলতে থাকে শিব বাবাকে স্মরণ করি, এ'কথা বলে কেবল নিজের মনকেই খুশী করে। মুখ্য হলো পবিত্রতা। বলতে থাকে বার্থ কন্ট্রোল করো, অধিক সন্তানের জন্ম রোধ করো। এটা তো হলোই তমোপ্রধান দুনিয়া। এখন বাবা বার্থ কন্ট্রোল করাচ্ছেন। তোমরা সকলে হলে কুমার-কুমারী, তাই বিকারের কোনো ব্যাপারই নেই। এখানে তো বিষের কারণে কন্যাদেরকে কতো সহ্য করতে হয়। বাবা বলেন সংযম রাখতে হবে। এখানে এমন কেউ নেই তো যে মদ্যপান করে থাকে? বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন। মিথ্যা বললে

ধর্মরাজের কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভগবানের কাছে তো সত্যি কথাই বলা উচিত। কেউ কি এতটুকুও কোনো কারণে ওষুধের মতো করেও শূরা পান করে থাকো? কেউই হাত তোলেনি। এখানে অবশ্যই সত্যি কথা বলা উচিত। কোনো প্রকারের ভুল হয়ে গেলে লেখা উচিত - বাবা, আমি এই ভুল করে ফেলেছি, মায়া থাপ্পর মেরে দিয়েছি। বাবাকে তো অনেকেই রেখেও যে, আজকে আমার মধ্যে ক্রোধের ভূত এসে গেছিল, চড় মেরে দিয়েছি। বাবা তোমার মত হলো গায়ে হাত না তোলার। দেখানো হয়েছে কৃষ্ণকে খুঁটি সাথে বেঁধে রেখেছিল। এসব হলো মিথ্যা কথা। বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। খাবার বন্ধ করে দেওয়া, মিষ্টি না দেওয়া... এইভাবে সংশোধন করতে হবে। থাপ্পর মারা, ক্রোধের লক্ষণ হয়ে গেলো। তাও মহাত্মার উপরে ক্রোধ করছো। ছোট বাচ্চারা মহাত্মার সমান হয়ে থাকে। সেইজন্য থাপ্পর মারা উচিত নয়। গালিও দেওয়া উচিত নয়। এই রকম কর্ম করা উচিত নয় যাতে মনের মধ্যে চলে আসে যে - আমি তো বিকর্ম করে ফেলেছি। যদি করে থাকো তবে সাথে সাথে বাবাকে লেখা উচিত - বাবা এই ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করো। আগে আর করবো না। নিজের গালে চাটি মেরে থাকে না (তওবা)? সেখানেও ধর্মরাজ শাস্তি দেবে, তাই তওবা করে - আর কখনো করবো না। বাবা অত্যন্ত ভার সাথে বলেন, আদরের সু সন্তানেরা, প্রিয় বাচ্চারা কখনো মিথ্যা বলবে না।

প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার কাছ থেকে রায় নিতে হবে। তোমাদের টাকা পয়সা এখন নিয়োজিত হয় ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য। অতএব কড়ি তুল্য সব টাকা পয়সা হলো হীরের সমান। এমন নয় যে আমরা কোনো সাধু সন্ন্যাসীদেরকে দান করছি। মানুষ হসপিটাল বা কলেজ ইত্যাদি তৈরী করে দেয়, তো তাতে কী প্রাপ্ত হয়? কলেজ খুলে দিলে পরের জন্মে উচ্চ বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, ধর্মশালা বানাতে মহল প্রাপ্ত হয়। এখানে তো তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের জন্য বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। অসীম আয়ু প্রাপ্ত হয়। এর থেকে বড় আয়ু আর কোনও ধর্মের মানুষের প্রাপ্ত হয় না। কম জীবনকাল এখানেই হয়। তাই অসীম জগতের বাবাকে এখন চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে স্মরণ করলে তবেই খুশীতে থাকবে। কোনো রকমের অসুবিধা হলে জিজ্ঞাসা করো। এছাড়া কোনো গরীব মানুষ বলবে না যে, বাবা আমি তোমার, আমি তোমার কাছেই বসে থাকবো। পৃথিবীতে তো অসংখ্য গরীব মানুষ রয়েছে। সবাই যদি বলে আমাকে মধুবনে রেখে দাও, তাহলে তো লাখ লাখ মানুষ এসে জড়ো হয়ে যাবে। এই রকম কোনও নিয়ম নেই এখানে। তোমাদেরকে গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে হবে, এখানে এমনিই থেকে যাওয়া যায় না।

যা আর্থিক উপার্জন হয় তার থেকে এক দুই পয়সা ঈশ্বরার্থে মানুষ বের করে রাখে। বাবা বলেন - আচ্ছা তুমি গরীব হলে কিছু দিতে না পারলেও নলেজকে তো বোঝো আর মন্মানভব হয়ে যাও। তোমাদের মাঝে কী দিতে পেরেছেন! তা সত্ত্বেও জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুরধার। তন - মনের দ্বারা সেবা করে চলেছেন। এতে টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার নেই। এক টাকাও যদি অন্তত দাও, তবুও বিত্তবানদের মতোই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আগে নিজের গৃহস্থ ব্যবহারকে সামলাতে হবে। বাচ্চারা যাতে দুঃখী না হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। বন্দে মাতরম্, সেলাম মালেকম্ (মালিকদেরকে সেলাম)। জয় জয় হোক তোমার... ওম্ শান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে পরে তার চিন্তা চলে যে, হয় হয় কী করে ফেললাম (অনুশোচনা)। মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। সত্য বাবার কাছে সৎ থাকতে হবে।

২) ভারতকে স্বর্গ বানাতে নিজের এক এক কড়িকে সফল করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার সমান স্যারেন্ডার হয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধ - সম্পর্কে এসেও সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকা সদা প্রসন্নচিত্ত ভব
প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধ - সম্পর্কে আবার সময় কখনোই যেন নিজের চিত্তে এই প্রশ্নের উৎপত্তি না হয় যে, এ এই রকম কেন করে বা কেন বলে, এই সব কথা ঠিক নয়, এই কথাটা এই রকম হওয়া উচিত। যে এই সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকে, সে সদাই প্রসন্নচিত্ত থাকে। কিন্তু যে এই সব প্রশ্নের কিউতে চলে যায়, রচনার জাল বিস্তার করে থাকে, তাকে পালনও করতে হয়। সময় আর এনার্জিও তাতে দিতে হয়। সেইজন্য এই ব্যর্থ রচনার বার্থ কন্ট্রোল করো।

স্লোগান:- নিজের নয়নের মাঝে বিন্দু রূপ বাবাকে সমাহিত করে নাও তবে আর কেউ সমাহিত হতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অব্যভিচারী ভালোবাসার সম্পর্ক এক বাবার সাথেই একমাত্র যুক্ত হওয়া সম্ভব যখন বুদ্ধিযোগ দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে ছিন্ন হবে”

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কিসের রেস করছো? কিসের ভিত্তিতে সেই রেসে আগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

*উত্তরঃ - তোমাদের এই রেস হলো ‘পাস উইথ অনার’ হওয়ার। এই রেস এর মূল ভিত্তি হল বুদ্ধিযোগ। যত বেশি বাবার সাথে বুদ্ধি যুক্ত থাকবে, তত পাপ কাটবে এবং ২১ জন্মের জন্য অটল, অখন্ড সুখ-শান্তিময় রাজ্য প্রাপ্ত হবে। এর জন্য বাবা রায় দিচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা নিদ্রাজিৎ হও। এক ঘন্টা - আধ ঘন্টা স্মরণ করতে করতে অভ্যাস বাড়তে থাকো। স্মরণেরই রেকর্ড রাখো।

*গীতঃ- না তিনি আমাদের থেকে আলাদা হবেন, না আমরা আলাদা হব তাঁর থেকে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। ‘উল্ফত’ হল ভালোবাসার আরেক নাম (উল্ফত হল সেই মনোবৃত্তি, যা কাউকে খুব ভালো মনে করে তার সাথে বা তার পাশে থাকার প্রেরণা দেয়)। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভালোবাসা বাঁধা পড়েছে বেহদের বাবা শিববাবার সাথে । তোমরা বি.কে.-রা তাঁকে ঠাকুরদাদা বলবে। এমন কোনো মানুষ নেই যে তার বাবা এবং ঠাকুরদাদার অক্যুপেশনকে জানে না। এমন কোনো সংস্থা নেই যেখানে এতজন বলে যে আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। মাতা-রা তো কুমারী নয়। তাহলে কুমারী বলা হয় কেন? এরা সবাই আসলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। এতজন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী আসলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। সবাই এক পিতার সন্তান। ব্রহ্মার অক্যুপেশনকেও জানতে হবে। ব্রহ্মা কার সন্তান? শিববাবার। শিববাবার তিন সন্তান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর হল সৃষ্টিবতনবাসী। কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই স্মৃতিবতনবাসী হতে হবে। এতজন সবাই বলে যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। গর্ভজাত বংশাবলী হওয়া অসম্ভব। এরা কেউ গর্ভজাত নয়। তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না যে এতজন কিভাবে নিজেকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলছে? মাতা-রাও হল ব্রহ্মাকুমারী। সুতরাং ব্রহ্মার সন্তান মানে নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। এরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে? ঈশ্বর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন রচয়িতা। তিনি কিসের রচনা করেন? স্বর্গের। তাহলে তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদেবকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। রাজযোগ শেখানোর জন্য তো তাঁর একটা শরীর প্রয়োজন। এমনি এমনি তিনি কিভাবে জ্ঞান দেবেন? শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেন। তাই তিনি স্বয়ং বসে থেকে ব্রহ্মা-মুখ-বংশাবলীদেরকে রাজযোগ শেখান। নাহলে এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী এল কোথা থেকে? সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়! কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসাও করে না। কত সেন্টার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আপনি কে? আপনার পরিচয় কি? এটা তো পরিষ্কার যে এরা হল প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার-কুমারী অর্থাৎ শিববাবার নাতি-নাতনি। আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা রয়েছে। শিববাবাও বলছেন- সকলের থেকে ভালোবাসা বা বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে কেবল আমার সাথে যুক্ত করো। আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছি আর তোমরা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সেটা শুনছো, তাই না! কত সহজ সরল কথা। অন্তত জিজ্ঞাসা তো করো! তো এ হলো হল গোশালা। শাস্ত্রেও ব্রহ্মার গোশালার উল্লেখ আছে। বাস্তবে এটা হল শিববাবার গোশালা। শিববাবা এই নন্দীগণের মধ্যে আসেন। কিন্তু গোশালা শব্দটার উল্লেখ থাকার জন্য শাস্ত্রে গরু দেখিয়ে দিয়েছে। শিবজয়ন্তী শব্দটা যখন রয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আসেন, তাই না ? নিশ্চয়ই তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো যে এটা হল গড ফাদারের স্কুল। শিব ভগবান উবাচ। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। কৃষ্ণ তো নিজে পবিত্র। তার কি দায় পড়েছে যে সে পতিত শরীরে আসবে? একটা গান রয়েছে - দূর দেশের নিবাসী, এসেছে পরের দেশে (দূর দেশ কা রহনে বালা, আয়া দেশ পরায়ে)... । শরীরটাও অন্যের। সুতরাং শিববাবা নিশ্চয়ই এনাকে রচনা করেছেন। তাহলেই তো মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা সম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হল যে ইনি হলেন বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন আদিদেব, মহাবীর। কারণ তিনি মায়াতে পরাজিত করেন। জগদম্বারও গায়ন আছে। শ্রী লক্ষ্মী অতি প্রসিদ্ধ। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে জগদম্বা আসলে ব্রহ্মার কন্যা। তিনিও একজন ব্রহ্মাকুমারী। শিববাবা এনাকে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা নিজ সন্তান বানিয়েছেন। এখন তাঁর সাথেই এদের সকলের বুদ্ধি যুক্ত রয়েছে। বলা হয় যে পরমাত্মার সাথেই ভালোবাসা রাখো। সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল তাঁর সঙ্গ করো। তিনিই হলেন ভগবান। কিন্তু কেউই এটা জানে না। কিভাবেই বা জানবে? যখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দেবেন, তখনই নিশ্চিত হবে। আজকাল শেখানো হয় যে আত্মাই হল পরমাত্মা। এর ফলে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাস্তবে সত্যিকারের সত্য নারায়ণের কথা

শুনছে। তিনি হলেন শুকদেব আর তোমরা হলে ব্যাস। গীতাতেও ব্যাসের নাম আছে। সে তো একজন মানুষ ছিল। তোমরাই হলে সত্যিকারের ব্যাস। তোমরা যে গীতা বানাচ্ছে, সেটাও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সত্য এবং মিথ্যা গীতা এই সময়েই রয়েছে। সত্যের ভূমিতে মিথ্যার কোনো চিহ্নই থাকে না। তোমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। এটা এই বাবার সম্পত্তি নয়। শিববাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, ব্রহ্মা নন। ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণ রচিত হয়েছে। তোমরা হলে শিববাবার নাতি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। তোমরা তাঁকে আপন করে নিয়েছ। কথায় কথায় বলা হয় - গুরু আর নাতি। তোমরাই হলে সেই সদগুরু নাতি-নাতনি। ওখানে তো কেবল নাতি অর্থাৎ পুরুষরা রয়েছে। নাতনি নেই। শিববাবা-ই হলেন সদগুরু। গায়ন রয়েছে - সদগুরুকে ছাড়া ঘোর অন্ধকার। তোমাদের এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নামটা খুব ওয়ান্ডারফুল। বাবা কত ভালো করে বোঝান। কিন্তু কয়েকজন বাচ্চা তো বুঝতেই পারে না। বাবা বলছেন - আমাকে অর্থাৎ অসীম জগতের বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে সূর্য এবং চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব ছিল। তারপর রাবণের রাজত্ব ব্রহ্মার রাত শুরু হয়। বাস্তবে তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। সত্যযুগকেই স্বর্গ বলা হয় যেখানে দুধ-ঘী এর নদী বইতো। এখানে তো ঘী পাওয়াই যায় না। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এই পুরোনো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে আর। একদিন এই খড়ের গাদায় অবশ্যই আগুন লাগবে, সবকিছুর শেষ হয়ে যাবে। তখন আর আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না।

আমি এখানে আসলে তো আমাকে অবশ্যই একটা শরীর লোন নিতে হবে। ঘর তো একটা প্রয়োজন, তাই না? বাবা কত সুন্দর এবং মনোরঞ্জক ভাবে বোঝান। তোমরা এখন আমার কাছ থেকে সবকিছু জেনে গেছো। কেউই জানে না যে এই সৃষ্টিচক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। কারা ৮৪ জন্ম নেয়? সবাই তো নেবে না। নিশ্চয়ই যেসব দেবী-দেবতা আগে আগে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। এখন তাদেরকেই আমি পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছি। ভারতকে পুনরায় নরক থেকে স্বর্গ বানানোর জন্য এসেছি। আমিই একে লিবারেট করি। তারপর গাইড হয়ে ফেরত নিয়ে যাই। আমাকে জ্যোতি স্বরূপও বলা হয়। জ্যোতি স্বরূপকে তো আসতেই হবে। তিনি স্বয়ং বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা। আমার জ্যোতি কখনো নিভে যায় না। আত্মা হলো স্টার, যেটা দুই ভ্রমর মাঝে থাকে। বাকি সকল আত্মাই একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। সুতরাং আত্মা রূপী স্টারের মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নিহিত রয়েছে। ৮৪ জন্ম ভোগ করার পর পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম তাদের প্রজা। নাহলে তোমরাই বলো, আত্মার মধ্যে এত পার্ট কোথা থেকে এল? এটা হল খুব গুহ্য এবং ওয়ান্ডারফুল বিষয়। গোটা মনুষ্য সৃষ্টির সকল আত্মার মধ্যেই পার্ট ভরা রয়েছে। বাবা বলছেন, আমার মধ্যে এইরকম পার্ট ভরা আছে। এক্ষেত্রে কোনো অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। আমার পার্টকে কেবল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই জানতে পারে। পার্টকেই বায়োগ্রাফি বলা হয়। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা রয়েছেন, সুতরাং জগদম্বাও অবশ্যই থাকবেন। তিনিও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে আমাদের এখন কেবল বাবার সাথেই ভালোবাসা রয়েছে। এইরকম অব্যভিচারী ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। তবে মায়া রূপী বিড়ালও কম নয়। অনেকজন স্ত্রী থাকলে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা ভাব চলে আসে। সেইরকম আমাদের শিববাবার সাথে ভালোবাসা আছে বলে মায়ার ঈর্ষা হয় এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা দুই ছয় ফেলতে চাও, কিন্তু মায়া রূপী বিড়াল তিন দান দিয়ে দেয়। বাবা বলছেন, তোমরা ঘর-গৃহস্থই থাকো, কেবল দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম তোমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা। আমার শ্রীমৎ অনুসারে চললে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেব। ব্রহ্মার রায়ও প্রসিদ্ধ। তাই ব্রহ্মার বাচ্চাদের রায়ও প্রসিদ্ধ। তারাও নিশ্চয়ই একইরকম রায় দেবে। বাবা এসেই সমগ্র সৃষ্টিচক্রের খবরাখবর দেন। সন্তানদেরকেও সামলাও, কিন্তু বুদ্ধি যেন বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। বুঝতে হবে যে এটা হলো কবরখানা। আমরা এখন পরীক্ষানে যাচ্ছি। কত সহজ বিষয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন, কোনো সাকারী কিংবা আকারী দেবতার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করো না। বাবা দালাল রূপে এইসব কথা বলছেন। একটা গীত আছে - আত্মা পরমাত্মা বহুকাল ধরে ছিল দূরে, সুন্দর মিলন মেলা হলো যখন মিলে গেল সন্ধুর দালাল রূপে (অলগ রহে বহুকাল, সুন্দর মেলা কর দিয়া যব সদগুরু মিলা দালাল) ...। দেবী-দেবতারাই অনেক দিন আলাদা থেকেছে। ওরাই সবার আগে পার্ট প্লে করতে আসে। সুন্দর মেলা হয়ে গেলো যখন সদগুরু মিলে গেলো দালাল রূপে ...। তিনি দালাল রূপে বলছেন - একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো এবং প্রতিজ্ঞা করো যে আমি কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসবো। তাহলেই তোমরা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে যাবে। নিজের কাছে রেকর্ড রাখো যে আমি কতক্ষণ এইরকম মোস্ট বিলাভেড বাবাকে স্মরণ করি। কন্যা তো দিন-রাত তার পতিকে স্মরণ করে। বাবা বলছেন - হে আমার নিদ্রাজিৎ সন্তানেরা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করো। প্রথমে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা শুরু করো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকো। আমার সাথে যোগ লাগালে তোমরা ‘পাস উইথ অনার’ হয়ে যাবে। এটা হল বুদ্ধির রেস। একটু সময় লাগে। কিন্তু এই

বুদ্ধিযোগের দ্বারা-ই পাপ কাটবে। তারপর তোমরা ২১ জন্ম ধরে অটল, অখন্ড এবং সুখ-শান্তিময় রাজত্ব করবে। আগের কল্পেও করেছিলে। এখন পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য নাও। প্রতি কল্পে আমরাই স্বর্গ বানাই আর রাজত্ব করি। তারপর আমাদেরকেই মায়া নরকবাসী বানিয়ে দেয়। আমরা এখন রাম সম্প্রদায়। তাঁর সাথেই এখন আমাদের প্রেমের সম্পর্ক। আমাদেরকে বাবা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর সন্তান হয়ে আমরা নরকে কেন পড়ে আছি? আমরা নিশ্চয়ই কখনো স্বর্গে ছিলাম। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সবাইকে জীবন দান করে। কাল কখনো ওদের প্রাণকে অকালে কিংবা বেকায়দায় নিয়ে যাবে না। ওখানে অকালে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। ওখানে তো কালকাটিও হয় না। তোমরা সাক্ষাৎকারেও দেখেছ যে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে জন্ম নেয়। চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার বলে কথা! কৃষ্ণ হল নাস্বার ওয়ান সতোপ্রধান। তারপর আবার সতো, রজো, তমো অবস্থায় আসবে। যখন একেবারে তমো, পুরাতন হয়ে যায়, তখন এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেওয়া হয়। এখানেই এইরকম অভ্যাস করা হয়। বাবা, আমরা এখন তোমার কাছে আসছি। এরপর ওখান থেকে আমরা স্বর্গে গিয়ে নুতন শরীর নেব। এখন তো বাবার কাছে ফেরত যেতেই হবে। তাই না? আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অকালে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাইকে প্রাণ দান করার সেবা করতে হবে। রাবণ সম্প্রদায়কে রাম সম্প্রদায় বানাতে হবে।

২) কেবল বাবার সাথেই আন্তরিক প্রেমের সম্পর্ক রাখতে হবে। বুদ্ধিকে বিচলিত করা উচিত নয়। নিদ্রাকে জয় করে স্মরণের সময়কে ক্রমশ বাড়াতে হবে।

বরদান:- শ্রীমৎ অনুসারে আঙ্ডে বাবা ('জী হজুর') করে, হজুরকে হাজির (উপস্থিত) অনুভবকারী সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

যে প্রতিটি বিষয়ে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে "আঙ্ডে বাবা - আঙ্ডে বাবা" করে থাকে, তো বাচ্চাদের আঙ্ডে বাবা করা আর বাবাকেও তখন বাচ্চাদের সামনে হাজির হতে হয়। যখন হজুর হাজির হয়ে যাবেন, তখন কোনো কিছুরই আর অভাব থাকবে না, সদা সম্পন্ন হয়ে যাবে। দাতা আর ভাগ্য-বিধাতা - দুয়েরই প্রাপ্তির ভাগ্য-নক্ষত্র ললাটে ঝলমল করতে থাকবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম সম্পদের উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে থাকো, তবে অধীনতা আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের সারনেম সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমরা হলে গডলী চিল্ড্রেন, তোমাদের হল ঈশ্বরীয় কুল, তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ, তোমাদের ম্যানার্স অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের নিজের সমান প্রেমের সাগর বানিয়েছেন, তার নিদর্শন কি ?

*উত্তরঃ - তোমরা বাচ্চারা বাবার সমান প্রেমময় হয়েছো তাই তো তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন রূপের চিত্রকে সবাই ভালবাসে। প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সদা হর্ষিতমুখী, রমণীয়। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের জ্ঞান-যোগের দ্বারা অতি মধুর তৈরী করছেন। তোমাদের মুখ দিয়ে যেন সদা জ্ঞান-রস্নাই নির্গত হয়।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । এটা কার মহিমা গাওয়া হয়, যে - তুমি প্রেমের সাগর। এই মহিমা কোনো মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় না। বলাও হয় যে, তুমি প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতার সাগর। এখন তোমরা পবিত্র হয়েছো। এমন অনেকে আছে যারা বিবাহ করে না, অনেকে আছে যারা সল্ল্যাস না নিয়েও পবিত্র থাকে। গায়নও রয়েছে যে - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও জনকের মতো জ্ঞান। এর হিস্টিও আছে। তারা বলে যে আমাদের কেউ ব্রহ্মজ্ঞান শোনাও। বাস্তবে বলা উচিত ব্রহ্মা-জ্ঞান। পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জ্ঞান প্রদান করেন।

তোমরা জানো যে, এই সময় আমাদের পদবী হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, আমরা হলাম গডলী চিল্ড্রেন। এমন তো সবাই বলে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তাহলে অবশ্যই ভাই-ভাই হবে, তখন আবার নিজেদের পিতা বলতে পারবে না। ফাদারহুড নয় তখন তাকে ব্রাদারহুড বলা হয়। এক তো তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা, দ্বিতীয়তঃ, তোমরা যাঁদের কুমার-কুমারী, তাঁদেরকে মাম্মা-বাবা বলা। বাচ্চারা জানে, আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ভারতেই অনেক শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি তো সবাই পড়ে। কিন্তু সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গ্রীষ্মদ ভাগবত গীতা। গীতার দ্বারাই সত্যযুগ স্থাপিত হয়। গীতার জ্ঞান দিয়েছেন জ্ঞান সাগর পরমাত্মা। এই সমস্ত জ্ঞান নদীরা জ্ঞান-সাগর থেকেই বের হয়। গঙ্গার জল থেকে খোড়াই জ্ঞান পাওয়া যায় যে পবিত্র হবে। সন্নতি অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। এ তো হলোই তমোপ্রধান পতিত দুনিয়া। যদি পবিত্র হয়ে যায় তখন কোথায় থাকবে! ফিরে তো যেতে পারবে না। নিয়ম নেই। সবাই-কে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হতেই হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা প্র্যাক্টিক্যাল-রূপে একথা শুনছো। এই জ্ঞান কেউ কপি (নকল) করতে পারবে না। যদিও এমনও অনেকে আছে যারা বলে যে আমরাও ওই জ্ঞান দিই। কিন্তু না। এখানে যারা জ্ঞান পায় তাদেরকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয় আর কোনো এমন সংস্থা নেই যেখানে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয়। যদি এরকম ড্রেসও পরে কিন্তু বলবে কিভাবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। এঁনাকে আমি নাম দিয়েছি ব্রহ্মা। এঁনাকেই বসে বোঝাই। তোমাদেরও বলি যে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের জন্ম-কে জানো না, আমি জানি। এখন এই সঙ্গমযুগেই পা(শূদ্র) আর শিখা বা টিকি(ব্রাহ্মণ) একত্রিত রয়েছে, এদের দ্বারাই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ.... সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এখন অন্তিম সময়, দুনিয়াকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন হতে হবে। বাবা এসে ত্রিকালদর্শী বানান। তিনি হলেন প্রেমের সাগর, তাই অবশ্যই তিনি এরকমই (বাবার মতো) প্রেমময় বানাবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখো, সবাইকে কিরকম আকৃষ্ট করে। লক্ষ্মী-নারায়ণের যত রমণীয়, হর্ষিতমুখ চিত্র দেখবে, ততটা রাম-সীতার দেখবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলেই মনের মধ্যে খুশি এসে যায়। রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গেলে এতো খুশি অনুভূত হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো রাজ্য-ভাগ্য রয়েছে। এখন এসব কথা তো দুনিয়ার মানুষ জানে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের অতি মিষ্টি করে তৈরী করছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তাঁরা এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা এরকম হয়েছেন। এখন তোমরাও হচ্ছে। মানুষ তো চায় যে দুনিয়া এক হয়ে যাক, এক রাজ্য হোক। স্মরণও করায় যে কখনো তো এক রাজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু এরকম নয় যে সকলে মিলে এক হয়ে যাবে। না, ওখানে তো অনেক কম সংখ্যক মানুষ ছিল। তোমরাই বোঝো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তারা বলে যে ঈশ্বর হাজিরা হজুর (সর্বত্র বিরাজমান)। কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, আত্মা সর্বত্রই বিরাজ করছে। আত্মা সর্বব্যাপী, সবার মধ্যেই আত্মা রয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে সবার মধ্যেই পরমাত্মা রয়েছে। তাহলে প্রতিজ্ঞা করার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের মধ্যেও পরমাত্মা থাকে তাহলে কার প্রতিজ্ঞা করা হয়? আমরা যদি ভুল কর্ম করি তবে

পরমাত্মা শাস্তি দেবেন। যদি পরমাত্মা সকলের মধ্যেই থাকে তবে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদির কোনো কথাই হয় না। এখন তোমরা সাকার শরীরে রয়েছো, যেমন আত্মাকে এই (শূল) নয়ন দ্বারা দেখা যায় না তাহলে পরমাত্মাকে কেমন করে দেখবে? শুধু অনুভব করে যে আমাদের মধ্যে আত্মা রয়েছে। বলে যে, তারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায় কিন্তু যখন আত্মাকেই দেখতে পাওয়া যায় না তখন পরমাত্মাকে কিভাবে দেখবে? আত্মাই পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা হয়। এই সময় রয়েছে পাপাত্মারা। তোমরা অনেক পুণ্য করেছিলে, বাবার কাছে তন-মন-ধন সমর্পণ করেছিলে। এখন আবার পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে যাচ্ছো। শিববাবার কাছে তন-মন-ধন বলী (অর্পণ করে) দাও। ইনিও(ব্রহ্মা) অর্পণ করেছেন, তাই না। শরীরকেও সত্যিকারের সেবায় অর্পণ করেছেন। মাতাদের কাছে অর্পণ করে তাদের ট্রাস্টী বানিয়ে দিয়েছেন। মাতাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাতারাই এসে শরণ নিয়েছে তাই তাদের যত্ন কিভাবে হবে? মাতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বাবা বলেন, বন্দে মাতরম্। হাজির-নাজিরের রহস্যও বোঝান। আত্মারা ডাকতে থাকে, ও গড ফাদার। কোন্ পিতাকে ডাকে? একথা বোঝে না। তোমরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হও। মানুষ কত ভালোবাসে। হার হোলীনেস এবং হিজ হোলীনেস ওঁনাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা বলবে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় কুলের, প্রথমে আসুরী কুলের ছিলাম। ব্রাহ্মণদের পদবীই হলো ঈশ্বরীয় সন্তান। বাপু গান্ধীও চেয়েছিলেন যে রামরাজ্য হোক। নতুন ভারতে নতুন রাজ্য হোক। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক যা কিনা একমাত্র অসীম জগতের পিতাই বানাতে পারেন। বাবা বলেন যে, আমি হলাম ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। আমি হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চতম নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলো আমারই রচনা। ভারত শিবালয়, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে। তারা এও জানে না যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানে অর্থাৎ স্বর্গে হয়। তারা চায় যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড (এক বিশ্ব) হোক, ওয়ান অলমাইটি অথরিটির রাজ্য হোক। তাই তো পরমাত্মা, ওয়ান ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি ডিটি, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করছেন, এছাড়া সকলেই বিনাশের সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতোটাই নেশা থাকা উচিত। এখান থেকে ঘরে ফিরেই মুর্ছিত হয়ে যায়। সঞ্জীবনী বুটির কাহিনীও আছে, তাই না। কিন্তু এ হলো জ্ঞানের বুটি, মন্মনাভব-র। দেহ-অভিমান আসার কারণে মায়ার থাপ্পড় লাগে। দেহী-অভিমानी হলে থাপ্পড় খেতে হবে না। আমরা শিববাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। ব্রহ্মারও এটি অন্তিম জন্ম, তিনিও উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি ইজ ইয়োর গড ফাদারলী বার্থ রাইট (দৈবী দুনিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা হলো তোমাদের গড ফাদারের থেকে পাওয়া জন্মসিদ্ধ অধিকার)। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে দিব্যতার ম্যানার্স থাকা উচিত। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমাদের বাণী অতি মধুর হওয়া উচিত। ভাষণ ইত্যাদিতেও বলতে হয়, এছাড়া ব্যর্থ কথায় যাওয়া উচিত নয়। মুখ দ্বারা যেন সর্বদা রত্ন নির্গত হয়। এই(শূল) নয়ন থাকা সত্ত্বেও তোমরা এর দ্বারা শুধু স্বর্গ আর মূলবতন-কেই দেখো। আত্মা জ্ঞান-নেত্র প্রাপ্ত করেছে। আত্মা অরগ্যান্স (ইন্দ্রিয়) দ্বারা পড়ে। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যেমন আক্কেল দাঁত বের হয়। বাবা উত্তরাধিকার ব্রাহ্মণদের দেবেন, শূদ্রদের খোড়াই দেবেন। তৃতীয় নেত্র আত্মাই পায়। জ্ঞান-নেত্র ছাড়া আত্মা ঠিক-ভুল বুঝতে পারে না। রাবণ সদা ভুল পথেই চালিত করবে, বাবা সঠিক পথে চালনা করেন। সর্বদাই পরস্পরের থেকে গুণ গ্রহণ করা উচিত। গুণের পরিবর্তে অবগুণ গ্রহণ করা উচিত নয়।

দেখো, ডা. নির্মলা আসেন, তার স্বভাব অত্যন্ত মিষ্টি। শান্তচিত্ত, কিভাবে কম কথা বলা যায়, তা তার থেকে শেখা উচিত। অত্যন্ত সচেতন ও মিষ্টি বাচ্চা। শান্ত হয়ে বসে থাকারও রয়্যালটি (আভিজাত্য) চাই। এমনও নয় যে কিছু সময় স্মরণ করলে আর বাকি সারাদিনে ভুলে রইলে। এটাও অভ্যাস করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে শক্তিশালী হওয়া যায়। আর বাবাও খুশি হন। এরকম অবস্থাপ্রাপ্ত আত্মা যাকেই দেখবে, তাকেই অতি শীঘ্র অশরীরী বানিয়ে দেবে। যখন অশরীরী হয়ে যায় তখন শান্তও হয়ে যায়। শুধু শান্তিতে বসে থাকাই কোনো সুখ নয়, সেটা হলো অল্পকালের সুখ। শান্ত হয়ে বসে থাকলে কর্ম করবে কিভাবে? যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। সত্যিকারের সুখ-শান্তি তো এখানে হতে পারে না। এখানকার সবকিছুই হল অল্পকালের জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস (০৯-০৪-৬৮)

আজকাল অধিক মাত্রায় এইরকম কনফারেন্সই করা হয় যে বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপিত হবে! তাদেরকে বলা উচিত যে দেখো এক ধর্ম, এক রাজ্য, অদ্বৈত ধর্ম ছিল। দ্বিতীয় কোনো ধর্মই ছিল না যে তালি(কলহ) বাজবে। যখন রাম-রাজ্য ছিল, তখনই বিশ্বে শান্তি ছিল। তোমরা চাও যে বিশ্বে শান্তি হোক। সেটাতো সত্যযুগে ছিল। পরে অনেক ধর্ম হয়ে যাওয়ায়

অশান্তি শুরু হয়। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ তা বোঝে ততক্ষণ মাথা খাটাতেই থাকে। তোমরা যত এগিয়ে যাবে, সবাই তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়বে, তখন এই সল্যাসী ইত্যাদিদেরও কান খুলবে। তোমাদের বাচ্চাদেরও এই নিশ্চয় রয়েছে যে আমাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই নেশা রয়েছে। মিউজিয়ামের জাঁকজমক দেখে অনেকে আসবে। ভিতরে প্রবেশ করে ওয়ান্ডার হয়ে যাবে। নতুন নতুন চিত্রের দ্বারা নতুন নতুন বর্ণনা শুনবে।

একথা তো বাচ্চারা জানে - যোগ হলো মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। সে তো কোনো মানুষই শেখাতে পারবে না। একথাও লিখতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তির যোগ শেখাতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একজনই। একথা ক্লিয়ার করে লিখে দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ পড়ে। সল্যাসীরা কি শেখায়। যোগ-যোগ যে বলা হয়, বাস্তবে সেই যোগ তো কেউই শেখাতে পারে না। মহিমা হলোই সেই এক বাবার। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়া একমাত্র বাবার-ই কাজ। এমন-এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টস্ বোঝাতে হবে। এমনভাবে লিখতে হবে যে, মানুষের যেন একথা যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। এই দুনিয়াকে তো বদলাতেই হবে। এ হলো মৃত্যুলোক। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমরলোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে এও আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। ওখানে আয়ু-ও বেশী হয় আর সময় এলে নিজের থেকেই শরীর ত্যাগ করে, ঠিক যেমন বস্তু পরিবর্তন করা হয়। এ সবকিছুই বোঝাবার মতো বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাপ ও দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুড নাইট আর নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের স্বভাব অতি মিষ্টি, শান্তচিত্ত বানাতে হবে। অনেক কম এবং রয়্যালিটির সাথে কথা বলতে হবে।

২) তন-মন-ধন দ্বারা ব্রহ্মা বাবার মতো ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- জ্ঞান আর যোগের শক্তির দ্বারা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সেকেণ্ডে পাশকারী মহাবীর ভব মহাবীর অর্থাৎ সদা লাইট আর মাইট হাউস। জ্ঞান হল লাইট আর যোগ হল মাইট। যারা এই দুই শক্তিতে সম্পন্ন থাকে, তারাই প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সেকেণ্ডে পাশ করতে পারে। যদি সময় অনুসারে পাশ না হওয়ার সংস্কার পড়ে যায়, তাহলে ফাইনালেও সেই সংস্কার ফুল পাশ হতে দেবে না। যারা সময় অনুসারে ফুল পাশ হয়, তাদেরকেই বলা হয় পাশ উইথ অনার। ধর্মরাজও তাকে অনার (সম্মান) দেয়।

স্লোগানঃ:- যোগ অগ্নির দ্বারা বিকারের বীজগুলিকে ভস্ম করে দাও তাহলে বিপরীত পরিস্থিতিতে ধোঁকা খেতে হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পুরানো সংস্কার গুলিকে দূর করে নিজের নিজস্ব সংস্কার গুলিকে ধারণকারী এভাররেডি হও"

আজ বাপদাদা নিজের চতুর্দিকের বাবার লভ এ লভলীন আর লাকী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এক একজন বাচ্চার ভাগ্যের প্রতি বাবাও গর্ব অনুভব করেন যে, আমার বাচ্চারা বর্তমান সময়ে এতখানি মহান যে সমগ্র কল্পে দেবতা স্বরূপে হোক, ধর্ম নেতাদের রূপে হোক, মহাত্মাদের রূপে হোক অথবা পদমপতি আত্মাদের রূপে, এতখানি ভাগ্যই কারো নেই, যতখানি ভাগ্য ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের। তো নিজের এই রকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে নিজের স্মৃতিতে রাখো? সর্বদা এই অনাহত (অনহদ) গীত মনের মধ্যে গুঞ্জনিত হতে থাকে কি যে, বাঃ ভাগ্য বিধাতা বাবা আর বাঃ আমি শ্রেষ্ঠ আত্মার ভাগ্য! এই ভাগ্য-সঙ্গীত সদা অটোমেটিক বাজতে থাকে? বাবা বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে সদা প্রফুল্লিত হন। বাচ্চারাও উৎফুল্ল হয়, কিন্তু কখনো কখনো মাঝে মাঝে নিজের ভাগ্যকে ইমার্জ (মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখা) করার বদলে মার্জ করে দেয়। বাবা যখন দেখেন যে, বাচ্চার মধ্যে নিজের সৌভাগ্যের নেশা আর নিশ্চয় মার্জ হয়ে যায়, তখন বাবা কি বলবেন? ড্রামা। কিন্তু বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সর্বদাই ভাগ্যের স্মৃতি স্বরূপ দেখতে চান। তোমরা নিজেরাও চাও, 'কিন্তু'... মাঝখানে এসে যায়। যাকে জিজ্ঞাসা করো সব বাচ্চাই এই লক্ষ্য রেখেই চলছে যে, আমাকে বাবার সমান হতেই হবে। লক্ষ্য তো খুব ভালো। লক্ষ্য যখন শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ভালো, তবে কেন কখনো ইমার্জ রূপ, কখনো মার্জ রূপ? এর কারণ কী? বাপদাদার কাছে খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞাও করে থাকে, আন্তরিক বার্তালাপও করে, তবুও লক্ষ্য আর লক্ষ্যের তফাৎ কেন? তো বাপদাদা রেজাল্টে দেখলেন যে এর কারণ কি? এমনিতে তো তোমরা সবাই তা জানো, কোনো নতুন কিছু নয়, তাও বাপদাদা রিভাইস করিয়ে দিচ্ছেন।

বাপদাদা দেখেছেন তিনটি জিনিস রয়েছে - এক হলো, ভাবা, সংকল্প করা। দ্বিতীয় হলো বলা, বর্ণন করা আর তৃতীয় হলো কর্মে প্র্যাকটিক্যাল অনুভবে আর আচরণে নিয়ে আসা, কর্মে নিয়ে আসা। তো এই তিনের সমান ব্যালেন্স কম রয়েছে। যখন ব্যালেন্স থাকছে তখন নিশ্চয় আর নেশা ইমার্জ হচ্ছে আর যখন ব্যালেন্স কম তখন নিশ্চয় আর নেশা মার্জ হয়ে যাচ্ছে। রেজাল্টে দেখা গেছে যে, কোনো কিছু ভাবার গতি অত্যন্ত ভালো আর ফাস্টও। দ্রুত বলতে পারা আর নেশা সেটাও ৭৫ পার্সেন্ট ঠিক আছে। বলার ক্ষেত্রে মেজরিটি কুশলও কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আচরণে তাকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে টোটাল মার্কস কম। সুতরাং দুটি বিষয়ে ঠিক আছে কিন্তু তৃতীয় বিষয়ে অনেক কম রয়েছে। তার কারণ? সংকল্পও যখন ভালো, শব্দের প্রয়োগও খুব সুন্দর থাকে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল কম কেন হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কী? সেটা জানো? হ্যাঁ কিম্বা না বলো। খুব ভালো ভাবেই তা জানো তোমরা। কাউকে কোনো টপিকের উপরে ভাষণ করতে বললে অথবা ক্লাস করাতে বললে কতো সুন্দর ক্লাস করিয়ে দেবে তারা। আর অত্যন্ত নিশ্চয়, নেশার সাথে দীপ্তিময় ভাষণও করবে, ক্লাসও করাবে। বাপদাদা সকলের ক্লাস শোনে যে, কে কী বলছে। মনে মনে মুগ্ধ হয়ে হাসেন - বাঃ! বাঃ বাচ্চা বাঃ!

মূল কথা হলো - বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, এটা রিভাইস কোর্স চলছে। তো বাবা বলেন, কারণ হলো একটিই, বেশীও নয়, একটিই কারণ আর বাপদাদা মনে করেন যে কারণকে নিবারণ করা বেশী কঠিনও নয়, খুবই সহজ। খুব সহজ জিনিসকে বাচ্চারা কঠিন বানিয়ে ফেলে। কঠিনও নয়, কঠিন বানিয়ে দেয় তারা। কেন? নেশাটা গুপ্ত (মার্জ) হয়ে যায়। একটিই কারণ, যা কিছু ধারণার কথা শুনছো, বলছোও, সেটা শক্তি গুলির রূপেই হোক, গুণ গুলির রূপেই হোক, খুব ভালো ভালো ধারণার কথা গুলো বলে থাকো তোমরা, এত ভালো বলে থাকো যে, যারা শুনছে, জ্ঞানীই হোক কিম্বা অজ্ঞানী, শোনার পরে খুব ভালো খুব ভালো বলে খুশীর করতালি বাজাতে থাকে, খুব প্রশংসিতও হয়। কিন্তু, কতো বার 'কিন্তু' কথাটা এলো? এই 'কিন্তু'ই বিঘ্নের সৃষ্টি করে। 'কিন্তু' শব্দ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান সমীপে আসা আর বাবার সমীপে আসা মানে সময়কে সমীপে নিয়ে আসা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত 'কিন্তু' শব্দটা বলতে হচ্ছে। বাবার ভালো লাগে না, কিন্তু তাও বলতে হয়। তার কারণ কি? যে কথাই বলছো, ধারণাও করছো, ধারণার রূপে ধারণ করছো আর সেই ধারণা কারো কিছুদিন, কারো আরো একটু বেশীদিন চলছে। কিন্তু ধারণা প্র্যাকটিক্যাল সর্বদা বৃদ্ধির দিকে যাতে যায় তারজন্য এটাই মুখ্য কথা হলো, দ্বাপর থেকে শুরু করে যেমন এই অগ্নিময় জন্ম পর্যন্ত যা কিছু অবগুণ বা দুর্বলতা/ঘাটতি রয়েছে, তারই ধারণা সংস্কারের রূপে তৈরী হয়ে গেছে। আর সংস্কার তৈরী হয়ে যাওয়ার কারণে পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। ছাড়তেও চাইছে, ভালো লাগছে না, তবুও বলছে কি করবো, আমার সংস্কারই যে এই রকম। তুমি মনে কিছু ক'রো না, আমার সংস্কারই এই রকম। সংস্কার তৈরী হয়েছে কীভাবে? তৈরী করেছে বলেই না! তো দ্বাপর থেকেই যখন এই উল্টো

সংস্কার তৈরী হয়ে গেছে, যার জন্য এক এক সময় তোমরা সেটা করতে বাধ্যও হয়ে পড়ছো, তা সত্ত্বেও বলতে থাকো যে, কী করবো, সংস্কার যে! তো সংস্কার সহজ, না চাইলেও প্র্যাকটিক্যাল চলে আসে তাই না! কারো ক্রোধ চলে আসে, তারপর কিছুক্ষণ পরে বলতে থাকে, কিছু মনে ক'রো না, সংস্কার বশতঃ হয়ে গেছে। ক্রোধকে সংস্কার বানিয়েছে, অবশুণকে সংস্কার বানিয়েছে আর গুণ গুলিকে কেন বানায়নি? ক্রোধ যেমন অজ্ঞানতার শক্তি আর জ্ঞানের শক্তি হলো শান্তি। সহ্য শক্তি রয়েছে। তো অজ্ঞানতার শক্তি ক্রোধকে খুব ভালো ভাবে সংস্কার বানিয়ে নিয়েছে। আর তাকে তোমরা ইউজও করছো আর তারপর ক্ষমাও চাইতে থাকছো যে, মাফ করে দাও, এরপর আর হবে না। তারপরও তা আরও বেশী করে হতে থাকে। তার কারণ কী? কারণ সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো। তো বাপদাদা একটাই কথা বাচ্চাদেরকে বারে বারে বলে থাকেন যে, এখন প্রতিটি গুণকে, প্রতিটি জ্ঞানের কথাকে সংস্কার রূপে বানাও।

ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কার কোনটি? ক্রোধ নাকি সহ্য শক্তি? কোনটা? সহ্য শক্তি, শান্তির শক্তি আছে না! তো অবশুণ গুলিকে তো সহজেই সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো, ঠেসে ঠেসে ভিতরে ভরে দিয়েছো যাতে না চাইলেও বেরিয়ে আসতেই থাকে। সেই রকমই গুণকেও ঠেসে ঠেসে ভরে সংস্কার বানাও। আমার নিজস্ব সংস্কার কোনটা? এটা সর্বদা স্মরণে রাখো। সে তো রাবণের সম্পত্তিকে সংস্কার বানিয়ে দিয়েছো। পরের জিনিসকে নিজের বানিয়ে নিয়েছো। এখন বাবার সম্পদকে নিজের বানাও। রাবণের জিনিসকে সমস্ত রেখে দিয়েছো আর বাবার জিনিসকে উধাও করে দিচ্ছো, কেন? রাবণের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে! রাবণ প্রিয় তোমাদের কাছে নাকি বাবা প্রিয়? তোমরা সবাই তো বলবে বাবা সবথেকে প্রিয়, এটাই মন থেকে বলছো তো না? কিন্তু যাকে ভালো লাগে তার কথাও তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাওয়া উচিত। কেউ যখন রাবণের সংস্কারের বশ হয়ে যায় আর তারপরে বলতে থাকে - বাবা তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতটা ভালোবাসো? তখন বলে আকাশের থেকেও বেশী। বাবা শুনে খুশীও হন যে, কতো ভোলা বাচ্চা আমার! তবুও বাবা বলেন - সব বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রতিশ্রুতি হলো, অন্তর থেকে যদি একটিবারও "আমার বাবা" বলে দিয়েছো, মাঝে যদি তারপর ভুলেও যাও, কিন্তু একটি বারও যদি অন্তর থেকে বলা "আমার বাবা", তবে বাবাও বলেন, যেমনই হও, যেই রকমই হও, তুমি আমারই। নিয়ে তো তোমাকে যেতেই হবে। বাবা কেবল চান যে, বরষাত্রী হয়ে নয়, সজনী হয়ে যাবে। এ'কথা শুনে তো সকলেই বেশ খুশী হয়ে গেলে! নিজের উপরে হাসিও চলে আসছে।

এখন যখন শুনছো তখন নিজের উপরেই হাসি আসছে তো না! নিজের উপরে হাসি আসে আর যখন উত্তেজিত হয়ে যাও তখন চোখমুখ লাল হয়ে যায়। কিন্তু বাবা রেজাল্ট দেখেছেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে একটি বিশেষত্ব খুব ভালো, সেটা কোনটা? পবিত্রতায় থাকা, এর জন্য যত কষ্টই সহ্য করতে হয়, যতজনই অপজিশন করার জন্য সামনে আসুক না কেন, কিন্তু এই ব্যাপারে ৭৫ পার্সেন্টই ঠিক আছে। কেউ কেউ একটু বানিয়েও বলে, কিন্তু তবুও ৭৫ পার্সেন্ট এই বিষয়ে পাশ হয়ে দেখিয়েছে। এখন এর পরে দ্বিতীয় সাবজেক্ট কোনটা আসে? দেহ-বোধ তো টোটাল হয়ে গেলো। কিন্তু দেখা গেছে যে, ক্রোধের সাবজেক্টে খুব কমজনই পাশ। তারা এই রকম মনে করে যে, ক্রোধ হয়তো কোনো বিকার নয়, এটা হলো শত্রু, বিকার নয়। কিন্তু ক্রোধ হলো জ্ঞানী তু আত্মার জন্য মহাশত্রু। কারণ ক্রোধ অনেক অনেক আত্মাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আসার ফলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় আর ক্রোধকে দেখে বাবার নামের অনেক গ্লানি হয়ে যায়। যারা বলার তারা তখন এটাই বলবে যে, দেখে নিয়েছি জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চারা কেমন। ক্রোধের অনেক রূপ রয়েছে। একটি মহান রূপকে তো তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো, দেখতেও পাওয়া যায় যে - এই ব্যক্তি ফুদ্র হয়েছে। দ্বিতীয় - ক্রোধের সূক্ষ্ম স্বরূপ ভিতরে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা হয়ে থাকে। এই স্বরূপে চিৎকার করে ওঠা বা বাইরে অন্য কোনো রূপ বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেমন বাইরে প্রকাশিত ক্রোধ হয়ে থাকে, তো ক্রোধ তো অগ্নির রূপ তাই না, তাতে ভিতরে ভিতরে নিজেও জ্বলতে থাকে আর অন্যকেও জ্বালাতে থাকে। সেই রকম ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা - এ'সব যার মধ্যে রয়েছে, সে এই অগ্নির মধ্যে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে। বাইরে থেকে অগ্নিশর্মা দেখাবে না, আর অগ্নিশর্মা মানে আসলে তার রঙ হলো কালো। ক্রোধের তৃতীয় রূপ হলো বেশ চতুর রূপ। সেটা কি? বলে থাকে বা এই রকম মনে করে থাকে যে, কখনো কখনো সিরিয়াসও হতে হয়। কখনো কখনো ল'কে হাতেও তুলে নিতে হয় - কল্যাণের জন্য। এখন সেটা কল্যাণ কিনা সেটা নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো। বাপদাদা কাউকেই ল'কে (আইনকে) হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেন না। কোথাও কোনো মুরলীতে বলেছেন কি যে, প্রয়োজনে ল'কে হাতে তুলে নাও? ক্রোধ ক'রো না? ল' হাতে তুলে নেওয়ার মতো ভিতরের রূপও আসলে ক্রোধেরই অংশ। নিমিত্ত আত্মা যারা রয়েছেন, তারাও ল' হাতে তুলে নেন না। বরং তাদের ল'কে রিভাইস করাতে হয়। কেউই ল' হাতে তুলে নেবে না। কিন্তু যারা নিমিত্ত রয়েছেন, বাবার দ্বারা যে ল' বানানো হয়েছে, তাকে তারা রিভাইস করাবেন। নিমিত্ত

যারা রয়েছেন তাদের এই অনুমতিটুকু দেওয়া রয়েছে, সকলকে নয়।

আজ বাপদাদা একটু অফিসিয়াল শিক্ষা দিচ্ছেন, ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করো, কেননা বাপদাদা বাচ্চাদের লেখা এবং কৃত প্রতিজ্ঞা দেখে ও শুনে স্মিত হাসছেন। এখন বাপদাদা শোনাচ্ছেন যে প্রতিটি গুণকে নিজের সংস্কার বানাও। আন্ডারলাইন করেছে? তো এখন থেকে এটাই বলবে যে - শান্ত স্বরূপে থাকা, সহনশীল হওয়া - এটা তো আমার সংস্কার হয়ে গেছে। পুনরায় বাপদাদা যখন মিলিত হতে আসবেন, তো এগুলিকে নিজের সংস্কার বানিয়ে বাপদাদার সামনে এই ৫-৬ মাসে করে দেখাবে। এইজন্য আজ রেজাল্ট শোনাচ্ছেন। ক্রোধের রিপোর্ট অনেক আসে। ছোটো-বড় ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ক্রোধ করে। এখন বাপদাদা বেশী কিছু বলবেন না, কিন্তু কাহিনীটি অত্যন্ত মজার। এইজন্য আজ থেকে ক্রোধকে কি করবে? বিদায় দেবে? (সবাই করতালি দিচ্ছে) দেখো, করতালি দেওয়া খুব সহজ কিন্তু ক্রোধের তালি যেন না বাজে। বাপদাদা এটা বারংবার শুনতে চাইছেন না, তথাপি করুণা হয়, তাই শুনে নেন। তো এখন থেকে এটা বলবে না যে বাবা প্রতিজ্ঞা তো করেছে কিন্তু... পুনরায় (ক্রোধ) এসে গেছে, কি করবো! চাইনা কিন্তু এসে যায়। তুমিই একটু মায়াকে বুঝিয়ে বলো, ক্রোধকে বুঝিয়ে বলো যাতে আর না আসে। তো এই পুরুষার্থও বাবা করবেন আর বাচ্চারা শুধু প্রালব্ধ নেবে? এই পরিশ্রমও বাবা করবেন? তো এইরকম প্রতিজ্ঞা করবে না, যার রেজাল্ট আবার ৫ মাস পর দেখবো। যদিও তোমরা বলো বা না বলো, বাবার কাছে তো পৌঁছেই যাবে। এইরকম রেজাল্ট যেন না হয় যে - কি করবো, হয়ে যায়, পরিস্থিতি এইরকমভাবে আসে, কথা অনেক লম্বা হয়ে যায় তাই না! বাবাকেও বোঝানোর প্রচেষ্টা করে, বড়ই হুশিয়ার বাচ্চা। বলে যে বাবা ছোটো-খাটো বিষয় আমরা অতিক্রম করে ফেলি, এই পরিস্থিতিটা অনেক বড় ছিল, তাই না! এখন, দোষ কার? পরিস্থিতির। আর মুখে কি বলে? এলো আর গেলো। ৫ হাজার বছর পর পুনরায় এই পরিস্থিতি আসবে। ৫ হাজার বছর পর যে পরিস্থিতি আসবে তার উপর দোষ আরোপ করে। এইরকম করো'না। কি করবো...! এটা সংকল্পেও নিয়ে এসো না। বাপদাদা বিশেষ করে ক্রোধের জন্যই কেন বলছেন? কেননা যদি ক্রোধকে তোমরা বিদায় দিয়ে দাও তাহলে ক্রোধের মধ্যেই লোভ, ইচ্ছা সব চলে আসে। লোভ কেবল টাকা পয়সা আর খাওয়াদাওয়াতেই হয় না, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের, ভাঙ্তানের বা অঙ্তানের, যেকোনও ইচ্ছা - এটাও হলো লোভ। তো ক্রোধকে সমাপ্ত করলে লোভ স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যায়, অহংকারও সমাপ্ত হয়ে যায়। অভিমান আসে তাই না- আমি বড়, আমি বুঝদার, আমি জানি - এ নিজেকে কি মনে করে! তখন ক্রোধ এসে যায়। তো অভিমান আর লোভ এটাও সাথে সাথে বিদায় নিয়ে নেবে। এইজন্য বাপদাদা বিশেষ লোভের জন্য না বলে ক্রোধকে আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। তো সংস্কার বানাবে? এখন সবাই হাত তোলো আর সকলের ছবি তোলো। (সবাই হাত তুলেছে) এখন অল্প স্বল্প অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বেশী নয়, আর যখন পুনরায় রেজাল্ট দেখবেন তখন বতনের দেবতারাও, স্বর্গের দেবতারাও তোমাদের উপর বাঃ বাঃ - এর পুষ্প বর্ষণ করবেন।

আজ থেকে প্রত্যেকে নিজেকেই দেখবে - অন্যদেরকে দেখবে না। অন্যদের মধ্যে এইসব অবগুণ দেখার আগে মনের চোখ বন্ধ করে দেবে। এই চোখ তো বন্ধ করতে পারবে না, তাই না, কিন্তু মনের চোখ বন্ধ করে দেবে - দ্বিতীয় জন ক্রোধ করছে নাকি তৃতীয়জন ক্রোধ করছে - এটা আমার দেখার দরকার নেই। বাবা এতটাই ফোর্স (জোর) দিয়ে বলছেন যে যদি কোনও ব্যতিক্রমী মহারথীও এমন কোনও বিকর্ম করে, তাহলেও দেখা বা শোনার পরিবর্তে মনকে অন্তর্মুখী করে নেবে। হাসির কথা শোনাবো - বাপদাদা আজ স্পষ্ট শোনাচ্ছেন, খারাপ লাগছে না তো? আচ্ছা - আর একটা স্পষ্ট কথা শোনাচ্ছেন - বাপদাদা দেখেছেন যে - বেশীরভাগ বাচ্চাই সময়ে সময়ে, সর্বদা নয়, কখনো-কখনো মহারথীদের বিশেষস্বগুলি কম দেখে আর অবগুণগুলিকে গভীরভাবে দেখে আর ফলো করে। একে-অপরের সাথে বর্ণনাও করে যে, আমি সবাইকে দেখে নিয়েছি। মহারথীরাও বিকর্ম করে, আমরা তো এমনিতেই পিছনের দিকে আছি। মহারথীরা যখন পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন আমিও হয়ে যাবো। কিন্তু মহারথীদের তপস্যা, মহারথীদের বহুকালের পুরুষার্থ তাদেরকে অ্যাডিশন মার্কস দিয়েও পাশ উইথ অনার করে দেয়। এখন এই অপেক্ষায় থাকবে কি যে যখন মহারথীরা পরিবর্তন হবে তো আমরাও পরিবর্তন হবে, তাহলে মায়ার কাছে ধোঁকা খেয়ে যাবে, এইজন্য মনকে অন্তর্মুখী বানাও। বুঝেছো। এটাও বাপদাদা অনেক শুনেছেন - দেখে নিয়েছি... দেখে নিয়েছি। আমারও তো চোখ আছে না, আমারও তো কান আছে না, আমিও অনেক কিছু শুনি। কিন্তু মহারথীদের এইসব বিষয়ে ঈর্ষা করবে না। ভালো জিনিসের সাথে রেস করো, খারাপ জিনিসের প্রতি ঈর্ষা ক'রো না, না হলে তো মায়ার কাছে ধোঁকা খেয়ে যাবে। বাবার খুব দয়া হয় কেননা মহারথীদের ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চিত, অটুট-অচল, তার আশীর্বাদ স্বরূপ এক্সট্রা মার্কস মহারথীদের প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কখনও মনের চোখকে এইসব বিষয়ের জন্য খুলবে না। বন্ধ রাখো। শোনার পরিবর্তে মনকে অন্তর্মুখী রাখো। বুঝেছো।

বাপদাদার চারিদিকের সকল লাভলীন আত্মারা, বাবার সকল সেবাধারী আত্মারা, সহজ পুরুষার্থকে ধারণকারী সকল

শ্রেষ্ঠ আত্মা, সৰ্বদা বাৰাৰ সমান লক্ষ্য আৰ লক্ষণগুলিকে সমাহিত কৰে নেওয়া, বাৰাৰ নিকট আত্মাদেৱকে বাপদাদাৰ অনেক অনেক স্মৰণেৰে স্নেহ-সুমন আৰ নমস্কাৰ।

বৰদান:- সবাইকে অমৰ জ্ঞান দিয়ে অকালে মৃত্যুৰ ভয় থেকে মুক্তকাৰী শক্তিশালী সেবাধাৰী ভব জগতে আজকাল অকালে মৃত্যুৰ ভয় ছেয়ে গেছে। ভয়ভীত হয়েই থাক্ছে, চলছে, ঘুমাচ্ছে। এইৰকম আত্মাদেৱকে খুশীৰ কথা শুনিয়ৈ ভয় থেকে মুক্ত কৰো। তাদেৱকে এই খুশীৰ খবৰ শোনাও যে আমৰা আপনাকে ২১ জন্মেৰ জন্য অকালে মৃত্যুৰ হাত থেকে রক্ষা কৰতে পাৰি। প্রত্যেক আত্মাকে অমৰ জ্ঞান দিয়ে অমৰ বানাও যাৰ দ্বাৰা তাৰা জন্ম-জন্মান্তৰেৰ জন্য অকালে মৃত্যুৰ হাত থেকে বেঁচে যায়। এইৰকম নিজের শান্তি আৰ সুখের ভাইব্রেশনের দ্বাৰা সবাইকে সুখ-শান্তিৰ অনুভব কৰিয়ে শক্তিশালী সেবাধাৰী হও।

স্লোগান:- স্মৰণ আৰ সেবাৰ ব্যালেন্সেৰ দ্বাৰাই সকলেৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন সকল পরিস্থিতিতেই কল্যাণকারী সেইজন্য যে ডায়রেকশন পাও তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করে সর্বদা শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো"

*প্রশ্ন:- নৌধা (নবধা/প্রগাঢ়) ভক্তি এবং নৌধা পড়াশোনা দুই থেকেই যে প্রাপ্তি হয়, তাতে অন্তর কি ?

*উত্তর:- নৌধা ভক্তিতে কেবল সাক্ষাৎকার হয়, যেমন কৃষ্ণের ভক্ত হলে তখন তাদের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হবে, রাস ইত্যাদি করবে কিন্তু তারা কোনো বৈকুণ্ঠপুরী বা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যায় না। বাচ্চারা, তোমরা নৌধা পড়াশোনা করো যার দ্বারা তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এই পড়াশোনার মাধ্যমে তোমরা বৈকুণ্ঠপুরীতে চলে যাও।

*গীত:- আজ নাহলে কাল মেঘ তো কাটবেই, ও রাতের পথিক, সকাল হলো বলে, চলো এবার ঘরে ফিরে...

ওম শান্তি । এ'কথা কে বলছেন যে ঘরে চলো? কারোর সন্তান যদি রুগ্ন হয়ে চলে যায় তখন আত্মীয় পরিজন ইত্যাদিরা তাদের পিছনে-পিছনে যায়, বলে থাকে যে কেন রুগ্ন হয়েছে? এখন ঘরে চলো। এখানেও অসীম জগতের বাবা এসে সমস্ত বাচ্চাদেরকে বলে থাকেন। ইনি হলেন বাবাও, দাদাও। শরীর সম্বন্ধীয়ও আবার আত্মিকও। তিনি বলেন হে বাচ্চারা এখন ঘরে চলো রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন দিন হতে চলেছে। এ তো হলো জ্ঞানের কথা। ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিন -- এ'কথা কে বুঝিয়েছেন? বাবা বসে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের বুঝিয়ে থাকেন। অর্ধেক কল্প হলো রাত অর্থাৎ পতিত রাবণরাজ্য অথবা ব্রহ্মাচারী রাজ্য কারণ আসুরীয় মতানুসারে চলে। এখন তোমরা শ্রীমতে রয়েছে। শ্রীমৎও হলো ইনকগনিটো(গুপ্ত)। আমরা জানি বাবা স্বয়ং আসেন। ওঁনার রূপ আলাদা। রাবণের রূপ আলাদা। তাকে ৫ বিকাররূপী রাবণ বলা হয়ে থাকে। এখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হবে তারপর ঈশ্বরীয় রাজ্য হবে। রাম রাজ্য বলা হয়ে থাকে, তাই না ! সীতার রামকে জপ করা হয় না। মালায় রাম-রাম জপ করা হয়, তাই না ! সেই পরমাত্মাকে স্মরণ করা হয়। যিনি হলেন সকলের সদগতিদাতা, ওঁনাকেই জপ করতে থাকে। রাম মানে গড। মালা যখন জপ করবে তখন কখনো কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করবে না, তাদের বুদ্ধিতে দ্বিতীয় কেউ আসবে না। তাহলে এখন বাবা বোঝান যে রাত সম্পূর্ণ হয়েছে। এ হলো কর্মক্ষেত্র, স্টেজ, যেখানে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকি। ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করতে হবে। তারপর তাতে বর্ণও দেখানো হয় কারণ ৮৪ জন্মের হিসাবও তো চাই, তাই না ! কোন্ কোন্ জন্মে, কোন্ কুলে, কোন্ বর্ণে আসে, সেইজন্য বিরাট রূপও দেখানো হয়েছে। সর্বপ্রথমে হলো ব্রাহ্মণ। কেবল সত্যযুগীয় সূর্যবংশীয়তে ৮৪ জন্ম হতে পারে না। ব্রাহ্মণ কুলেও ৮৪ জন্ম হয় না। ৮৪ জন্ম তো বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে হয়ে থাকে। সত্যযুগীয় সত্যোপধান থেকে পুনরায় কলিযুগীয় তমোপ্রধানে অবশ্যই আসতে হবে। তারও টাইম দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় এও বুঝবার মতন কথা। মানুষ তো বুঝতে পারেনা তবেই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলে দিই। বাবা বোঝেন রে ড্রামা অনুসারে অবশ্যই সবকিছু ভুলে যাবে।

এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। দুনিয়া তো বলে কলিযুগ এখনো ছোট বাচ্চা। একে বলা হয় অজ্ঞানতা, ঘোর অন্ধকার। যেমন ড্রামার অ্যাক্টরদের জানা থাকে যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে দশ মিনিট বাকি আছে, এও হল চৈতন্য ড্রামা। এ কখন সম্পূর্ণ হয়, মানুষ তা জানে না। মানুষ তো ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বাবা বলেন গুরু-গোঁসাই, বেদ-শাস্ত্র, জপ-তপ ইত্যাদির দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। এ'সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমি নিজের সময় অনুসারেই আসি। যখন রাতকে দিনে পরিণত করতে হয় অথবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করতে হয়। যখন সৃষ্টি চক্র সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমি স্বর্গের স্থাপনা করবো। তৎক্ষণাৎ রাজস্ব শুরু হয়ে যায়। তোমরা জানো আমরা পুনরায় কোনো রাজাদের কাছে জন্ম নিয়ে থাকি তারপর ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া তৈরী হয়ে যায়। সব কিছু নতুন তৈরি করতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মায় পড়াশোনার সংস্কার বা কর্ম করার সংস্কার থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের আত্ম-অভিমানী হওয়া উচিত। সকল মানুষই হলো দেহ-অভিমানী। যখন আত্ম-অভিমানী হবে, তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবে। সর্বপ্রথমে হলোও আত্ম-অভিমানী হওয়ার কথা। সকলেই বলেও থাকে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এও বলে থাকে আত্মা হলো অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে থাকে। এতকিছু বলেও কিন্তু সেই অনুযায়ী চলে না। এখন তোমরা জানো যে আত্মা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে, এর মধ্যে অবিনাশী পার্ট রয়েছে। এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। ড্রামা তো হুবহু রিপটি হয়। তারপর থ্রাইস্ট ইত্যাদি

সকলকে আসতে হবে, নিজের নিজের সময় অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করে থাকে। তোমাদের এখন এ হলো সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণদের ধর্ম। ওরা হলো পূজারী ব্রাহ্মণ, তোমরা হলে পূজ্য। তোমরা কখনো পূজা করবে না। মানুষ তো পূজা করবে। তাহলে বাবা বুঝিয়ে থাকেন এ হলো কত উচ্চ পড়াশোনা। কত ধারণা করতে হয়। বিস্তারিতভাবে ধারণা করে নম্বরের ক্রমানুসারে। সংক্ষেপে তো বোঝে যে বাবা হলেন রচয়িতা আর এ হলো ঔনার রচনা। আচ্ছা, এ তো বোঝ, তাই না! যে বাবা আছেন। বাবাকে তো সব ভক্তই স্মরণ করে থাকে। ভক্তও আছে, বাচ্চাও আছে। ভক্ত বাবা বলে ডাকে। যদি ভক্তই ভগবান হয় তাহলে পুনরায় বাবা বলে কাকে ডাকে। এও বোঝেনা। নিজেকে ভগবান মনে করে বসে পড়ে। বাবা বলেন -- ড্রামা অনুসারে যখন এমন অবস্থা হয়ে যায়, ভারত একদমই শেষ খাতায় চলে যায় তখন বাবা আসেন। ভারত যখন পুরোনো হয় তখনই পুনরায় নতুন করে নির্মিত হবে। নতুন ভারত যখন ছিল তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। তাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন হলো পুরোনো ভারত, একে নরক বলা হবে। ওখানে ছিল পূজ্য, এখন হলো পূজারী। পূজ্য এবং পূজারীর অন্তর তো বলে দেওয়া হয়েছে। আমরাই আত্মা তথা পূজ্য, তারপর আমরাই আত্মা তথা পূজারী। আমরাই গুণানী আত্মা, আমরা আত্মারাই পূজারী আত্মা। 'আপনিই পূজ্য, আপনিই পূজারী' --ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন বলা হবে না, লক্ষ্মীনারায়ণ-কে বলবে। তাহলে এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে তাঁরা কিভাবে পূজ্য তারপর পূজারী হয়?

বাবা বলেন কল্প-পূর্বেও আমি এমনভাবেই গুণান প্রদান করেছিলাম, প্রতি কল্পে দিয়ে থাকি। আমি আসিই কল্পের সঙ্গমযুগে। আমার নামই হলো পতিত-পাবন। যখন সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে যায় তখন আমি আসি। দেখো, এ হলো বৃক্ষ, এখানে ব্রহ্মা উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রথমে শুরুতে দেখানো হয়। এখন সর্বশেষে রয়েছেন। যেভাবে ব্রহ্মা পরে প্রত্যক্ষ হয়েছেন তেমনভাবে উনি পরেও আসবেন। যেমন খ্রাইস্ট আছেন পুনরায় তিনি পরে আসবেন। কিন্তু আমরা পরে অর্থাৎ শাখার অন্তে ঔনার চিত্র রাখতে পারি না, বোঝাতে পারি। যেমন এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাকার হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এখন বৃক্ষের শেষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খ্রাইস্টও হলেন খ্রিস্টান ধর্মের প্রজাপিতা, তাই না ! যেমন ইনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা তেমনই উনি হলেন প্রজাপিতা খ্রাইস্ট, প্রজাপিতা বুদ্ধ.... এনারা সকলেই হলেন ধর্মের স্থাপনাকার। সন্ন্যাসীদের হলো শঙ্করাচার্য, ওনাকেই পিতা বলবে। ওরা গুরু বলে থাকে। তারা বলবে আমাদের গুরু শঙ্কর ছিল শংকরাচার্য। তাহলে এই যে শাখার প্রথমেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনিই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে করতে শেষে আসেন। এখন সকলেই তমোপ্রধান স্টেজে রয়েছে। এ'কথাও এসে বুঝবে। পরে সালাম করতে আসবে অবশ্যই। তাদেরও বলবে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো অসীম জগতের বাবা সকল এর উদ্দেশ্যে বলেন দেহ-সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করো। এই গুণান প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যই। সকলের ধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে, গুণানের ধারণা করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। যে যতখানি গুণান গ্রহণ করেছিল, ততখানি অবশ্যই এসে নেবে।

বাচ্চারা, তোমাদের কত গর্ব হওয়া উচিত -- আমরা হলাম বিশ্বের রচয়িতা বাবার সন্তান; বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কত সহজ কথা। কিন্তু চলতে চলতে সামান্য কথায় সংশয় চলে আসে। একেই মায়ার তুফান বা পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে। এ'কথা তো বাবা বলেই থাকেন যে গৃহস্থী জীবনে থাকতে হবে। সকলকে ঘর-পরিবার ছাড়িয়ে দিলে তখন সকলেই এখানে এসে বসে পড়বে। (গৃহস্থ) ব্যবহারেও উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপর সময় অনুসারে সার্ভিসে করতে থাকবে। যারা কাজকর্মাদি ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে পুনরায় সার্ভিসে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন কেউ কেউ বিগড়ে যায়। কেউ তো মনে করে শ্রীমতেই কল্যাণ রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতেই হবে। ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে আবার অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। বাবা প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণকারী। মায়া অত্যন্ত চঞ্চল। অনেকেই আছে যারা মনে করে এরকমভাবে থাকার চেয়ে তো কোনো কাজকর্ম ইত্যাদি করি, কেউ মনে করে বিয়ে করি। বুদ্ধি চক্রর খেতে থাকে। এই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কেউ তো বাবার কাছে গ্যারান্টি করে আমরা শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলবো। ও'টা হলো আসুরীয় মৎ, এ হলো ঈশ্বরীয় মৎ। আসুরীয় মতানুসারে চলার কারণে অনেক কড়া সাজা ভোগ করে। ওরা আবার গরুড় পুরাণে ভয় দেখানোর মনোরঞ্জন কথা লিখে দিয়েছে, যাতে বেশি পাপ না করে। কিন্তু তবুও খোড়াই শোধরায় ! এ'সব কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন। গুণানের সাগর কোনো মানুষ হতে পারে না। গুণানের সাগর, নলেজফুল বাবা বোঝাচ্ছেন। যে বোঝে সে পুনরায় বোঝায়, বলে এ হলো সঠিক কথা, আমরা আবার আসবো। তারপর প্রদর্শনীর থেকে বাইরে বেরোয় আর শেষ। হ্যাঁ, কোনো ২-৩ জনও যদি বেরোয় তাও ভালো, প্রজা তো অনেক তৈরি হতে থাকে। উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য কেউ মুশকিলই বেরোয়। রাজা-রানীর এক-দুটি সন্তান হবে। তাদেরকে রাজকুলের বলা হবে। প্রজা তো কত অগণিত হয়ে থাকে। প্রজা তো ঝট করেই হয়ে যায়। রাজা কি খোড়াই হয় ! ১৬১০৮ ত্রৈতার শেষে গিয়ে হয়। প্রজা তো কোটি কোটি হবে। এ'কথা বোঝার জন্য বড় বিশাল বুদ্ধি চাই। আমরা পারলৌকিক বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবার আদেশ হলো আমরা স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। মন্মানাভব আর

মধ্যাজী ভব। স্বৰ্গ হলো বিষ্ণুপুৰী আৰ এ হলো ৰাৱণপুৰী। শান্তিধাম, সুখধাম আৰ দুঃখধাম -- এ'কথা বাবা বুলিয়ে থাকেন। বাবাকে স্মৰণ কৰলে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। মনে কৰো ভক্তি মাৰ্গে শ্ৰীকৃষ্ণকে স্মৰণ কৰে কিন্তু এমন নয় যে শ্ৰীকৃষ্ণপুৰীতে পৌঁছে যাবে। না, ধ্যানে শ্ৰীকৃষ্ণপুৰীতে গিয়ে ৰাস ইত্যাদি কৰে ফিৰবে। এ হলো নৌধা ভক্তির প্ৰভাব, য়াৰফলে তাদেৰ সাক্ষাৎকাৰ হয়ে যায়, মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। এছাড়া সত্যযুগ তো হলো সত্যযুগই। ওখানে যাওয়ার জন্য আবার নৌধা পড়াশোনা চাই, নৌধা ভক্তি নয়। পড়তে থাকো, মূৰলী অবশ্যই পড়া উচিত। সেন্টারে অবশ্যই যেতে হবে। নাহলে মূৰলী নিয়ে ঘরে অবশ্যই পড়ো। কাউকে বলা হয় সেন্টারে যাও, প্ৰত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা। সকলের জন্য এক কথা হতে পারে না। এমন নয় যে বাবা বলেন দৃষ্টি দিয়ে থাও ব্যস, কিন্তু বাবা বলেন -- নিৰুপায় অবস্থায় আৰ কিছু না কৰতে পারলে তখন দৃষ্টি দিয়ে থাও। এছাড়া সকলের জন্য বাবা থোড়াই বলবেন ! যেমন বাবা কাউকে বলেন বায়োস্কোপে (সিনেমা) অবশ্যই যাও। কিন্তু তা সকলের জন্য নয়। কারোর সাথে যেতে হয় তখন তাকেও জ্ঞান দিতে হবে। ও'টা হলো পাৰ্থিব(হদের) জগতের নাটক, এ হলো অসীম জগতের নাটক। তাহলে সার্ভিস কৰতে হবে। এমন নয় কেবল দেখাৰ জন্য যেতে হবে। শ্মশানে গিয়েও সার্ভিস কৰতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আৰ সুপ্ৰভাত । আত্মাদের পিতা তাঁৰ আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার প্রতিটি কথায় কল্যাণ রয়েছে এটা মনে কৰে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে, কখনোই সংশয়ে আসা উচিত নয়। শ্ৰীমৎ-কে যথার্থ ৰীতি অনুযায়ী বুঝতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস কৰতে হবে।ড্রামায় প্ৰত্যেক অ্যাক্টরের অনাদি পাৰ্ট রয়েছে সেইজন্য সাক্ষী হয়ে দেখাৰ অভ্যাস কৰতে হবে।

বৰদান:- সৰ্বদা সূৰক্ষাৰেখাৰ ভিতৰ পৰমাত্ম ছত্ৰছায়াৰ অনুভবকাৰী মায়াজীত ভব
"বাবা আৰ তুমি (বাপ ঔৰ আপ)" -- এ'টাই হলো সূৰক্ষা রেখা, এই রেখাই হলো পৰমাত্ম ছত্ৰছায়া। যে এই ছত্ৰছায়াৰ রেখাৰ ভিতৰে রয়েছে, তাৰ কাছে মায়া আসাৰ সাহসও কৰতে পারে না। তাৰপৰ পৰিশ্ৰম কি, বাধা কি, বিঘ্ন কি -- এই শব্দগুলি সম্বন্ধে অবিদ্যা হয়ে যাবে। সৰ্বদা সূৰক্ষিত থাকবে, বাবার হৃদয়ে সমাহিত থাকবে। এ'টাই হলো সবচেয়ে সহজ এবং তীব্ৰগতিতে যাওয়ার অথবা মায়াজীত হওয়ার পূৰুষাৰ্থ।

স্লোগান:- দিব্যগুণেৰ সৰ্ব অলংকাৰগুলিৰ দ্বাৰা সুসজ্জিত হয়ে থাকো তাহলে অহংকাৰ আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো মানব থেকে দেবতা হওয়ার পড়া, এই পড়াশোনায় একটুও গাফিলতি করবে না, কেবল খেলে আর ঘুমালে, পড়া না করলে পরে অনেক অনুতাপ করতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন বিষয়ে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করলে উল্লসিত হতে থাকবে?

*উত্তর:- ব্রহ্মা বাবা যেমন নিজেকে পূর্ণ আত্মা দিয়েছিলেন অর্থাৎ সব কিছু সমর্পিত করেছিলেন, তেমনই ফলো ফাদার। উল্লসিত হওয়ার সাধন হলো - বাবার রচিত এই রুদ্র যন্ত্রে নিজের আত্মা দেওয়া অর্থাৎ বাবার সহযোগী হওয়া। কিন্তু এমন চিন্তা কখনো করবে না যে আমি এতখানি সহযোগিতা করেছি, এত দিয়েছি। বাবা তো হলেন দাতা, তাঁর কাছে থেকে তোমরা নাও, দাও না।

*গীত:- রাত কাটালে ঘুমিয়ে, দিন কাটালে খেয়ে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনলো। এই বিষয়েও বাচ্চাদের বোঝাতে হয়, বাবা বলেন বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কথা বলি আর কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা তো অনেক আছে। কেউ বলে এনার মধ্যে শক্তি আছে। ইনি তো হলেন সকলের পিতা, উনি বসে বোঝাচ্ছেন। অনেক বাচ্চা আছে যারা সারা দিন শুধু খায়-দায় আর ঘুমায়, ঘুমিয়েই কাটায়। এর ফল কি হবে? হীরেসম জন্ম হারাবে। মায়া খুব গাফিলতি করায়। কুস্কর্ণের নিদ্রায় মায়া-ই তো নিয়ে যায়। তিনি এখন ঘুম ভাঙতে এসেছেন, অস্ত্রান নিদ্রা থেকে জাগো। সম্পূর্ণ সৃষ্টি, তার মধ্যে বিশেষ করে ভারতে অস্ত্রানীর আধিক্য। তাই বাবা বলেন এখন গাফিলতি করলে খুব অনুতাপ করতে হবে। তখন অনুতাপ করেও লাভ হবে না। এখানে হয়ে থাকে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পঠনপাঠন। এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। এমন নয় এখানেও সেই জ্ঞান-ই আছে। এই পড়াশোনাটাই যে হল নতুন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যদিও এখানে দেবী তো অনেককেই বলা হয়। স্ত্রী দেবী এবং পুরুষ হয় দেবতা। কিন্তু আমরা তো সত্যযুগে দেবী-দেবতা পদ মর্যাদা প্রাপ্তির পুরুষার্থ করছি, সে তো নিশ্চয়ই সত্যযুগ স্থাপনা যে করেন তিনিই প্রাপ্ত করাবেন। সব সংসঙ্গ থেকে এই কথাটি পৃথক। যারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে এবং বহু অবতার বলে, তাদের জিজ্ঞাসা করো - যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন, তাহলে যারা অবতার বলছে তারাও ঈশ্বরের অবতার হবেন। আচ্ছা, তাহলে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলা। তখন কিছুই উত্তর দিতে পারবে না। অনেক রকমের আছে। রিদ্ধি-সিদ্ধি যুক্তও আছে। নতুন আত্মা এসে সেও শক্তি প্রদর্শন করে। ধর্ম স্থাপন করতে নতুন আত্মা প্রবেশ করে তখন তার নাম হয়ে যায়। এখানে শক্তির কোনো কথা নেই। তোমরা বলবে শিববাবা আমরা তোমার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। একেই ঈশ্বরীয় জন্মগত অধিকার বলা হয়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। কোনো সাধু সন্ন্যাসী, মহাত্মা এমন কথা বলবে না যে আমরা হলাম বাপদাদার সন্তান।

তোমরা তো জানো আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা বলেন উত্তরাধিকার পুরোপুরি নেওয়ার থাকলে বাবার স্মরণে থাকো। বাবা এখানেই পড়ান। রাজত্ব স্থাপন হয়ে গেলে এই পড়াশোনা ও শিক্ষক যিনি পড়াচ্ছেন সব লুপ্ত হয়ে যাবে। এই ব্রাহ্মণ কুল এখন আছে। বলে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। তাহলে ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন? ব্রহ্মা তো সঙ্গমেই আসবেন তাইনা! প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে ব্রাহ্মণদের রচনা করেন তারা দেবী-দেবতায় পরিণত হয় তখন তারা আর ব্রাহ্মণ থাকে না। তখন আমরা দেবতা কুলে চলে যাব। জাগতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে যে পূজারী ব্রাহ্মণরা রয়েছে, তাদের প্রচলন হয়তো কোনো ঋষি-মুনি ইত্যাদি দ্বারা হয়েছে। দ্বাপরে যখন শিব ইত্যাদির মন্দির তৈরি করে পূজা আরম্ভ হয়েছিল, যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল তারাই পূজারী হয়েছিল। সেই সময় মন্দিরে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন ছিল। তখন সেই সময়েই ব্রাহ্মণও শুরু হয়ে থাকবে। যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছিল, তাদের ব্রাহ্মণ বলা হবে না। মন্দিরে মূর্তির সামনে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই থাকবে। সুতরাং সেই সময় ব্রাহ্মণ প্রচলিত হয়ে থাকবে। এই হল বিস্তারিত সংবাদ। বাস্তবে এর সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নেই। জ্ঞান শুধু বলে "মন্মনাভব"। বাচ্চারা, তোমাদের যদি বলা হয়, শিববাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো তাহলে কি শুধু স্মরণ করলে সবাই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হবে? না। পড়াশোনাও তো আছে। যত বেশি সার্ভিস করবে তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে, ততই গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ (সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাবে) হবে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে, অদল-বদল হতে একটু সময় তো লাগেই তাই না! বিনাশের পরে স্থাপনা হবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ হবে। আর্থকোয়েক ইত্যাদি হতে থাকে, অনেক ধর্মের বিনাশ তো হবেই। ড্রামা সম্পূর্ণ হয়। এখন আমরা বাবার কাছে গিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়ায় আসব। এই সময় আমরা হলাম এই যন্ত্রের ব্রাহ্মণ। শিববাবা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন যন্ত্র রচনা করেন। কোনো

বিপদ আপদ আসার সম্ভাবনা থাকলে যন্ত্র ইত্যাদি রচনা করা হয়। সত্যযুগে গুরু ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। গুরু থাকবেন সেখানে, যেখানে সদগতির প্রয়োজন থাকে। এখানে তো এখন অসংখ্য গুরু আছেন। এত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ভারতের এমন গতি হয়েছে কেন ?

তোমরা লিখতে পারো ৫ হাজার বছর পূর্বের অনুরূপ, সব মানুষ কুস্তকর্ণের ঘোর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে। যদিও ঘুমায় তো সবাই, কিন্তু এ হলো অজ্ঞান নিদ্রা। এমন কোনো গুরু নেই যিনি সদগতি প্রদান করতে পারেন। এবারে অন্ধকার মিটিয়ে আলোকিত করবে কে? বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে পরমাত্মা পরমপিতা ছাড়া আলোকিত হতে পারবে না। এখন তো অনেক গুরু আছেন। তবুও অন্ধকার রাত্রি, দুঃখ কেন? সত্যযুগে তো অসীম সুখ ছিল। যখন ভগবানের শ্রীমং প্রাপ্ত হয় তখন সুখ স্থাপন হবে। রাবণ ভারতকে পতিত দুঃখী করেছে। বাবা বলেন এই কাম মহা শত্রুকে পরাজিত করো। পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করো তবেই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। গুরু কখনো এমন বলবে না যে পবিত্র হও। এখন তোমরা উজ্জ্বল আলায় এসেছো, তো তোমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - ভারত যে এত সুখী ছিল, এখন এত দুঃখী হয়েছে কেন? তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা-ই সেই দেবতা রূপে পরিণত হই। সন্ন্যাসীরা চট করে ঘর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে। তাদের সম্বন্ধে বলা হয় সন্ন্যাসী হলো পবিত্র। তারা এমন বলবেন না যে আমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। তোমাদের কথা হলো পৃথক। এমন ভেবো না সব সন্ন্যাসী পবিত্র থাকে। বুদ্ধি-যোগ বন্ধু আত্মীয় স্বজনদের দিকে যায়, যত দিন অবস্থা পাকা না হচ্ছে। তোমাদের বলা হয় দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে যাও, তাতে কত পরিশ্রম লাগে। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সন্ন্যাস কবে নিয়েছেন? লৌকিক নাম কি? তখন তারা বলবে যে এ কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা। কেন স্মরণ করাছো। কেউ আবার বলেও দেয় তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমরা কি সবকিছু ভুলে গেছো নাকি সবার কথা মনে পড়ে? জানা তো যাবে তোমরা কে, কিভাবে সবকিছু ত্যাগ করলে, একা ছিলে নাকি সন্তান ছিল? তাদের কথা মনে পড়ে তোমাদের? তারা বলে - হ্যাঁ, বহু বার মনে পড়তো, খুব মুশকিল ভুলে যাওয়া। নিজের জীবন তো স্মরণে থাকে। আমরাও শিববাবাকে স্মরণ করি তবুও এমন তো নয় যে আমরা নিজের জীবন বা শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পড়েছি, সেসব ভুলে যাই। এখানে বলা হয় জীবিত অবস্থায় ভুলে যাও, এইরূপ ধারণ করো। স্মরণ করলে ঝুলে পড়বে (সব ভুলে গিয়ে, কেবল বাবা-ই মনে থাকবে)। প্রথমে সব কথা শোনো তারপরে নির্ণয় করো। জীবিত অবস্থায় মরজীবা হও আর কারো কথা শুনো না। আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ জীবনের কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, যদিও জানি যে এখন এই দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু তারা বাবা-মাম্মা বলে, তো তারা ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন - হে আত্মারা, আত্মা-ই বলে। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কে? তো চট করে বলবে আমি আত্মা পড়াশোনা করি। এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো। তোমাদের আত্মা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পড়া করে। আত্মা ও শরীর হলো আলাদা। এখন তোমরা জানো যে আত্মা-ই শরীর ধারণ করে এবং ত্যাগ করে। সংস্কার ধারণ করে। আমরা আত্মারা সত্যযুগে পূণ্য আত্মা ছিলাম, এখন পাপ আত্মা হয়েছে। এই হল শেষ জন্ম। পরমাত্মায় যে জ্ঞান আছে তিনি এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সেই সব পড়াচ্ছেন। বাকি সব মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তিমাগের। সেই সবকে জ্ঞান বলা যাবে না। জ্ঞান হল দিন এবং ভক্তি হল রাত। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - গীতার রচয়িতা কে এবং কবে এসেছিলেন? গীতা কখন লেখা হয়েছে? বাবাও অনেক লিখতে থাকেন, সে সবার দিকেও খেয়াল করতে হয়। এমন ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করলে তোমাদের উল্লিখিত হতে থাকবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চাদের মালা-র রহস্য বোঝানো হয়েছে। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন অসীম জগতের (বেহদের) ফুল, তারপরে দুটি দানা হলেন ব্রহ্মা - সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করা হয়েছে। ঐরা হলেন আদি দেব ও আদি দেবী। ইনি হলেন ব্রাহ্মণ যিনি স্বর্গ রচনা করেছেন তাই ঐনার পূজা হয়। মাঝখানে ৮ টি দানা আছে, যারা সূর্যবংশী হয়েছিলেন। অনেক সাহায্য করেছেন তারা। নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এই কথাও জানো যে যন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়। মাতাদের উল্লিখিত জন্য বাবা যুক্তি রচনা করেছেন। বাবা নিজে বলী চড়েছেন, তাইনা! তাই ফলো ফাদার। গান্ধীকে যারা সাহায্য করেছিল তারাও অল্প কালের সুখ পেয়েছে। উনি ছিলেন হদের পিতা, ইনি হলেন বেহদের পিতা।

এখানে বাবা সবকিছু মাতাদের চরণে দিয়ে দিয়েছেন, তাই ইনি হলেন নম্বর ওয়ান। বাচ্চারা তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, যারা সাহায্য করবে তারা স্বর্গের মালিক হবে। কেউ এমন ভাববে না যে আমরা শিববাবাকে সাহায্য করি। না। শিববাবা তোমাদের সাহায্য করেন। আরে, তিনি তো হলেন দাতা, তোমরা নিজেদের জন্যে কর। তোমরা স্মরণে থাকবে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। স্বর্গকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গে চলে যাবে। বাবা নিজে বলেন - মন্মানভব। তা নাহলে উঁচু পদের অধিকারী হবে কিভাবে? হিসেব করা তোমাদের কাজ। কেউ যেন না ভাবে আমি দিয়েছি। এটা হলো শিববাবার

যজ্ঞ, চলছে, চলবে।

তোমরা প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ, তোমাদের হৃদয়ে আছে যে আমরা শুধুমাত্র ভারতেই নয় বরং সম্পূর্ণ বিশ্বে বাবার সাহায্যে নিজের রাজত্ব স্থাপন করছি। আমরা পুনরায় পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে রাজত্ব করব। শিববাবার শ্রীমং অনুযায়ী চললে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। তাই এই কথাটি স্মরণে রাখো যে শিববাবা পড়ান। বাবা বলেন যখন ব্রাহ্মণ হবে তখনই দেবতা সম্প্রদায়ে আসবে। বিকার গ্রস্ত হলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যায়। নিজেই নিজের উপরে কৃপা না করে অকৃপা করে, ফলে অভিশপ্ত হয়ে যায়। আমি বরদান দিতে এসেছি। কিন্তু শ্রীমং অনুযায়ী না চলে নিজেকে অভিশপ্ত করে, পদ ভ্রষ্ট করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধি থেকে সবকিছু ভুলে যাওয়ার জন্য জীবিত থেকেই মরতে হবে। একমাত্র বাবার কথাই শুনতে হবে। নিজের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

২) শ্রীমং অনুসারে চলে নিজের উপরে কৃপা করতে হবে। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হয়ে যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ভালো ভাবে পড়াশোনা করে উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে।

বরদানঃ-

বাবার কাছে সেবাকে বুদ্ধির দ্বারা অর্পণ করে স্বয়ং নিশ্চিত থাকা সফলতা স্বরূপ ভব যত কঠিন সেবাই হোক না কেন, সেই সেবাকে বাবার কাছে বুদ্ধির দ্বারা অর্পণ করে দাও। আমি করেছি, সফলতা আসেনি, এই আমিও ভাবকে এনো না। সেবা হলো বাবার, বাবা অবশ্যই করবেন, বাবাকে আগে রাখো, তাহলে সর্বদা নিশ্চিত থাকবে আর সফলতাও প্রাপ্ত হবে। কখনো দুর্বল সংকল্পের বীজ ছড়িও না, এটা ভেবো না যে, সেবা তো করছি, কিন্তু বাবা তো সাহায্য করছেন না, হয়তো আমিই অযোগ্য - এও হলো ব্যর্থ সংকল্প, যা সফলতাকে দূর করে দেয়।

স্লোগানঃ-

সে-ই ব্রাহ্মণ কুলের দীপক হতে পারে যার স্মৃতির জ্যোতি সदा জাগ্রত থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেবতাদের থেকেও উত্তম কল্যাণকারী জন্ম হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের, কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরাই বাবার সাহায্যকারী হও"

- *প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবাকে কোন্ ধরনের সাহায্য করো? এই সাহায্যকারী বাচ্চাদের বাবা কি প্রাইজ দেন?
- *উত্তর:- বাবা পিউরিটি, পীসের রাজ্য স্থাপন করছেন, আমরা তাঁকে পিওর থেকে পিউরিটির সাহায্য করি। বাবা যে যজ্ঞ রচনা করেছেন, আমরা তা রক্ষা করি, তাই বাবা অবশ্যই আমাদের প্রাইজ দেবেন। এই সম্মুখে আমরা অনেক বড় প্রাইজ পাই, আমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে ত্রিকালদর্শী হয়ে যাই আর ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী হই, এই হলো প্রাইজ।
- *গীত:- পিতা, মাতা, সহায়ক, স্বামী, সখা - এক তুমিই হলে আমার নাথ...

ওম্ শান্তি। এ কার মহিমা? পরমপ্রিয়, পরমপিতা, পরমাত্মা শিব, এ হলো তাঁরই মহিমা। তাঁর নাম যেমন উচ্চ থেকেও উচ্চ তাঁর ধামও তেমন উচ্চ থেকেও উচ্চ। পরমপিতা পরমাত্মার অর্থও হলো -- সবার থেকে উচ্চ আত্মা। আর কাউকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় না। তাঁর মহিমা অপরমপার। এমনও বলা হয় যে, তাঁর এমনই মহিমা যে তার পার বা সীমা পাওয়া যায় না। ঋষি - মুনীরাও এমন বলতেন যে, তাঁর পার পাওয়া যায় না। তাঁরাও নেতি - নেতি (এটাও নয়, ওটাও নয়) বলে আসছেন। নইলে বাবা স্বয়ং এখন এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন - কেন? বাবার পরিচয় তো পাওয়া উচিত, তাই না? বাচ্চারা এই পরিচয় পাবে কিভাবে? যতক্ষণ না তিনি এই ভূমিতে আসছেন, ততক্ষণ আর কেউই তাঁর পরিচয় দিতে পারেন না। যখন ফাদার শো'জ সন, তখন সন শো'জ ফাদার (বাবা সন্তানদের দেখায় তখন সন্তানরাও বাবাকে প্রদর্শন করায়)। বাবা বোঝান যে, আমারও নাটকে পার্ট নিহিত আছে। আমাকে এসেই পতিতদের পবিত্র বানাতে হয়। সাধু - সন্তরাও গাইতে থাকে - পতিত - পাবন, সীতারাম এসো কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য, রাবণ কম কিছু নয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে তমোপ্রধান পতিত কে বানিয়েছে? রাবণ বানিয়েছে। আবার এদেরই পবিত্র বানান সামর্থ্য রাম। অর্ধেক কল্প রাম রাজ্য চলে আবার অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চলতে থাকে। রাবণ কে, এ কথা কেউই জানে না। বছর - বছর তারা রাবণ দহন করতে থাকে। তাও রাবণের রাজ্য চলতে থাকে। রাবণ খোড়াই জ্বলে। মানুষ বলে, পরমাত্মা সমর্থ, তাহলে রাবণের রাজ্য কেন করতে দেয়। বাবা বোঝান যে, এই নাটক হলো হার - জিতের, স্বর্গ আর নরকের। এই ভারতের উপরই সম্পূর্ণ খেলা বানানো হয়েছে। এ হলো এক বানানো ড্রামা। এমন নয় যে, পরমপিতা যেহেতু সর্বশক্তিমান তাই খেলা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আসবেন অথবা তিনি অর্ধেক অবস্থায় খেলা বন্ধ করতে পারেন। বাবা বলেন যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া যখন পতিত হয়ে যায়, আমি তখনই আসি। এই কারণেই শিবরাত্রি পালন করা হয়। শিবায় নমঃও বলা হয়। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে দেবতা নমঃ বলা হবে। শিবকে পরমাত্মায়ে নমঃ বলা হবে। বাবুলনাথ বা সোমনাথের মন্দিরে যেমন আছে, শিব কি তেমন? পরমপিতা পরমাত্মার রূপ কি এতো বড় হতে পারে? অথবা আত্মাদের ছোটো আর বাবার বড়, এমন কি হতে পারে? প্রশ্ন তো আসবেই? এখানে যেমন ছোটোদের বাচ্চা আর বড়কে বাবা বলা হয়, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা অন্য আত্মাদের থেকে বড়, আর আমরা আত্মারা কি ছোটো? তা নয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার মহিমা গেয়ে থাকো, তোমরা বোলো, পরমাত্মার মহিমা অপরমপার। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, পিতাকে তো বীজই বলা হবে, তাই না। তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা। বাকি যে সব বেদ, উপনিষদ, গীতা, যজ্ঞ, তপ, দান, পুণ্য... এ সবই হলো ভক্তির সামগ্রী। এদেরও নিজের সময় আছে। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির আর অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞানের। ভক্তি হলো ব্রহ্মার রাত আর জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন। এই শিববাবা তোমাদের বোঝান, এনার তো নিজের শরীর নেই। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আবারও রাজযোগ শেখাই, রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার দেওয়ার জন্য। এখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখনই ধর্মের গ্লানির সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ সবথেকে বেশী গ্লানি কার করে? পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। লেখা আছে না -- "যদা যদা হি ধর্মস্য... এমন নয় যে আমি আগের কল্পে সংস্কৃতে জ্ঞান দিয়েছিলাম। ভাষা তো এটাই। ভারতে যখন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনের জন্য অতিমাত্রায় গ্লানি হয়, আমাকে মানুষ নুড়ি পাথরে বলে দেয়, আমি তখন আসি। যে ভারতকে স্বর্গ বানায়, পতিতকে পবিত্র বানায়, তাঁর কত গ্লানি করেছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো, ভারত হলো সবথেকে পুরানো খণ্ড, যা কখনোই বিনাশ হয় না। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের

রাজ্যও এখানেই হয়। এই রাজ্যও স্বর্গের রচয়িতাই দিয়েছেন। এখন তো সেই ভারতই পতিত, তখন আমি আসি, সেই সময় তাঁর মহিমা গাওয়া হয় শিবায় নমঃ। এই অসীম জগতের ড্রামায় আমাদের সকল আত্মার পার্ট নিহিত আছে, যা রিপটি হয়। যার থেকে কোনো একটু টুকরো বের করে জাগতিক ড্রামা বানায়। এখন আমরা ব্রাহ্মণ এরপর দেবতা হবো। এ হলো ঈশ্বরীয় বর্ণ। এ হলো তোমাদের ৮৪ জন্মের অন্ত। এতে তোমাদের চার বর্ণের জ্ঞান আছে তাই ব্রাহ্মণ বর্ণ সবথেকে উঁচু কিন্তু মহিমা বা পূজা দেবতাদের হয়। ব্রহ্মার মন্দিরও আছে কিন্তু কেউই জানে না যে এখানে পরমাত্মা এসে ভারতকে স্বর্গ বানান। স্থাপনা যখন হয় তখন বিনাশেরও প্রয়োজন, তাই বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যন্তে বিনাশের অগ্নি (জ্বালা) প্রজ্জ্বলিত হয়।

সেই বাবাই এখন বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, আমি তোমাদের আবার স্বর্গের অবিদ্যার উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। এ হলো তোমাদের অধিকার, কিন্তু যে আমার শ্রীমতে চলবে আমি তাকে স্বর্গের উপহার দেবো। ওরাও শান্তির উপহার পায়। বাবা কিন্তু তোমাদের স্বর্গের উপহার দেন। বাবা বলেন, আমি কিন্তু নেবো না। আমি তোমাদের দ্বারা স্থাপনা করাই তাই তোমাদেরই এই উপহার দিই। তোমরা তো শিববাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান। এতো বচ্চা তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাই দত্তক নেবেন, তাই না। এই ব্রাহ্মণ জন্ম হলো তোমাদের সবথেকে উত্তম জন্ম। এ হলো কল্যাণকারী জন্ম। দেবতাদের জন্ম অথবা শূদ্রদের জন্ম কল্যাণকারী নয়। তোমাদের এই জন্ম হলো খুবই কল্যাণকারী, কেননা তোমরা বাবার সাহায্যকারী হয়ে এই সৃষ্টিতে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করো। ওই পুরস্কার দাতারা সেকথা কী জানেন! ওরা তো কোনো আমেরিকান আদিদের দিয়ে দেয়। বাবা তবুও বলেন, যারা আমার সাহায্যকারী হবে, আমি তাদের প্রাইজ দেবো। পবিত্রতা থাকলে সৃষ্টিতে শান্তি এবং সমৃদ্ধিও থাকবে। এ তো বেশ্যালয়। সত্যযুগ হলো শিবালয়। শিববাবা সেই যুগ স্থাপন করেছেন। সাধু - সন্ন্যাসীরা হলেন হঠযোগী, তারা গৃহস্থ ধর্মের মানুষদের সহজ রাজযোগ শেখাতে পারেন না যতই হাজার বার গীতা - মহাভারত পড়ুক না কেন। ইনি তো সবার বাবা। তিনি সকল ধর্মের মানুষদের বলেন, তোমাদের বুদ্ধিযোগ এক আমার সঙ্গে লাগাও। আমিও এক ছোটো বিন্দু, এতো বড় নই। আত্মা যেমন, আমিও ঠিক তেমনই পরমাত্মা। আত্মাও এই ক্রকুটির মধ্যে থাকে। এতো বড় হলে এখানে কি করে বসতে পারতো। আমিও ঠিক আত্মারই মতো। আমি কেবল জন্ম - মরণ রহিত, সদা পবিত্র, আর আত্মারা জনম - মরণে আসে। আত্মা পবিত্র থেকে পতিত আবার পতিত থেকে পবিত্র হয়। বাবা এখন আবার সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য এই রুদ্র জ্ঞান যন্তে রচনা করেছেন। এর পরে সত্যযুগে কোনো যন্তে হয় না। আবার দ্বাপর যুগ থেকে অনেক প্রকারের যন্তে রচনা করা হয়। সম্পূর্ণ কল্পে এই রুদ্র জ্ঞান যন্তে একবারই রচনা করা হয়, এতেই সকলের আত্মা হয়। এরপর আর কোনো যন্তের রচনা করা হয় না। কোনো বিপর্যয় এলেই যন্তের রচনা করা হয়। বর্ষা না হলে বা অন্য কোনো বিপর্যয় এলে যন্তে রচনা করা হয়। সত্যযুগ আর ত্রেতায় কোনো বিপর্যয় হয় না। এই সময় অনেক প্রকারের বিপর্যয় আসে, তাই সবথেকে বড় শেঠ শিববাবা যন্তে রচনা করিয়েছেন, তাই তিনি প্রথম থেকে সাক্ষাত্কার করান কেমন ভাবে আত্মা পড়ে, কেমনভাবে বিনাশ হবে, কেমন করে পুরানো দুনিয়া কবরখানা হয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়াতে তোমরা কেন মন লাগাবে, তাই তোমরা বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করো। ওই সন্ন্যাসীরা তো কেবল গৃহের সন্ন্যাস করে। তোমাদের তো গৃহত্যাগ করতে হবে না। এখানে গৃহস্থ জীবন দেখাশোনা করেও তোমাদের কেবল এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। এ সবই মৃত, এতে কেন মন আটকে রাখবে। এ তো মৃতের দুনিয়া, তাই বলা হয় পরীক্ষানকে স্মরণ করো, কবরস্থানকে কেন স্মরণ করছো।

বাবাও দালাল হয়ে তোমাদের বুদ্ধির যোগ তাঁর সাথে যুক্ত করেন। এ কথা তো বলা হয় - আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল.... এ মহিমাও তাঁরই। কলিযুগী গুরুকে পতিত - পাবন বলা যাবে না। তারা তো সন্নতি করতে পারেন না। হ্যাঁ, তারা শাস্ত্র শোনান, ক্রিয়া - কর্ম করান। শিববাবার কোনো টিচার বা গুরু নেই। বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি সে তোমরা সূর্যবংশীই হও বা চন্দ্রবংশী। তোমরা তা কিভাবে হও, লড়াই করে? তা নয়। না লক্ষ্মী - নারায়ণ লড়াই করে রাজ্য নিয়েছে আর না রাম - সীতা। তাঁরা এই সময় মায়ার সঙ্গে লড়াই করেছে। তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়্যারিস (গুপ্ত যোদ্ধা), তাই তোমাদের শক্তিসেনাদের কেউ জানে না। তোমরা যোগবলের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। তোমরাই এই বিশ্বের রাজ্য হারিয়েছিলে আবার তোমরাই তা এখন পাচ্ছো। তোমাদের এই উপহার বাবা দেন। এখন যারা বাবার সাহায্যকারী হবে, তারাই অর্ধেক কল্পের জন্য শান্তি আর সমৃদ্ধির উপহার পাবে। বাবা তাদেরই সাহায্যকারী বলেন যারা অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করে, স্বদর্শন চক্র ঘোরায়ে, শান্তিধাম, সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করে পবিত্র থাকে। এ কতো সহজ। আমরা আত্মারাও স্টার। আমাদের বাবা পরমাত্মাও স্টার। সে এতো বড় নয় কিন্তু স্টারের পূজা কিভাবে হবে তাই পূজা করার জন্য এতো বড় বানানো হয়েছে। পূজা তো

প্রথমে বাবার হয়, তারপর অন্যদের হয়। লক্ষ্মী - নারায়ণের কতো পূজা হয় কিন্তু তাঁদের এমন কে বানান? সবার সঙ্গতিদাতা হলেন বাবা। বলিহারি তো ওই একজনের। তাঁর জয়ন্তী হলো হীরেতুল্য। বাকি সকলেরই জন্ম কড়িতুল্য। শিবায় নমঃ - এ হলো তাঁরই যন্তু, যা তোমাদের ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি রচনা করিয়েছেন। তিনি বলেন, যে আমাকে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করতে সাহায্য করবে, তাকে আমি এমন ফল দেবো। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যখন যন্তু রচনা করিয়েছেন, তখন দক্ষিণা তো তিনিই দেবেন, তাই না। তিনি এতো বড় যন্তুর রচনা করিয়েছেন। আর কোনো যন্তুই এতো বড় সময় ধরে চলে না। তিনি বলেন, যে আমাকে যত বেশী সাহায্য করবে, আমি তাকে ততই প্রাইজ দেবো। আমিই সকলকে প্রাইজ দিই। আমি কিছুই নিই না। সবই তোমাদের দিয়ে দিই। এখন তোমরা যা করবে, তাই পাবে। অল্প করলে প্রজাতে চলে যাবে। গান্ধীকেও যে সাহায্য করেছিলো, সেও তো প্রেসিডেন্ট, মিনিস্টার ইত্যাদি হয়েছিলো। এ তো হলো অল্পকালের সুখ। বাবা তো তোমাদের সম্পূর্ণ আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান দিয়ে নিজের সমান ত্রিকালদর্শী বানান। তিনি বলেন আমার বায়োগ্রাফি জানলে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। সন্ন্যাসী খোড়াই এই জ্ঞান দিতে পারে। তাঁদের থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার কি পাবে? তাঁরা তো তাঁদের জায়গা একজনকেই দেবে। বাকিরা কি পায়? বাবা তো তোমাদের সবাইকেই আসনের অধিকারী করেন। আমি কতো নিষ্কাম সেবা করি আর তোমরা তো আমাকে নুড়ি - পাথরে দিয়ে কতো গ্লানি করেছে। ড্রামাতে এও বানানো আছে। যখন তোমরা কড়ির মতো হয়ে যাও, আমি তখন এসে তোমাদের হীরের মতো বানাই। আমি তো অগুণতি বার ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছি, মায়া আবার তাকে নরক বানিয়ে দিয়েছে। এখন যদি প্রাপ্তি করতে হয় তাহলে বাবার সাহায্যকারী হয়ে প্রকৃত প্রাইজ নিয়ে নাও। এরমধ্যে পবিত্রতা হলো এক নম্বর।

বাবা সন্ন্যাসীদেরও মহিমা করেন - ওরাও তো ভালো, ওরা পবিত্র থাকে। এরাও তো ভারতকে অবনমন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। না হলে কি জানি কি হয়ে যেত। এখন কিন্তু ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে তাহলে অবশ্যই ঘর - গৃহস্থীতে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। বাপদাদা দুজনেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। শিববাবাও এই পুরানো জুতো রূপী শরীরের দ্বারা বাচ্চাদের রায় দেন। তিনি নতুন কাউকে নিতে পারেন না। তিনি তো মাতৃগর্ভে আসেন না। তিনি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরেই আসেন, এই কলিযুগে হলো ঘোর অন্ধকার। এই ঘোর অন্ধকারকেই আলোকময় বানাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের এই দুনিয়াকে মন থেকে সন্ন্যাস করে নিজের মমত্ব দূর করতে হবে, এখানে মন লাগাবে না।

২) বাবার সাহায্যকারী হয়ে প্রাইজ নেওয়ার জন্য --১. অশরীরী হতে হবে, ২. পবিত্র থাকতে হবে, ৩. স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে ৪. সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- বিশেষত্বকে সামনে রেখে সর্বদা খুশী মনে এগিয়ে যাওয়া নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন ভব নিজের যা কিছু বিশেষত্ব রয়ি, তাকে সামনে রাখো, তাহলে দুর্বলতার প্রতি নয়, নিজের প্রতিই বিশ্বাস থাকবে। দুর্বলতার কথা বেশী চিন্তা ক'রো না, তাহলে খুশী মনে এগিয়ে যেতে থাকবে। এই নিশ্চয় রাখো যে, বাবা সর্বশক্তিমান, তাহলে তাঁর হাত যে ধরে থাকে, সে পারে পৌঁছাবেই। এমন সদা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন হয়। নিজের প্রতি নিশ্চয়, বাবার প্রতি নিশ্চয়, আর ড্রামার প্রতিটি সিন দেখেও তাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকলে তখনই বিজয়ী হতে পারবে।

স্নোগানঃ:- পিওরিটির রয়াল্টিতে থাকো তাহলে জাগতিক আকর্ষণ থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা সৎপাত্রে দান করবে, ফালতু সময় অপচয় করবে না। প্রত্যেকের নাড়ি টিপে দেখো যে, শোনার সময় তার বৃত্তি কোথায় যায়”

*প্রশ্নঃ - পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চারা অত্যন্ত সতর্ক থাকো, কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে কমলফুলের সমান থাকাই হল সবথেকে বড় সতর্কতা। আমাদের ত্যাগ হল সমগ্র পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ। এক চোখে হল সুইট হোম, অন্য চোখে হল সুইট রাজধানী - এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না - এটাই হল অনেক বড় সতর্কতা, এই সতর্কতা অবলম্বন করলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাবে।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধরো হে মন...

ওম্ শান্তি । গান শোনার সাথে সাথেই বাচ্চাদের খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত, কেননা জগতে দুঃখ তো আছেই। মানুষ মাত্রই হল নাস্তিক অর্থাৎ বাবাকে জানে না। এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হচ্ছ। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে আমাদের সুখের দিন আসছে। যখন কোথায় যাবে তখন সবার আগে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবে যে আমরা নিজেদেরকে কেন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলে থাকি? ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, শিবের সন্তান। উচ্চ থেকে উচ্চতম সেই নিরাকারকে বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তো হলেন তাঁর সন্তান। বিষ্ণু আর শংকরকে কখনও প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে আছেন। দেখো, এই পয়েন্ট ভালো করে ধারণ করো। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধেকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইনি হলেন সাকার প্রজাপিতা। এখন, স্বর্গের রচয়িতা তো হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। স্বর্গের রচয়িতা ব্রহ্মা নন। নিরাকার পরমাত্মাই এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ রচনা করেন। আমরা হলাম তাঁর অগণিত বাচ্চা। আত্মা তো হল পরমপিতা শিবের সন্তান। বোঝানোর জন্য ভালো পদ্ধতি চাই। বলো, আমাদেরকে তিনি রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। তো প্রথমে এই ব্রহ্মা শোনে। জগত অস্বাভাবিক শোনে। আমরা হলাম বি.কে। গাওয়াও হয়, কন্যা সে, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে, ২১ জন্ম সুখ প্রদান করে। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে ২১ জন্ম সত্যযুগ ত্রেতাতে সুখ পাওয়ার জন্য উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। অবশ্যই সত্যযুগ ত্রেতাতে ভারত সদা সুখী ছিল, পবিত্রও ছিল, তো তিনি হলেন আমাদের বাবা, ইনি হলেন দাদা। এখন, যাঁর কাছে এতো সন্তান আছে তথাপি তাঁর কোনও উদ্বেগ নেই। কতো অসংখ্য বাচ্চা! আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই অসীম জগতের বাবার থেকেই আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। সমগ্র দুনিয়াই হল পতিত, তাকে পাবন করেন একমাত্র বাবা। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তনকারী স্বর্গের রচয়িতা তিনি হলেন সন্ধ্যু, সকলের সঙ্গতিদাতা। নতুন দুনিয়াতে হল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। ভারতে যে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, সেই দেবতারাই ৮৪ জন্ম নেয়, পুনরায় বর্ণও বলতে হয়। আগেই সময় চেয়ে নিতে হবে। বলো, এই কথাগুলিকে শান্তিচিত্তে মন দিয়ে শুনুন। বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে যেতে দেবেন না। ভাই এবং বোনেরা, বাস্তুবে আপনারা সবাই হলেন শিবের সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন এই বংশতালিকার মুখ্য। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলি ব্রাহ্মণ, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করি, নাকি বাহুবলের দ্বারা। আমরা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করি না, আমরা তো নিজেদের ঘরেই থাকি। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার স্কুল। মানুষ তো কাউকে দেবতা বানাতে পারে না। এটা হলই পতিত দুনিয়া। জলের গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। বার-বার তাতে স্নান করতে যায়, পবিত্র হয়ই না। এরকমই রাবণেরও উদাহরণ আছে। বার-বার দহন করতে থাকে, রাবণ মরেই না। (কোর্সের) এই রাবণের চিত্রটিও নিয়ে যেতে হবে। কোনও বড় জায়গায় গেলে তো এলবামও নিয়ে যেতে হবে। দেখো, এরা সবাই হল বাচ্চা। সকলেই পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে। বাস্তুবে সবাই হল ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন এই বংশতালিকার হেড (মুখ্য)। প্র্যাক্টিক্যালের আমরা সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তোমরাও তাই, কিন্তু তোমরা তাঁর পরিচয় জানতে না। এখন দুনিয়াতে কেউ সত্যিকারের ব্রাহ্মণ নেই। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হলাম আমরা। রাজ্যও আমরা পাই। তারপর এটা হল ব্রাহ্মণদের বংশতালিকা। ব্রাহ্মণ হল টিকি। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয়, সে তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে পুনরায় দেবতা হতে হবে। কে বানাবে? বাবা বানাবে। আমরা তাঁর থেকে রাজযোগ শিখছি। তাঁরই মহিমা আছে, - “এক ওঁকার...” তিনি হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। তাঁকে এসে সার্ভিস করতে হয়। পতিত দুনিয়া পতিত শরীরে আসেন।

এখন সেই গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। মহাযুদ্ধ লেগেছিল। সবাই মশার মতো গিয়েছিলো। এখন হল সেই সময়। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচ, তিনি হলেন রচয়িতা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সৃষ্টিকে সতোপ্রধান বানানো বাবারই কর্তব্য। আমরা তাঁকে বাবা বাবা বলি। তিনি অবশ্যই আসেন, শিবরাত্রিও পালিত হয়। এর অর্থও বোঝাতে হবে। পয়েন্টস্ নোট করে ধারণ করতে হবে। পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। কন্যাদের বুদ্ধি তো ভালো হয়। কুমারীদের পা ধুয়ে দেয়। কুমার কুমারী দুজনেই পবিত্র তাহলে শুধু কুমারীদেরই কেন নাম গাওয়া হয়? কেননা তোমাদের এখন যে গায়ন আছে - কুমারী সে, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে, তো সেই সম্মান এখনও চলে আসছে। আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক সেবা করি। আমাদের উদ্ভাদ, সহায়ক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর থেকে আমরা যোগবলের দ্বারা শক্তি গ্রহণ করি, যার দ্বারা আমরা ২১ জন্ম এভারহেল্ডী হই। এটার গ্যারান্টি আছে। কলিযুগে তো সবাই হল রুগী, আয়ুও কম। সত্যযুগে এতো বড় আয়ু কোথা থেকে আসে? এই রাজযোগের দ্বারা বড় আয়ুস্মান হয়। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। শিববাবার স্মরণে থেকে এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধগুলিকে ভুলে যেতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা অসীম জগতের ত্যাগ করি। আমাদের হল বুদ্ধিযোগের দ্বারা আত্মিক যাত্রা। শারীরিক যাত্রা তো মানুষ শেখায়। বুদ্ধির যাত্রা বাবা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারে না। যারা রাজযোগ শিখছে, তারাই স্বর্গে আসবে। এখন পুনরায় স্যাপলিং লাগছে। আমরা সবাই হলাম সেই বাবার বাচ্চা, শিববাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই দাদাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। তোমরাও অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। এটা হল বড় হাসপাতাল। আমরা ২১ জন্মের জন্য আর রুগী হবো না। আমরা ভারতের সত্যিকারের সেবা করছি, এইজন্য গায়ন আছে শিব শক্তি সেনা।

এখন বাবা বলছেন - স্মরণের দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করো তাহলে আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে আর জ্ঞান ধারণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। আমরা পবিত্র হলে লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকেও বরণ করতে পারবো। সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানে না হলে তো লক্ষ্মী-নারায়ণকে কিভাবে বরণ করবে? এইজন্য বলা হয়, আয়নায় নিজেকে দেখো - লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছেো? সম্পূর্ণ মোহমুক্ত না হলে তো লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না আর প্রজা হতে হবে। শিববাবাকেও পরমধাম থেকে আসতে হয়। অবশ্যই পতিত দুনিয়াতেই আসবেন এবং পাবন বানিয়ে নিয়ে যাবেন। এখানে আমরা অনেক বিষয়ে সতর্ক থাকি। আমাদের এক চোখে সুইট হোম আর অন্য চোখে সুইট রাজধানী। আমাদের ত্যাগ হল সমগ্র দুনিয়ার ত্যাগ। ঘর গৃহস্থ থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র থাকি। বৃদ্ধ অবস্থায় মনে করে - বাণপ্রস্থে চলো, মুক্তিধামের জন্য পুরুষার্থ করি। এই সময় তো সকলেরই হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। প্রত্যেকের অধিকার আছে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার। দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এটা হল বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ। আমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে গিয়ে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করি। তারপর অন্ত মতি অনুসারে গতি হয়ে যায়। এটা হল সবথেকে বড় গড় ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ - আমি রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছি। এইরকম ভাবে বোঝাতে হবে। বলো, আমি যা কিছু শোনাচ্ছি, তা বসে মন দিয়ে শুনুন। কথার মাঝে প্রশ্ন করলে সেই প্রবাহ ভেঙে যায়। আমি আপনাদেরকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাচ্ছি, ড্রামাতে শিববাবার কি ভূমিকা, লক্ষ্মী-নারায়ণ কে, আমাদের সকলের জীবন কাহিনী বলবো। প্রত্যেকের নাড়ি দেখতে হবে। সেই সময় তাদের মনের মধ্যে কি চিন্তা চলছে সেটা বুঝতে হবে - ঠিক করে শুনছে নাকি গরম তাওয়া (কড়াই) হয়ে বসে আছে? এদিক-ওদিক দেখছে না তো? এখানে বাবাও দেখছেন কে কে সামনে বসে খুশীতে নৃত্য করছে, এটা হল জ্ঞানের ডাম্প। লৌকিক স্কুল তো অনেক ছোটো হয়, যাতে টিচার ভালো ভাবে সকলের উপর নজর রাখতে পারেন আর নম্বরের ক্রমানুসারে বসতে বলেন, এখানে তো অনেক স্টুডেন্ট, নম্বরের ক্রমানুসারে বসতে পারবে না। তো দেখতে হবে কারোর বুদ্ধি কোথাও উদ্ভাস্ত হচ্ছে না তো? হসছে? খুশীর পারদ চড়ছে? মন দিয়ে শুনছে? দান সর্বদা সংপাত্রকে দিতে হবে। ফালতু সময় নষ্ট করবে না। নাড়ি টিপে দেখার জন্যও অনেক বুদ্ধি চাই। সাধারণ মানুষ তো ভয় পায় - মুখ্যতঃ সিন্ধীরা মনে করে - কোথাও বিকে রা যেন জাদু না করে দেয় এইজন্য সামনে দেখেও না।

শিববাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরা ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হও, তারপর আবার বর্ণের রহস্যও বুঝতে হবে। আমিই সেই.. এর অর্থও বোঝাতে হবে। আমি আত্মা তথা পরমাত্মা বলা ভুল। কেউ আবার ব্রহ্মকেও মান্য করে। বলে - অহম্ ব্রহ্মাস্মি। মায়া তো হল ৫ বিকার। আমি ব্রহ্মকে মান্য করি। এখন, ব্রহ্ম তো হল মহাতত্ত্ব, যেটা আমাদের থাকার স্থান। যেরকম হিন্দুস্থানের বাসিন্দারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে দেয়, সেইরকম তারাও ব্রহ্মতত্ত্বকে বলে দেয় যে আমিই হলাম ব্রহ্ম। বাবার মহিমা হল আলাদা। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন... এই মহিমা হল দেবতাদের। আত্মা যখন শরীরের সাথে থাকে তখন তার মহিমা করা হয়। আত্মাই পতিত অথবা পাবন হয়। আত্মাকে নির্লেপ বলা যাবে না। এত ছোটো আত্মার মধ্যে

৮৪ জন্মের পাট আছে। তাকে নির্লেপ কিভাবে বলবে?

এখন বাবা পীস স্থাপন করছেন তো তোমরা বাচ্চারা বাবাকে কি প্রাইজ দেবে? তিনি তোমাদেরকে ২১ জন্মের স্বর্গের রাজধানীর প্রাইজ দিচ্ছেন। তোমরা বাবাকে কি দিতে চাও? যে যত প্রাইজ বাবাকে দেবে সে ততই প্রাইজ বাবার থেকে নেবে। সবার আগে ইনি প্রাইজ দিয়েছেন। শিববাবা তো হলেন দাতা। রাজারা কখনও হাতে কিছু নেন না। তাকে অল্পদাতা বলা হয়। মানুষকে দাতা বলা হয় না। যদিও তোমরা সন্ন্যাসীদের দান করো কিন্তু রিটার্ন ফল তো সেই শিববাবা দাতাই প্রদান করেন। বলে যে সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বরই নিয়ে নেবেন। তাহলে কেউ মারা গেলে কলন ক্রন্দন করো? কিন্তু না তিনি দেন আর না তিনি নিয়ে নেন

তাকে তো লৌকিক মা-বাবা জন্ম দেন। যখন সে মারা যায় তখন তাদেরই দুঃখ হয়। যদি ঈশ্বর দেন আর ঈশ্বরই নিয়ে নেন তাহলে দুঃখ কেন হয়? বাবা বলেন আমি তো সুখ দুঃখ থেকে পৃথক থাকি। তো এই দাদা নিজের সবকিছু অর্পণ করেছেন এইজন্য ফুল প্রাইজও নিচ্ছেন। কন্যাদের কাছে তো কিছুই নেই। যদি তাদের মা বাবা দেয় তাহলে তারা সেটা শিববাবাকে দিতে পারে। যেরকম মাম্মাও গরীব ছিলেন, তারপর দেখো কত তীব্র পুরুষার্থ করে এগিয়ে গেছেন। তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করছেন।

তোমরা জানো যে আমরা সুখধাম যাচ্ছি ভায়া শান্তিধাম। যতক্ষণ আমরা বাবার কাছে না যাবো, তত তাড়াতাড়ি আমরা শ্বশুর বাড়িতেও আসতে পারবো না। পিতৃগৃহে তো বসে আছি। প্রথমে বাবার কাছে যাবো তারপর শ্বশুর বাড়িতে আসবো। এখানে হল শোক বাটিকা, সত্যযুগ হল অশোক বাটিকা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই বাণপ্রস্থ অবস্থাতে সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করা ছাড়া বাকি সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে হবে।

২) বুদ্ধিযোগের দ্বারা অসীম জগতের ত্যাগ করে আত্মিক যাত্রা করতে হবে। শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে ভারতের সত্যিকারের সেবা করতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী বৃক্ষের ডালে আঁটোসাটো হয়ে বসে না থেকে উড়ন্ত পাখি হয়ে হিরো পাটধারী ভব সঙ্গমযুগে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো - এই শ্রেষ্ঠ কর্ম হল হিরের ডাল (বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা)। সঙ্গম যুগের যেরকমই কর্ম হোক, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্মের বন্ধনেও ফঁসে যাওয়া অথবা পার্থিব জাগতিক বস্তুর প্রতি কামনা রাখা - এটা হল সোনার শিকল। এই সোনার শিকল বা হিরের শাখা-প্রশাখায় ঝুলতে থেকো না। কেননা, বন্ধন তো বন্ধন-ই হয়, সেইজন্য বাপদাদা সবাইকে উড়ন্ত পাখির স্মরণ করাচ্ছেন যে সকল বন্ধন অর্থাৎ পার্থিব জগতের সবকিছুকে অতিক্রম করে হিরো পাটধারী হও।

স্লোগান:- অন্তরের স্থিতির দর্পণ হল মুখমন্ডল, মুখমন্ডল কখনো উদাসীন না হয়, খুশীতে ভরপুর যেন থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রশ্নের প্রতি সংশয়ান্বিত হওয়া ছেড়ে "মনমনাভব" স্মরণ করে, বাবা আর অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে, পবিত্র হও আর পবিত্র করে তোলা"

*প্রশ্নঃ - শিববাবা বাচ্চারা তোমাদের দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারেন না, কেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - আমি বাচ্চাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, তোমরা বাচ্চারা আমার মালিক, আমি তো বাচ্চারা তোমাদেরকে নমস্কার জানাই। বাবা হলেন নিরহঙ্কারী, বাচ্চাদেরও বাবার মতো হতে হবে। আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দিয়ে নিজের পূজা কিভাবে করাব! আমার তো পা নেই যা তোমরা ধুয়ে দেবে। তোমাদের তো ইশ্বরের সহযোগী হয়ে বিশ্বের সেবা করতে হবে।

*গীতঃ- নির্বলের সাথে বলবানের লড়াই...

ওম্ শান্তি। নিরাকার শিব ভগবান উবাচ। শিববাবা নিরাকার আর আত্মারা যারা শিববাবা বলে, তারাও আসলে নিরাকার। নিরাকার দুনিয়ার বাসিন্দা। এখানে পার্ট বা ভূমিকা পালন করবার জন্য সাকার রূপে এসেছে। তোমাদের সবার পা আছে, কৃষ্ণেরও পা আছে, পা-কেই সবাই পূজা করে তাই না! শিববাবা বলেন আমি তো ওবিডিয়েন্ট, আমার তো পা নেই যে তোমাদের দিয়ে পা ধোয়াব বা পূজা করাব, সল্যাসীরা পা ধোয়ায় না! গৃহস্থ মানুষ গিয়ে ওদের পা ধুয়ে দেয়। পা তো মানুষের হয়, শিববাবার তো পা নেই যে তোমাদের পা ধুয়ে পূজা করতে হবে। এ হলো পূজার সামগ্রী। বাবা বলেন আমি তো জ্ঞানের সাগর। আমি আমার বাচ্চাদের দিয়ে কি করে পা ধোয়াব! বাবা তো বলেন বন্দেমাতরম্। মায়েদের এরপর কি বলা উচিত! হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে বলবে শিববাবা নমস্কার, যেমন সালাম মালেকম্ বলে না! বাবাকেই সর্বপ্রথম নমস্কার করা উচিত, বাবা বলেন 'আই এম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট', অসীম জগতের সার্ভেন্ট আমি। নিরাকার আর কত নিরহঙ্কারী। এখানে পূজার কোনও কথাই নেই। মোস্ট বিলভেড বাচ্চারা যারা অসীম জাগতিক সম্পত্তির মালিকানা পেতে চলেছে, তাদের দিয়ে কিভাবে পূজা করাবো? তবে হ্যাঁ, ছোট বাচ্চারা বাবার পায়ে নতজানু হয় কেননা বাবা বড়ো (গুরুজন)। কিন্তু বাস্তবে তো বাবা বাচ্চাদের সার্ভেন্ট। বাবা জানেন যে বাচ্চাদের মায়া অনেক ভাবে বিরক্ত করে। খুব কঠিন সময়। অপার দুঃখ এখনও অনেক আসবে। এসবই অসীম জাগতিক কথা, তখনই অসীম জগতের বাবা আসেন (দুঃখের সময়)। বাবা বলেন দাতা আমি একজনই, অন্য আর কেউ দাতা হতে পারে না। বাবার কাছে সবাই চায়, সাধু সন্তরাও মুক্তি প্রার্থনা করে। ভারতের গৃহস্থ মানুষেরা ভগবানের কাছে জীবনমুক্তি প্রার্থনা করে, সুতরাং দাতা একজনই। গায়নও আছে -- সবার সঙ্গতি দাতা একজনই। সাধুরাই যেখানে সাধনা করে, অন্যদের সঙ্গতি ওরা কিভাবে দেবে? মুক্তিধাম আর জীবনমুক্তি ধাম দুয়েরই মালিক একজন - বাবা। উনি নিজের সময় অনুসারে একবারই আসেন। এছাড়া বাকি সবাই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে। ইনি একবারই আসেন যখন রাবণ রাজ্য শেষ হতে যায়, তার আগে আসেন না। ড্রামায় পার্টই নেই। সুতরাং বাবা বলেন তোমরা আমার দ্বারাই আমাকে চিনতে পার। মানুষ জানে না, তাই সর্বব্যাপী বলে দেয়।

এখন তো রাবণ রাজ্য। ভারতবাসীরাই রাবণকে জ্বালায়। অতএব এটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতেই রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্যও ভারতেই। এসব কথা রাম রাজ্য স্থাপনকারীরাই বোঝাতে পারে, কিভাবে রাবণ রাজ্য হয়। এসব কথা কে এসে বোঝান? নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। আত্মাকে শিব বলা হয় না। আত্মারা সব শালিগ্রাম। শিব একজনকেই বলা হয়। শালিগ্রাম তো অনেক আছে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। ওরা ব্রাহ্মণরা যন্তু রচনা করে, যেখানে একটা বড়ো শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট শালগ্রাম বানিয়ে পূজা করে। দেবতাদের পূজা তো প্রতি বছর হয়। এখানে প্রতিদিন মাটির মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে। রুদ্রর অনেক মহিমা। শালিগ্রাম কারা, সে তো ওরা জানে না। তোমরা শিবশক্তি সেনা পতিতদের পবিত্র করে তোলা। শিবের পূজা তো হয়, শালগ্রাম কোথায় যাবে? তাই অনেক মানুষ রুদ্র যন্তু রচনা করে শালগ্রাম পূজা করে। শিববাবার সাথে বাচ্চারাও পরিশ্রম করেছে। শিববাবার সহযোগী। ওদেরই বলা হয় ইশ্বরের সহযোগী। স্বয়ং নিরাকার নিশ্চয়ই কোনও শরীরেই আসবেন, তাই না! স্বর্গে তো সহযোগের প্রয়োজন নেই। শিববাবা বলেন, দেখো এরা আমার সহযোগী বাচ্চা। নশ্বর অনুসারেই তো হবে না! সবার পূজা তো করা সম্ভব নয়। এই যন্তু ভারতেই রচিত হয়। এই রহস্য বাবাই বোঝান। ওরা ব্রাহ্মণরা বা শেঠরা খোড়াই এসব জানে। বাস্তবে এটাই হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। বাচ্চারা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলে। এটা একটা বড়ো হসপিটাল, যেখানে যোগ দ্বারা আমরা এভারহেল্পী হয়ে উঠি।

বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। দেহ-অহঙ্কার হলো প্রথম বিকার, যা যোগ ছিন্ন করে দেয়। বড়ি কনসাস (দেহ-বোধ) হলেই বাবাকে ভুলে যায় আর তখনই আরও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিরন্তর যোগে থাকাই অনেক পরিশ্রমের। মানুষ কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে তার পূজা করে। কিন্তু সে তো পতিত-পাবন নয়, যে তার চরণকে পূজা করতে হবে। শিব তো হলেন চরণ বিহীন। উনি এসে তো মাতাদের সার্ভেন্ট হন আর বলেন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব করতে পারবে। ২১ কুল-এর গায়নও আছে। অন্য কোনও ধর্মে এই গায়ন নেই। অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহি প্রাপ্ত করে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। দৈবী ধর্মের যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারাই আবার বেড়িয়ে আসবে। স্বর্গে তো অপার সুখ। নতুন দুনিয়া, নতুন মহল অনেক সুখ প্রদান করবে। অল্প পুরানো হয়ে গেলে কিছু না কিছু দাগ লেগে যায়, তখন তাকে রিপেয়ার (মেরামত) করা হয়। যেমন বাবার অপরামপর মহিমা, ঠিক তেমনই মহিমা স্বর্গের। যার মালিক হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো, আর কেউ স্বর্গের মালিক বানাতে পারে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো বিনাশের সীন দৃশ্যাবলী কতখানি বেদনাদায়ক। তার আগেই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারক গ্রহণ করা উচিত। বাবা বলেন এখন আমার হও, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কোল গ্রহণ করো। শিববাবা বড়ো, তাই না! সুতরাং তোমাদের প্রাপ্তিও অগাধ। স্বর্গের অপার সুখের নাম শুনলেই মুখে জল এসে যায়। বলাও হয় অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ ভালো লাগে তাই না! এখানে তো নরক-ই। যতক্ষণ সত্যযুগ না আসবে ততক্ষণ কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। বাবা বোঝান এই জগদম্বা গিয়ে স্বর্গের মহারানী লক্ষ্মী হন তারপর বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করে। মাশ্বা বাবা (ব্রহ্মা) অনেক বেশী পুরুষার্থ করেন। রাজস্ব তো ওখানে বাচ্চারাও করবে, না! শুধুমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ তো করবে না। বাবা এসেই মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন, শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও বলে কৃষ্ণ দেবতা করে তোলে কিন্তু তাকেও তো দ্বাপরে নিয়ে গেছে। দ্বাপরে তো দেবতারা থাকে না। সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেনা যে আমরা স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিই। তার জন্য তো ভগবানকে প্রয়োজন। বলাও হয় মুক্তি - জীবনমুক্তির দ্বার কলিযুগের শেষে গিয়ে খুলবে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। আমি হলাম শিব, রুদ্র আর এরা হলো শালিগ্রাম। এরা সবাই শরীরধারী। আমি শরীরকে লোন নিয়েছি। এরা সবাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ছাড়া এই জ্ঞান কারও হয়না। শূদ্রদেরও হয় না। সত্য যুগে দেবতারা পারসবুদ্ধির (দিব্য বুদ্ধি) ছিল, যে কথা বাবা এখন এসে বলেন। সন্ন্যাসীরা কাউকে পারসবুদ্ধি করে তুলতে পারে না। যদিও নিজেরা পবিত্র থাকে কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়। স্বর্গে কেউ রোগগ্রস্ত হয় না। ওখানে তো অপার সুখ। তাই বাবা বলেন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ কর। রেস হয় না! এ হলো রুদ্র মালা গাঁথার রেস। আমি আত্মাকে যোগের দৌড় লাগাতে হবে। যত যোগযুক্ত হবে বোঝা যাবে এ দ্রুত দৌড়াচ্ছে। তার বিকর্মও বিনাশ হতে থাকবে। তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতেও যাত্রা পথে আছ। বুদ্ধি যোগ দ্বারা এ হলো এক সুন্দর যাত্রা। তোমরা বল স্বর্গের এমন অপার সুখ প্রাপ্তির জন্য কেন পবিত্র থাকব না! মায়া আমাদের কোনও ভাবেই টলাতে পারবে না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। অস্তিম জন্ম, মরণে তো হবেই, তবে কেন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করব না! অসংখ্য বাচ্চা বাবার। প্রজাপিতা তিনি, নিশ্চয়ই নতুন রচনা সৃষ্টি করবেন। নতুন রচনা হয় ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণরা হলো রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। দেবতারা তো প্রালব্ধ ভোগ করে। তোমরা ভারতের জন্য সার্ভিস করো তাই তোমরাই স্বর্গের মালিক হও। ভারতের সার্ভিস করা মানেই সবার সার্ভিস করা। সুতরাং এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। রুদ্র শিবকে বলা হয়, নাকি কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ তো সত্য যুগের প্রিন্স। ওখানে এই যন্তু ইত্যাদি হয় না। এখন হলো রাবণ রাজ্য। এ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর কখনও রাবণ তৈরি হবে না। বাবা এসেই এই শিকল থেকে মুক্ত করেন। এই ব্রহ্মাকেও শিকল থেকে মুক্ত করেছেন তাই না! শাস্ত্র পড়তে পড়তে কি অবস্থা হয়েছিল! তাই বাবা বলছেন এখন আমাকে স্মরণ কর। যাদের বাবাকে স্মরণ করার সাহস নেই, পবিত্র থাকে না, তারা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে থাকে। বাবা বলেন মনমনাভব। যদি কোনও বিষয়ে নিজেকে দিশেহারা মনে হয়, তবে সেই বিষয় থেকে সরে এসো। মনমনাভব। এমন নয় যে প্রশ্নের রেসপন্স না পেয়ে এই পড়া-ই ছেড়ে দেবে। বলে - ভগবান আছে যখন, তখন রেসপন্স কেন করবে না? বাবা বলেন তোমাদের কাজ হলো বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। ওরাও (ভক্তি মার্গ) ত্রিমূর্তি আর চক্রকে দেখায়। লিখে থাকে - "সত্যমেব জয়তে" কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরা বোঝাতে পার -- শিববাবাকে স্মরণ করলে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও স্মরণে আসবে আর স্বদর্শন চক্র স্মরণ করলে বিজয়ী হতে পারবে। 'জয়তে' অর্থাৎ মায়াকে জয় করা। কতখানি বোঝার ব্যাপার। এখানে নিয়ম আছে -- হংস সভায় বক বসতে পারে না। বি. কে. যারা স্বর্গের পরী তৈরি করে তাদের উপরে অনেক রেস্পন্সিবিলিটি রয়েছে। সর্বপ্রথম যখন কেউ আসে তাকে সবসময় জিজ্ঞাসা করো -- আত্মার বাবা কে জানো? প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসা করবে নিশ্চয়ই সে জানবে। সন্ন্যাসীরা এমনটা কখনও জিজ্ঞাসা করবে না। ওরা তো জানেই না। তোমরা তো জিজ্ঞাসা করবে -- অসীম জগতের বাবাকে জানো? প্রথমে তাঁর সাথে যুক্ত হও। ব্রাহ্মণদের এটাই নেশা থাকা উচিত।

বাবা বলেন -- হে আত্মারা, আমার সাথে যোগযুক্ত হও, কেননা আমার কাছেই আসতে হবে। সত্যযুগের দেবী-দেবতারা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই সর্বপ্রথম জ্ঞান তারাই পাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে, সুতরাং প্রথম জ্ঞান তাদেরই পাওয়া উচিত।

মনুষ্য সৃষ্টির যে বৃক্ষ (ঝাড়) রয়েছে, তার পিতা হলেন ব্রহ্মা আর আত্মার পিতা হলেন শিব। অতএব বাবা আর দাদা হলেন তাই না! তোমরা হলে তাঁর পৌত্র। ওঁনার কাছ থেকেই তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন আমি নরকে (বর্তমান পৃথিবী) গেলেই তো স্বর্গ রচনা করতে পারবো। শিব ভগবানুবাচ -- লক্ষ্মী-নারায়ণ ত্রিকালদর্শী নয়। ওদের এই "রচয়িতা আর রচনার" জ্ঞান নেই। তাহলে তাদের পরম্পরা কিভাবে চলে? কেউ কেউ ভাবে এরা তো শুধু বলে দেয় - সকলের মৃত্যু আসছে, কিন্তু কিছুই তো হয় না। এর উপরে একটি দৃষ্টান্ত আছে না! এক রাখাল বালক প্রায়ই বল, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে, কিন্তু বাঘ আসেনি। শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন বাঘ এলো আর সবকটি ছাগলকে খেয়ে ফেললো। এসব কথা এখনকার জন্যই। একদিন কাল (মৃত্যু) এসে সবাইকে গ্রাস করবে তখন কি করবে? ভগবানের এটা কতো বড় যজ্ঞ। পরমাত্মা ছাড়া এতো বড় যজ্ঞ আর কেউ রচনা করতে পারবে না। ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ বলেও পবিত্র না হলে এখানেই মরতে হবে। শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। মিষ্টি বাবা, স্বর্গের মালিকানা প্রদানকারী বাবা, আমি তো তোমারই, শেষ পর্যন্ত তোমার হয়েই থাকব। এমন বাবা বা সাজনকে পরিত্যাগ করলে মহারাজা-মহারানী হতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) সত্যিকারের খাদা-ই খিদমৎগার (ঈশ্বরের সহযোগী) হয়ে ভারতকে স্বর্গ তৈরি করার কার্যে পবিত্রতা রক্ষা করে, বাবার সহযোগী হয়ে উঠতে হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে।

২) কোনও প্রকারের প্রশ্নে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। প্রশ্নকে ছেড়ে বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- সীমিত জগতের থেকে উর্ধ্বে থেকে সকলকে আপন ভাবের অনুভূতি করানো অনুভবের প্রতিমূর্তি ভব যেমন সকলের মন থেকে বেরিয়ে আসে আমার বাবা, ঠিক সেই রকম সকলের মন থেকে আসা এ/ইনি হলেন আমার। অসীম জাগতিক ভাই বা বোন বা দিদি, দাদী। যেখানেই থাকো না কেন, অসীম সেবার নিমিত্ত হও। সীমিত জগতের থেকে উর্ধ্বে থেকে অসীমিতের ভাবনা, অসীমিতের কামনা রাখা - এটাই হলো ফলো ফাদার করা। এখন এর প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করো আর করাও। এমনিতেও অনুভাবী বয়স্ক মানুষকে পিতাজী (বাবা), কাকাজী বলা হয়। সেই রকম অসীম জগতের অনুভাবী অর্থাৎ সকলকে আপন অনুভব করাবে।

স্লোগান:- উপরাম স্থিতির দ্বারা উড়তি কলায় উড়তে থাকো, তবে কর্ম রূপী ডালপালা বন্ধনে ফাঁসবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শুভ কার্যে দেবী করা উচিত নয়, নিজের ভাই-বোনের ঠোঁটের খাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে, ভুঁ-ভুঁ (জ্ঞানের) করে নিজের সমান বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে অনর্থ হওয়ায় ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে ?

*উত্তরঃ - সর্বাপেক্ষা বড় অনর্থ হয়েছে এই যে গীতার স্বামীকে (ভগবান) ভুলে গীতা জ্ঞানের দ্বারা জন্ম নেওয়া বাচ্চাকেই স্বামী বলে দিয়েছে। এই একটি অনর্থের কারণেই সবাই বাবার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে তাঁর সম্মুখে বসে সত্যিকারের গীতা শুনছো, যে গীতা জ্ঞানের দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হয়, তোমরা শ্রীকৃষ্ণ-সম হয়ে যাও।

*গীতঃ- কে এই সব খেলা রচনা করেছে.....

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা বুম্বতে পেরে গেছে যে অবশ্যই আমাদেরই স্বর্গের প্রভূত অসীম সুখ ছিল, আমরা অত্যন্ত খুশীতে ছিলাম, আমরা জীব আত্মারা স্বর্গে অত্যন্ত মজায় ছিলাম তাহলে আবার কি হলো? রং-রূপের (রসীন) মায়া এসে আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। বিকারের কারণেই একে নরক বলা হয়। সমগ্র দুনিয়াই নরক। এখন এই যে ভ্রমরীর উদাহরণ দেওয়া হয়, ভ্রমরী আর ব্রাহ্মণী দুজনেরই কাজ এক। ভ্রমরীর উদাহরণ তোমাদের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। ভ্রমরী কীট(পোকা) ধরে নিয়ে যায়। ঘর বানিয়ে তার মধ্যে পোকা রেখে দেয়। এও হলো নরক। এখানে সবাই কীট। কিন্তু সব কীট-ই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। যেকোনো ধর্মেরই হোক সবাই হলো নরকবাসী কীট। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের কীট কে? তা কি করে জানা যাবে। এরা ব্রহ্মা বংশীয় ব্রাহ্মণী যারা বসে ভুঁ-ভুঁ করে। যারা দেবতা ধর্মের হবে তারাই থাকতে পারবে। যারা হবে না, তারা থাকতে পারবে না। নরকবাসী কীট তো সকলেই। সন্ন্যাসীরাও এটাই বলে যে, নরকের এই সুখ হলো কাক-বিষ্ঠা সমান। তাদের এটা জানা নেই যে স্বর্গে অগাধ সুখ। এখানে ৫ শতাংশ সুখ আর ৯৫ শতাংশ দুঃখ। তাই একে কোনো স্বর্গ বলা যাবে না। স্বর্গে তো দুঃখের কোনো কথাই নেই। এখানে তো অনেক শাস্ত্র, অনেক ধর্ম তো অনেক মত হয়ে গেছে। স্বর্গে তো একটাই অদ্বৈত দেবতা মত। একটাই ধর্ম। তাহলে তোমরা হলে ব্রাহ্মণী। তোমরা যখন ভুঁ-ভুঁ করো তখন যারা এই ধর্মের তারা থেকে যায়। অনেক প্রকারের হয়। কেউ নেচারকে মানে, কেউ বিজ্ঞানকে, কেউ বলে এই সৃষ্টি কল্পনা মাত্র। এরকম কথা-বার্তা এখানেই বলা হয়ে থাকে, সত্যযুগে বলা হয় না। এই অসীম জগতের পিতা ব্রহ্মার মুখ-কমলের দ্বারা নিজের বাচ্চাদের বসে বোঝান যে তোমরা আমার কাছে ছিলে, এখন আবার আমার কাছেই আসতে হবে। এর মধ্যে তো কোনো শাস্ত্রের কথা ওঠে না। খ্রিস্ট তথা বুদ্ধ আসেন, তারাই এসে শোনায়, ওই সময় তো শাস্ত্রের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। খ্রিস্ট বাইবেল পড়তো কি? বাইবেলের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজের অবস্থা তো দেখো! মায়া রাবণ তোমাদের কেমন হাল (অবস্থা) করে দিয়েছে। বুম্বতেও পারে যে আমরা হলাম আসুরী রাবণ সম্প্রদায়ের। রাবণ দহন করা হয়, কিন্তু জ্বলে না। রাবণের এই জ্বলা কবে বন্ধ হবে? একথা মানুষের জানা নেই। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় দৈবী সম্প্রদায়। তোমরা বাচ্চারা হলে আমার, এখন আমি পুনরায় এসেছি বাচ্চারা, তোমাদের রাজযোগ শেখাতে। অনেক ধর্ম রয়েছে। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পরিশ্রম লাগে। গীতাও কোথা থেকে এসেছে? আদি সনাতন ধর্ম যে ছিল তার চিহ্ন কোথা থেকে বেরিয়েছে। যা আবার ঋষি-মুনিরা বসে তৈরী করেছেন, যা এখনো পর্যন্ত শুনে চলেছি। বেদের গীত গুলি কারা রচনা করেছে ? বেদ-শাস্ত্রের পিতা কে? বাবা বলেন - গীতার ভগবান হলাম আমি। গীতা মাতার রচনা করেছেন শিববাবা, আর তার থেকেই জন্ম হয়েছে কৃষ্ণের। ওঁনার সাথেই রাধা ইত্যাদি সবাই এসে যায়। প্রথমেই হলো ব্রাহ্মণ।

বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয় রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা - যাঁকে সবাই বলে ও গড় ফাদার দয়া করো ! ভক্তরা ডাকে যে কি করে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবো। যদি ভগবান সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো ডাকার কোনো প্রশ্নই থাকে না। মুখ্য হলো গীতার কথা, কত যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা করা হয়। এখন তোমরা এমন প্রচারপত্র (পরচা) ছাপাও। কত অনর্থ হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে দেখো গীতা লিখতে থাকে। গীতা কে রচনা করেছেন, কে গেয়েছেন, কখন গেয়েছেন, কে বানিয়েছেন, কিছুই জানে না। শ্রীকৃষ্ণেরও যথার্থ পরিচয় নেই। ব্যস, বলে দেয় যে, যেকোনো সর্বব্যাপী কৃষ্ণই কৃষ্ণ রয়েছে। রাধার ভক্তরা রাধার উদ্দেশ্যে বলে সর্বব্যাপী রাধাই রাধা রয়েছে। যদি একমাত্র নিরাকার পরমাত্মাকেই বলা হয় তবুও ঠিক। সবাইকে কেন সর্বব্যাপী করে দিয়েছে। গনেশের উদ্দেশ্যেও বলা হয় সর্বব্যাপী। এক

মথুরা শহরেই কেউ বলবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, কেউ বলবে রাধা সর্বব্যাপী। কত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। একজনের মত অন্যজনের সাথে মেলে না। একই ঘরে বাবার গুরু আলাদা তো বাচ্চাদের গুরু আলাদা। বাস্তবে গুরু করা হয় বাণপ্রস্থ অবস্থায়। বাবা বলেন, আমি এঁনার(ব্রহ্মা) বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই আছি। দুনিয়ায় তো যারা যত বড় গুরু হয় তাদের ততই নেশা থাকে। আদি দেবকেই মহাবীর নাম দেওয়া হয়েছে। হনুমানকেও মহাবীর বলা হয়। মহাবীর তো হলে তোমরা, শক্তির। দিলওয়ারা মন্দিরে শক্তিসেনারা বাঘের উপর অধিষ্ঠিত আর পান্ডবরা হাতীর উপর। মন্দির বড় যুক্তি-যুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে। অবিকল তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন। তোমরা তো ওই সময় থাকবে না যে তোমরা তোমাদের চিত্র দেবে। মন্দির তো দ্বাপরে তৈরী হয়েছে তাহলে তোমাদের চিত্র কোথা থেকে আসবে। সেবা(সার্ভিস) তো তোমরা এখন করছো। সব কথাই তো এখনকার। তারা পরে শাস্ত্র বানিয়েছে। আমরা যদি গীতার নাম না নিই তবে মানুষ মনে করবে - জানি না যে এ কোন্ নতুন ধর্ম? কত পরিশ্রম করতে হয়। তারা তো শুধু এই দুনিয়ায় ধর্ম স্থাপন করে। তোমাদেরকে বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী করেন।

বাবা বলেন, আমার মতো কর্তব্য কেউ করতে পারে না। সব পতিতকেই পবিত্র বানাতে হয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের, সবাইকে সাবধান করতে হবে। ভারতে কত অনর্থ হয়ে গেছে। সেই কারণেই ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। বাবা, গীতা মাতার দ্বারা কৃষ্ণকে জন্ম দিয়েছেন, ওরা আবার কৃষ্ণকে গীতার স্বামী (ভগবান) বানিয়ে দিয়েছে। গীতার স্বামী তো শিব, উনি গীতার দ্বারা কৃষ্ণের জন্ম দিয়েছেন। তোমরা সবাই হলে সঞ্জয়, শোনান একমাত্র শিববাবা। প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্মের রচয়িতা কে? এইসব লেখার জন্য বুদ্ধি চাই। গীতার দ্বারাই আমরা জন্ম নিচ্ছি। মাম্মা রাধা হবেন, ইনি (ব্রহ্মা) আবার হবেন কৃষ্ণ। এ হলো গুপ্ত কথা, তাই না! ব্রাহ্মণদের জন্মকে কেউ বুঝতে পারে না। বিষয়টি হলো কৃষ্ণ আর পরমাত্মার। ব্রহ্মা, কৃষ্ণ আর শিববাবা - এইসব কথা অতি গুট (রহস্যময়), তাই না! এই সমস্ত কথাতে যে বুঝবে তাকে অনেক বড় বুদ্ধিমান হতে হবে। যারা সম্পূর্ণ যোগে থাকবে, তাদের বুদ্ধি পারশ (স্বচ্ছ/ দিব্য) হতে থাকবে। যাদের বুদ্ধি সদা ব্যর্থভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে, সেই বুদ্ধিতে একথা বসতে পারে না। বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের কত উচ্চ নলেজ দিচ্ছেন। বিদ্যার্থীরাও নিজেদের বুদ্ধি চালায়, তাই না! তাই এখন বসে লেখো যে, শুভ কার্যে দেবী করা উচিত নয়। আমরা সাগরের সন্তান তাই আমরা নিজেদের ভাই-বোনের রক্ষা করব। বেচার-রা হোঁচট খেতেই থাকে। ওরা বলবে যে, বি. কে. -রা এতো চিংকার করছে, কিছু ব্যাপার তো আছেই। লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র (পত্রিকা) ছাপিয়ে গীতা-পাঠশালাগুলিতে বিলি করো। ভারত অবিনাশী খন্ড আর সর্বোত্তম তীর্থ। যে বাবা সকলকে সন্নতি দেন তাঁর তীর্থস্থানকেই গুপ্ত করে দিয়েছে, আবার তাঁর নাম প্রকাশিত করতে হয়। ফুল অর্পণ করার মতো তো একমাত্র শিবই রয়েছে। বাকী সবই তো ব্যর্থ। গীতাপাঠশালা তো অনেক রয়েছে। তোমরা বেশ(বস্ত্র) বদল করে সেখানে যাও। পরে যদিও বুঝতে পারবে যে এরা অবশ্যই বি. কে.। এই ধরনের প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আচ্ছা!

তোমরা বোঝো যে শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে বসে এই কথা বোঝান। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান, এখন তিনি এসেছেন। তোমরা নতুন দুনিয়ায় পুনর্জন্ম নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১২-০১-৬৯

তোমরা, বাচ্চারা এক পিতার স্মরণে বসেছো, এক এর স্মরণে থাকা - একে বলা হয় অব্যভিচারী স্মরণ। যদি এখানে বসেও অন্য কেউ স্মরণে আসে তাহলে তাকে ব্যভিচারী স্মরণ বলা হবে। খাওয়া-দাওয়া, থাকা এক ঘরে, আর স্মরণ অন্যকে, এ তো ঠকানো হয়ে গেলো। ভক্তিও যতক্ষণ এক শিববাবাকে করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অব্যভিচারী ভক্তি আর অন্যান্যদের স্মরণ করা, সে তো ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান পেয়েছো, এক বাবাই কত কামাল করেন। আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। তাই সেই এক-কেই স্মরণ করা উচিত। আমার তো একজনই। কিন্তু বাচ্চারা বলে যে শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। বাহ! ভক্তিমাগে তো তোমরা বলেছিলে যে আমরা একের-ই ভক্তি করব। একমাত্র সেই পতিত-পাবন, আর তো কাউকে পতিত-পাবন বলা হয় না। একজনকেই বলা যায়। সেই উচ্চ থেকে উচ্চতম। এখন তো ভক্তির কোনো কথাই নেই। বাচ্চাদের জ্ঞান রয়েছে। জ্ঞান-সাগরকে স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমাগে বলে যে আপনি এলে শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা স্মরণ করব। তাহলে সে কথা তো স্মরণ করা উচিত। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করি? না অনেক মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিদের-ও স্মরণ করি? এক

বাবার সাথেই হৃদয়ের যোগ যেন থাকে। যদি হৃদয় অন্যদিকে যায় তবে স্মরণ ব্যভিচারী হয়ে যায়। বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। ওখানে (স্বর্গ) আবার তোমরা দৈবী সম্বন্ধ পাবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছুই নতুন পাবে। তাই নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে যে আমরা কাকে স্মরণ করি। বাবা বলেন, তোমরা পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ কর। আমিই পতিত-পাবন, চেষ্টা করে অন্যদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যত স্মরণ করবে ততই পাপ দূর হবে। এমন নয় যে আমরা যতটা স্মরণ করব বাবাও ততটাই স্মরণ করবে। বাবাকে কী কোনো পাপ দূর করতে হয় ! এখন তোমরা এখানে বসে রয়েছে পবিত্র হওয়ার জন্য। শিববাবাও এখানে রয়েছেন। তাঁর তো নিজের শরীর নেই, লোন নিয়েছেন। তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে - বাবা আপনি এলে আমরা আপনার কাছে সমর্পিত হয়ে নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাব। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে থাকো। এ তো জানো যে বুদ্ধিযোগের লিঙ্ক প্রতি মুহূর্তে বাবার থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। বাবা জানেন যে লিঙ্ক ছিন্ন হবে, আবার স্মরণ করবে, পুনরায় ছিন্ন হবে। বাচ্চারা নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ তো করতেই থাকে। ভাল মতন স্মরণে থাকলে, তবেই এই ডিনায়েস্টিতে (রাজত্ব) আসবে। নিজের পরীক্ষা করতে থাকো, ডায়েরী লেখো। সারাদিনে আমাদের বুদ্ধিযোগ কোথায় কোথায় গেছে? তখন বাবা পুনরায় বোঝাবে। আত্মায় যে মন, বুদ্ধি রয়েছে তা সদা পালিয়ে বেড়ায়। বাবা বলেন পালিয়ে গেলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমাকে স্মরণ করলে অনেক লাভ হয়, বাকী সবচেয়েই তো ক্ষতির পর ক্ষতি হয়। স্মরণ করতে হবে প্রধানতঃ একজনকেই। নিজেকে সাবধানে রাখতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপেই (কদমে) লাভও হয়, আবার প্রতি পদে ক্ষতিও হয়। ৮৪ জন্ম দেহধারীদের স্মরণ করে ক্ষতিই হয়েছে। এক এক দিন করে ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, ক্ষতিই হয়েছে, এখন বাবার স্মরণে থেকে লাভ (ফায়দা) করতে হবে।

এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করে জ্ঞান-রত্ন বের করতে হবে, একাগ্রচিত্ত হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। অনেক বাচ্চাদের কড়ি (টাকা-পয়সা) উপার্জনের চিন্তাই বেশী থাকে। মায়াই রোজগার ইত্যাদির চিন্তা ভাবনা নিয়ে আসে। ধনীদেব তো অনেক চিন্তা আসে। বাবা কি করবেন। বাবার (ব্রহ্মা) তো কত ভালো ব্যবসা ছিল। এদিক ওদিক ধাক্কা (ঠোকা) খাওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। কোনো ব্যবসায়ী এলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, প্রথমে একথা বলো তো যে তুমি ব্যবসায়ী না এজেন্ট? (হিস্ট্রি) ব্যবসা ইত্যাদি করেও তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখতে হবে। এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে সত্যযুগ আসছে। পতিতরা তো সত্যযুগে যাবে না। যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হবে। পিউরিটির দ্বারা ধারণা ভালো হবে। পতিত না স্মরণ করতে পারবে, না ধারণা করতে পারবে। কেউ ভাগ্য অনুসারে সময় পায়, পুরুষার্থ করে। কেউ আবার সময় পায় না, তাই স্মরণই করে না। যে যতটা চেষ্টা কল্প-পূর্বে করেছিল ততটাই করে, প্রত্যেককে নিজের থেকেই পরিশ্রম করতে হবে। পূর্বে উপার্জনে ক্ষতি হলে বলা হতো ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখন বলা হয় ড্রামা। যা কল্প-পূর্বে হয়েছিল তাই হবে। এমন নয় যে এখন ৪ ঘন্টা স্মরণ করো আর অন্য কল্পে আরও বেশী করবে। না, শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন পুরুষার্থ করবে তবেই প্রতি কল্পে ভাল পুরুষার্থ হবে। তাহলে পরীক্ষা কর যে বুদ্ধি কোথায় কোথায় যাচ্ছে। মল্লযুদ্ধে অনেক সাবধানে থাকতে হয়। আত্মা- আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে রুহানী আত্মাদের পিতার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য স্মরণের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে পার্স (দিব্য (স্বচ্ছ) বানাতে হবে। বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত যেন না হয়। বাবা যা শোনান তার উপরেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

২) ভ্রমরী হয়ে (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করে নরকবাসী হয়ে পড়ে থাকা কীটদের (পোকা) দেবী-দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। শুভ কার্যে দেবী করবে না। নিজের ভাই-বোনেদের বাঁচাতে হবে।

বরদানঃ:- সমতার ভাবনাকে বজায় রেখেও প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষত্বকে অনুভব করিয়ে থাকা বিশেষ আত্মা ভব প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। বিশেষ আত্মাদের কর্ম সাধারণ আত্মাদের থেকে ভিন্ন। সকলের প্রতি সমতার ভাবনা তো রাখতেই হবে, কিন্তু এটা যেন দৃশ্যমান হয় যে এনারা বিশেষ আত্মা। বিশেষ আত্মা অর্থাৎ যিনি বিশেষ কিছু করেন, কেবল মুখেই বলে থাকেন না। তার কাছে থেকে সকলের এই ফিলিং আসবে যে, ইনি তো স্নেহের ভান্ডার। প্রতি পদে, প্রতিটি দৃষ্টিতে স্নেহ অনুভব যেন হয় - এটাই তো হলো বিশেষত্ব।

স্লোগানঃ:- সৃষ্টির বিনাশের (কয়ামতের) পূর্বে নিজের ঘাটতি এবং দুর্বলতা গুলির বিনাশ (কয়ামত) করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সঙ্গমযুগের সমস্ত প্রাপ্তির প্রালঙ্কার অনুভব করো, মাস্টার দাতা, মহান সহযোগী হও"

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যের সমূহ রেখা দেখে দেখে ভাগ্য বিধাতা বাবাও পুলকিত হন, কেননা, সমগ্র কল্প যদি পরিক্রমা করো তো তোমাদের মতো শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কোনো ধর্মের আত্মা, মহান আত্মা, রাজ্য-অধিকারী আত্মা, কারও এত বড় ভাগ্য নেই, যত বড় ভাগ্য সঙ্গমযুগী তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার রয়েছে। ললাট থেকে নিজেদের ভাগ্যের রেখাগুলো দেখো? বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে ঝলমলে জ্যোতির শ্রেষ্ঠ রেখা দেখছেন। তোমরা সকলেও নিজের রেখাগুলো দেখছো? নয়নে যদি দেখো তো স্নেহ আর শক্তির রেখাগুলো স্পষ্ট। মুখে দেখো, শ্রেষ্ঠ মধুর বাণীর সমস্ত রেখা ঝলমল করছে। ওষ্ঠাধারে দেখো প্রসন্নতার আন্তরিক হাসি, আত্মিক খুশির দ্যুতির রেখা দৃশ্যমান। যদি হৃদয়ে দেখো বা অন্তর্মানে দেখো তো দিলারামের লভে লভলীন থাকার রেখা স্পষ্ট। হাতে দেখো, দুই হাতই সমুদয় ভান্ডারে সম্পন্ন হওয়ার রেখা, পায়ে দেখো, প্রতি কদমে পদমের প্রাপ্তির রেখা স্পষ্ট। কত বড় ভাগ্য!

ভাগ্য বিধাতা বাবা উদার হৃদয়ে প্রত্যেক বাচ্চাকে পুরুষার্থের দ্বারা, শ্রেষ্ঠ কলমে এই রেখাগুলো টানার উন্মুক্ত ছাড় দিয়ে দিয়েছেন। রেখা যতটা লম্বা টানতে চাও ততটা টানতে পারো, কিন্তু সময়ের মধ্যে। যার যতটা লম্বা রেখা টানার আছে সে নিজেই টানতে পারো, বাবা তোমাদের হাতে কলম দিয়েছেন। তো সেই রেখা টানতে জানো তোমরা? টেনেছো নাকি টানতে জানো না? সবাই জানো তোমরা? (হাঁ বাবা) খুব ভালো। দেখো, এখনের ভাগ্যের রেখা তোমাদেরকে সমগ্র কল্পেও শ্রেষ্ঠ বানায়, ২১ জন্ম সदा সম্পন্ন এবং খুশি থাকার রেখা তো চলতেই থাকে আর দ্বাপর, কলিযুগেও তোমাদের পূজ্য হওয়ার রেখা শ্রেষ্ঠই থাকে। সুতরাং এই সময়ের ভাগ্যের রেখা সারা কল্প সदा সাথে সাথে চলতে থাকে, কেননা, অবিনাশী বাবার অবিনাশী রেখা। তো সदा নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা স্মৃতিতে থাকে? থাকে তো বটেই, কিন্তু কখনো ইমার্জ থাকে, কখনো মার্জ থাকে, নাকি সদাই ইমার্জ থাকে? এই ব্যাপারে হাত কম উঠাচ্ছে। দেখো, যেন সदा ইমার্জ থাকে। ইমার্জ থাকার লক্ষণ হলো, পুরানো সব স্মৃতি পুরানো সংস্কারের সমস্ত রেখা মার্জ হয়ে যায়। কখনও পুরানো সংস্কারের রেখা কিংবা পুরানো বিষয়ের স্মৃতির রেখা ইমার্জ যেন না হয়। মার্জ হবে। আর মার্জ থাকতে থাকতে যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। যেখানে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ইমার্জ থাকে, সেখানে পুরানো রেখা ইমার্জ হওয়া অসম্ভব। যদি হয় তাহলে এটা প্রমাণ হয় যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা সदा ইমার্জ থাকে না। সুতরাং কী মনে করো? এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা ইমার্জ হওয়া উচিত নাকি মার্জ?

বাপদাদা বর্তমান সময়ে এখন এই সঙ্গমযুগের সমস্ত প্রাপ্তির প্রালঙ্কার রূপে সব বাচ্চাকে দেখতে চান। বহু সময় ধরে পুরুষার্থ করেছে, এখন পুরুষার্থ আপনা থেকেই হওয়া উচিত, পুরুষার্থ পরিশ্রমের হওয়া উচিত নয়। তোমরা কি অন্ত পর্যন্ত পুরুষার্থের জন্য পরিশ্রম করতে থাকবে? সঙ্গমযুগের সমূহ প্রাপ্তির প্রালঙ্কার অনুভব এখন যদি না করো তো কবে করবে! ভবিষ্যতের প্রালঙ্কার আলাদা জিনিস। সেটা তো তোমাদের এই পুরুষার্থের প্রালঙ্কার প্রতিমূর্তি। তা' তো তোমাদের পিছনে পিছনে নিজেই আসবে। কিন্তু বিশেষ ব্যাপার হলো এই সময়ের, প্রালঙ্কার প্রাপ্ত করার। এরকম নয়, কেউ জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছেন? কী খবর? তখন এটা ব'লো না যে এখনো পর্যন্ত পুরুষার্থ চলছে। পুরুষার্থ তো আছেই কিন্তু এখন পুরুষার্থের প্রালঙ্কার অনুভব করো। সেই প্রালঙ্কার হলো সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ববিঘ্ন বিনাশক মূর্তরূপ, এখনের এই প্রালঙ্কার ভবিষ্যতে আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে। যেরকম ভবিষ্যতে শুধু প্রালঙ্কার থাকে, পুরুষার্থ অবলুপ্ত হয়, ঠিক সেইরকমই এখন অবশিষ্ট সময়ে প্রালঙ্কার স্বরূপের বিশেষ অনুভব করো। যদি প্রালঙ্কার বলছো তো প্রালঙ্কার পুরুষার্থেরই হয়। পুরুষার্থ করেছে, তো সেই পুরুষার্থ অনুসারেই প্রালঙ্কার অনুভব করতে পারবে। কিন্তু বাপদাদা বাচ্চাদের থেকে কী চান? তোমরা জিজ্ঞাসা করো তো না যে বাপদাদা আমাদের থেকে কী চান? তো বাপদাদা তোমাদের থেকে এটাই চান, এখন অল্প সময়ের জন্য পুরুষার্থের প্রালঙ্কার-স্বরূপ হয়ে যাও। হতে পারো নাকি পুরুষার্থের পরিশ্রম ভালো লাগে? প্রালঙ্কার-প্রাপ্ত হবে তোমরা? এখন পুরুষার্থ করছি, পুরুষার্থ হয়ে যাবে, ক'রে দেখাবো - এই সব শব্দের অবসান হওয়া উচিত। কি করে দেখাবে, দেখাও। আর কবে দেখাবে? তোমরা কি বিনাশের সময় দেখাবে? এর সহজ বিধি হলো মাস্টার দাতা হও। বাবার থেকে নিয়েছো আর নিতেও থাকো কিন্তু আত্মাদের থেকে নেওয়ার ভাবনা রেখো না- এ' এটা করুক তাহলে এইরকম হবে। এ' বদলে গেলে তবে আমিও বদলে যাবো, এ'সব নেওয়ার ভাবনা। এইরকম হলে তবে এইরকম হবে। এগুলো সবই নেওয়ার ভাবনা। এইরকম হোক নয়, এইরকম ক'রে দেখাতে হবে। যদি হয় তাহলে এটা নয়, বরং হতেই

হবে আর আমাকে করতে হবে। আমাকে ভাইরেশন দিতে হবে। আমাকে দয়াবান হতে হবে। আমাকে গুণের সহযোগ দিতে হবে। আমাকে সমস্ত শক্তির সহযোগ দিতে হবে। মাস্টার দাতা হও। যদি নিতেই হয় তাহলে এক বাবার থেকে নাও। যদি অন্য আত্মাদের থেকেও পাও তাহলে বাবার দেওয়াই পাবে। সুতরাং দাতা হয়ে উদারচিত্ত হও। দিতে থাকো, কীভাবে দিতে হয় জানো তোমরা? নাকি শুধু নিতেই জানো? এখন, যা জমা করেছ তা' দাও। ব্রাহ্মণ আত্মারাও নিজেদের মধ্যে দাতা হও। তাছাড়া, যদি দাও তো আমি দিই, এটা না। আমাকে দিতে হবে। ভান্ডার আছে তোমাদের কাছে? পরিপূর্ণ আছে? গুণে পরিপূর্ণ আছে? শক্তিতে পরিপূর্ণ আছে? আছে তো দাও না কেন? নিজের জন্য কি লুকিয়ে রেখেছ? যখন ভান্ডারে সম্পূর্ণ হয়েছে তো দিতে থাকো। এ' কেন এমন করে? এ' কেন এমন বলে? এই ভাবনা ক'রো না। হৃদয়বান হয়ে নিজের গুণের, নিজের শক্তির সহযোগ দাও - একে বলে মাস্টার দাতা। মহা সহযোগী। শুধু সহযোগীও নয়, মহা সহযোগী হও। মহা দাতা হও। তাহলে বুঝেছ বাপদাদা কী চান?

পুরুষার্থের জন্য বাচ্চাদের এখনও পরিশ্রম করা বাপদাদা দেখতে পারেন না। ডায়মন্ড জুবিলী সমাপ্ত হয়েছে এবং ডায়মন্ড এখনো পর্যন্ত বেদাগ হওয়ার পুরুষার্থে লেগে আছে। ডায়মন্ড জুবিলী অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা (ডায়মন্ড) ঝলমল করতে থাকবে। তোমরা ভাববে যে ডায়মন্ড জুবিলী আমাদের তো ছিলই না, দাদীদের হয়েছে। তোমাদের হয়েছে নাকি দাদীদের হয়েছে? কাদের হয়েছে? যজ্ঞ-স্থাপনের কার্যের ডায়মন্ড জুবিলী। শুধু দাদীদের নয়, স্থাপনের কার্যের ডায়মন্ড জুবিলী। সুতরাং তোমরা সবাই দু' বছরের হও বা বারো বছরের, কিংবা ৫০ বছরের হও, কিন্তু স্থাপন-কার্যের নিমিত্ত হও তো না! নাকি না? নিমিত্ত হয়েছে? ব্রাহ্মণ মানেই ব্রহ্মা বাবার সাথে স্থাপনের কার্যে নিমিত্ত আত্মা। তাকেই ব্রহ্মা-কুমার বা ব্রহ্মাকুমারী বলা যেতে পারে। তাহলে, সবাই তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাকি পুরুষার্থী কুমার-কুমারী? কী তোমরা? ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই ব্রহ্মাবাবার সাথী, স্থাপনের নিমিত্ত আত্মা হয়েছে। সুতরাং এমন ভেবো না আমরা তো এখন ছোট। কিন্তু সময় অনুসারে যখন সময় সমাপ্তির কাছাকাছি চলে এসেছে তখন ছোটদের, নতুনদের এত তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে, যদি তোমরা ব্রাহ্মণ হও তো... যদি ক্ষত্রিয় হও তো অবকাশ রয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ব্রাহ্মণ তো বলা হয়ে থাকে, যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা। ক্ষত্রিয় যে সেই ব্রাহ্মণ বলা হয় না। অতএব, ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্থাপনের নিমিত্ত হতেই হবে। তোমরা নিমিত্তই হয়েছে। সেইজন্য এখন মাস্টার দাতা হও। দান না করো কিন্তু সহযোগ দাও। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে দান করতে পারে না, সহযোগ দিতে পারে। তো বাবা কী বললেন? মহা দাতা আর মহা সহযোগী হও। এখন তোমরা এক বছরেরও যদি হও তবুও সময় অনুসারে এখন শৈশবের সব বিষয় সমাপ্ত করো, কেননা, সব বাচ্চা বাণপ্রস্থ অবস্থার নিকটে আছো। সময়ের গতি অনুযায়ী, ড্রামার নিয়ম অনুযায়ী এখন সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা নিকটে।

বাপদাদা জানেন যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি গভীর স্নেহ রয়েছে। গভীর স্নেহ আছে তো না? নাকি উপর-উপর স্নেহ আছে? হৃদয়ের স্নেহ আছে তবেই তো ছুটে এসেছো, এসেছো না? দেখো অসীম হলে, অসীম জগতের বাবার বাচ্চারা অসীম রূপে বিরাজমান। এই হল ভালো লাগে তো না! নাকি দূরে মনে হয়? দেখো, বসার ক্ষেত্রে দূর কিন্তু বাপদাদা নিজের হৃদয়ের অনেক বড় স্ক্রিনে তোমরা সব দূরে বসে থাকা বাচ্চাদের অতি নিকটে দেখছেন। দূরে দেখছেন না। বাপদাদার হৃদয়ের স্ক্রিন অনেক বড়। এখনো পর্যন্ত সায়েন্সের ওরাও বের করেনি। সেইজন্য তোমরা বসে নেই, বাপদাদার হৃদয়ে বসে আছো। এমন মনে করো? চেয়ারে বসে আছো বা শতরঞ্জিতে বসে আছো, নাকি হৃদয়ে বসে আছো? দৃশ্য তো খুব সুন্দর, ভালো লাগছে। ফুল (full) হয়েছে, পিছন পর্যন্ত ভরে গেছে নাকি কিছু খালি রয়েছে? বাপদাদা দেখছেন পিছনে অল্প কিছু খালি রয়েছে।

দেখো, বাপদাদা তোমাদের একটা কাজ দিয়েছিলেন। তোমরা ভুলে গিয়ে থাকবে, কিন্তু বাপদাদার মনে আছে। কোন্ কাজ দিয়েছিলেন? (ক্রোধ মুক্ত হওয়ার) আজ বাবা সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না। প্রথম চান্স নিয়েছো তো না, তাইতো আজ ক্রোধমুক্ত হওয়ার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তোমরা নিরুৎসাহ হয়ে যাবে। রেজাল্ট বাপদাদার জানা আছে। বাবা পরে জিজ্ঞাসা করবেন। তোমাদেরকেও ওখান থেকে রেজাল্ট আনতে বলবেন। আজ ছেড়ে দিচ্ছেন। তোমাদের কাজ দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা ৯ লাখ তৈরি করে দেখাও। মনে আছে প্রতিটা জোনকে বলা হয়েছিল। কোন্ জোন ৯ লাখ তৈরি করেছে?

বাংলা আর বিহারের সেবার টার্ন। তো বাংলা আর বিহার ৯ লাখ তৈরী করেছে? চুপ করে রয়েছে, কিছু বলছে না। চলো কেবল একটি জোন নয়, সকল জোন, দেশ বিদেশের সবাই মিলে ৯ লাখ তৈরী করেছে? বিদেশের বাচ্চারা বলো। ৯ লাখ হয়েছে? বাপদাদা তো নিজের ডেট ফিক্স করে থাকেন আর সেই ফিক্সড ডেটে আসেন। তোমরাও সব বিষয়ের ডেট ফিক্স

করো? এই হল কতদিনে তৈরী হবে, ফাংশন কবে হবে, এইসব ডেট ফিক্স করো তো না? তো এর ডেট কোনটা? ফিক্স আছে? বিনাশের এন্ড (অন্ত) এ নাকি আগে? কবে হবে? কী ভেবেছো? কোন্ ডেটে? কোনো ডেট আছে নাকি এখনও ফিক্স ক'রোনি? এও বাবা করবেন। করতে তোমাদেরকে হবে। বাপদাদা তো বলবেন শুভ কার্যে দেরী ক'রো না। তাহলে কি করবে? চলো, সীজিনের এন্ড হয়ে গেলেও ভালো। এতটা সাহস আছে? কেবল দাতা হয়ে যাও। যদি দাতা হয়ে যাও তবে দাতার ভাবনার দ্বারা তোমাদের রয়্যাল ফ্যামিলি আর সমীপে থাকা প্রজা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাবে। তারা তো প্রতীক্ষা করছে, কেবল তোমাদের দাতা হওয়ার অপেক্ষা। মহান সহযোগী হতে কেবল দেরী। খাজানার বেশীটা নিজের জন্য বা কেবল নিজের সেবার প্রতিই লাগাচ্ছে তোমরা। নিজের নিজের সেবার ডিউটিতেই বেশী সময় ব্যয় করছো। মহান দাতা হয়ে, অসীম জগতের দাতা হয়ে ওয়ার্ল্ডের গোলকের উপরে দাঁড়িয়ে, অসীম জগতের সেবাতে ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। বিশ্ব রাজন হতে হবে, কেবল জোন এর কিস্বা নিজের নিজের ডিউটিজ এর সার্কেলের রাজা নয়। বিশ্ব কল্যাণকারী তোমরা। এখন অসীমে যাও। অসীমে গেলে সীমিত সকল বিষয় স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে। মনোবল হলো অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বল। তাকে তোমরা ইউজ করছো না। বাণী, সম্বন্ধ, সম্পর্ক তারই সেবাতে তোমরা বিজি থাকো। এখন মনোবলকে বাড়াও। অসীম জগতের সেবা যা তোমরা এখন বাণী বা সম্বন্ধ, সহযোগের দ্বারা করে থাকো, তা মনোবল এর দ্বারা করো। তো মনোবল এর অসীম জগতের সেবা যদি নিজের অসীম জগতের বৃত্তির দ্বারা, মনোবল এর দ্বারা বিশ্বের গোলকের উপরে উষ্ণে স্থিত হয়ে, বাবার সাথে পরমধামের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অল্প সময়ও যদি করো, তবে তোমাদের তার প্রালব্ধ অনেক গুণ বেশী প্রাপ্ত হবে।

বর্তমানের সময় আর সারকামস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) অনুসারে অস্তিম সেবা হলো এই মনসা বা মনোবল এর সেবা। এর অভ্যাস এখন করো। বাণীর দ্বারা হোক কিস্বা সম্বন্ধ সম্পর্কের দ্বারা তোমরা সেবা করছো, কিন্তু এখন এই মন্সা সেবার অভ্যাস অতি আবশ্যিক। সাথে সাথে এর অভ্যাস করতে থাকো। বুঝেছো কি করতে হবে? এই মন্সা সেবা সেই বিস্ময় দেখাবে যা স্থাপনার আদিতে বাবার মনসার দ্বারা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। আর মনসা সেবার ফল স্বরূপ এখনও তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, সেই আত্মারাই এখনও ফাউন্ডেশন হয়ে রয়েছেন। ড্রামার অনুসারে এই বাবার মন্সার আকর্ষণের প্রমাণ তো অত্যন্ত শক্তিশালী। তো অস্তিমে এখন বাবার সাথে তোমাদেরও মনসার আকর্ষণ, আত্মিক আকর্ষণের দ্বারা যে আত্মারা আসবে, তারা সময় অনুসারে কম সময়ে, কম পরিশ্রমে আর ব্রাহ্মণ পরিবারকে বৃদ্ধি করবার জন্য নিমিত্ত হবে। পূর্বের সেই বিস্ময় অস্তিমেও দেখতে পাওয়া যাবে। আদিতে যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাধারণ রূপে না দেখে শ্রীকৃষ্ণের রূপে অনুভব করতেন। সাক্ষাৎকার হলো আলাদা জিনিস, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণই দেখতেন, সেই ভাবেই খেতেনও আচরণেও আসতেন। এই রকমই তো ছিল তাই না? তো স্থাপনাতে একমাত্র বাবা করেছেন, অস্তিমে বাচ্চারা তোমাদেরকেও আত্মারা সামনে সাক্ষাৎ দেবী-দেবতা দেখতে পাবে। তারা ভাবতেই পারবে না যে ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি। তারাই পূজ্য ভাবের প্রভাব অনুভব করবে, তখন বাবা সহ তোমাদের সকলের প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচিত হবে। এখন একলা বাবাই প্রত্যক্ষ হবেন না। বাচ্চাদের সাথে প্রত্যক্ষ হতে হবে। স্থাপনাতে যেমন ব্রহ্মার সাথে বিশেষ ব্রাহ্মণও নিমিত্ত হয়েছে, সেই রকমই সমাপ্তির সময়ও বাবার সাথে সাথে অনন্য বাচ্চারাও দেব রূপে সাক্ষাৎ অনুভূত হবে। এর জন্য আজ এ'কথা বললাম, এখন থেকে প্রালব্ধ স্বরূপে স্থিত হও। ছোট ছোট ব্যাপার গুলির থেকে এখন উর্ধ্বে যাও। বিশেষ প্রালব্ধ স্বরূপের সাক্ষাৎকার নিজেও করো আর অন্যদেরকেও করাও। বুঝেছো? এখন সকলে নিজের অনাদি স্বরূপে এক সেকেন্ডে স্থিত হতে পারো? কেননা অস্তিমে এক সেকেন্ডের মধ্যেই সিটি বাজবে। সুতরাং এখন থেকে অভ্যাস করো। ব্যস্ স্থিত হয়ে যাও (ড্রিল করালেন)। আচ্ছা।

সর্ব চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে সর্বদা ভাগ্য রেখাকে ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রেখে থাকা আত্মাদেরকে, সর্বদা নিজের সঙ্গমযুগী সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ প্রালব্ধকে অনুভবকারী, সর্বদা মাস্টার দাতা, মহা সহযোগী আত্মাদেরকে, সর্বদা মনসা সেবার দ্বারা বিশ্বের আত্মাদেরকে কল্যাণকারী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- কর্মযোগের স্টেজের দ্বারা কর্মভোগের উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী বিজয়ী রত্ন ভব কর্মযোগী হয়ে উঠলে শরীরের কোনো কর্মভোগ ভোগের রূপে অনুভব করায় না। মনের মধ্যে কোনও রোগ থাকলে তাকে রোগী বলা হবে, মন নিরোগী মানে সে সদা সুস্থ। শুধুমাত্র শেষ শয্যায় বিষ্ণুর মতো জ্ঞানের সুমিরণ করতে করতে পুলকিত হতে থাকবে, মনন শক্তির দ্বারা আরোই সাগরের তলদেশে যাওয়ার চান্স পাওয়া যায়। এই রকম কর্মযোগীই কর্মভোগের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে বিজয়ী রত্ন হয়ে যায়।

স্লোগান:- সাহসকে সাথী বানিয়ে নাও, তবে প্রতিটি কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;